দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২২৬ ॥ ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা ॥ ৩০ জমাঃ আউঃ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ॥ মূল্য ৫ টাকা

বিচারকদের সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি নগদায়ন নীতিমালা করতে প্রধান বিচারপতির নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশের বিচারকদের জন্য সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা জারি করতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। অর্থ মন্ত্রণালয়ে এই বিষয়ে চিঠি দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন। গতকাল সোমবার সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জানা গেছে, বিষয়টি নিয়ে প্রধান বিচারপতির নির্দেশনা সংক্রান্ত চিঠি ১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পাঠানো হয়। চিঠিতে বলা হয়েছে, গত ২১ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতি এবং সারাদেশের বিচারকদের প্রতি অভিভাষণ প্রদান করেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ।

সার্ককে পুনরুজ্জীবিত করতে আরও কাজ করার আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থাকে (সার্ক) আরও কার্যকরী করার আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সোমবার (২ ডিসেম্বর) সার্কের মহাসচিব গোলাম সারওয়ার ঢাকার তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করতে এলে এ আহ্বান জানান ড. ইউনূস। সার্কের মহাসচিবকে বলেন, সার্ক একটি বিস্মৃত শব্দ। আপনি যদি এটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন তবে এটি পুরো অঞ্চলের মানুষের লাভ হবে। এ সময় সার্কের সেক্রেটারি জেনারেল সার্কের একজন বড় সমর্থক হওয়ার জন্য ড. ইউনূসকে ধন্যবাদ জানান। মহাসচিব প্রধান উপদেষ্টাকে সার্কের চলমান কার্যক্রমের বিষয়ে অবহিত করেন। যার মধ্যে রয়েছে প্রোগ্রামিং কমিটি, আঞ্চলিক কেন্দ্রের গভর্নিং বডি এবং বিশেষায়িত সংস্থা, জলবায়ু পরিবর্তনের ঘটনা, এসডিজি, আঞ্চলিক একীকরণ, শুল্ক সহযোগিতা ইত্যাদি। তিনি বলেন, উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের অভাবে কার্যকরী উদ্যোগগুলো গতি পাচ্ছে না। মহাসচিব সারওয়ার বলেন, আমাদের অনেক সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্ব রয়েছে। আমরা সেগুলো বের করার চেষ্টা করছি। ড. ইউনূস মহাসচিব সারওয়ারকে বাংলাদেশ, ভারত ও ভুটানের মতো প্রতিবেশী দেশগুলোতে নেপালের জলবিদ্যুৎ রপ্তানির মতো বহুপাক্ষিক বিষয়ে কাজ করার জন্য বলেন। অধ্যাপক ইউনূস জানুয়ারিতে বাংলাদেশে যুব উৎসবে যোগ দিতে সার্কভুক্ত দেশগুলোর তরুণদের আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, সার্কের পুরো ধারণাটি হলো মানুষকে একত্রিত করা। এই সম্মেলনে সার্কের দরজা খোলার একটি উপায় হতে পারে।

৩০০ কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে এডিবি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশকে ২.৪৩ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। বাংলাদেশি মুদ্রায় এ অর্থের পরিমাণ ২৯১ কোটি ৬০ লাখ টাকা (প্রতি ডলার ১২০ টাকা ধরে)। সোমবার (২ ডিসেম্বর) এডিবির ঢাকা কার্যালয় থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এডিবি জানায়, বাংলাদেশের ময়মনসিংহে একটি গ্রিড-সংযুক্ত সৌর ফটোভোলটাইক পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য মুক্তাগাছা সোলারটেক এনার্জি লিমিটেড (এমএসইএল) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ অর্থ ব্যয় করা হবে। এ সংক্রান্ত অর্থ সহায়তার বিষয়টি অনুমোদন করেছে এডিবির বোর্ড। সংস্থাটি জানায়, একমাত্র বাধ্যতামূলক লিড অ্যারেঞ্জার হিসেবে, এডিবি এমএসএলের জন্য অর্থায়ন প্যাকেজের ব্যবস্থা, কাঠামোগত এবং সিন্ডিকেট করেছে, যা বাংলাদেশভিত্তিক শক্তি কোম্পানি জুলস পাওয়ার লিমিটেড (জিপিএল) এর মালিকানাধীন। এতে এডিবি থেকে ১৫ দশমিক ৫ মিলিয়ন ঋণ এবং এডিবির মাধ্যমে পরিচালিত লিডিং এশিয়া'স প্রাইভেট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফান্ড ২ থেকে ৮ দশমিক ৮ মিলিয়ন ঋণ রয়েছে।

গুরুত্ব কম দেওয়ায় ডেঙ্গুতে মৃত্যু বাড়ছে : স্বাস্থ্যের ডিজি

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে অন্যান্য সময়ের তুলনায় এই সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃত্যু বেশি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবু জাফর। স্বাস্থ্যের ডিজি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই সময়ে ডেঙ্গু সংক্রমণ অব্যাহত থাকলেও রোগটিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় তুলনামূলক মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। সোমবার (২ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্য মহাপরিচালক বলেন, ডেঙ্গু রোগীদের জটিল পরিস্থিতি তৈরি না হলে সাধারণত তারা হাসপাতালে আসছেন না। এতে দেখা যায়, খুব অল্প সময়ে রোগী শকে চলে যাচ্ছে। রোগীদের পেটে ও ফুসফুসে পানি আসছে। এমন একটা সময়ে তারা হাসপাতালে আসছেন, যখন আর তাদের জন্য কিছু করা যাচ্ছে না। শুধুমাত্র দেরি করে হাসপাতালে আসার কারণেই মৃত্যুটা বেশি হচ্ছে। ডা. আবু জাফর বলেন, ডেঙ্গুতে বেশি মারা যাচ্ছে ঢাকায়, যাদের বয়স ২০ থেকে ৪০ বছর। তবে চট্টগ্রামে শিশু ও বৃদ্ধদের মৃত্যুহার তুলনামূলক বেশি। এর কারণ হলো ডেঙ্গু হলে মানুষ ২-এর পাতায় দেখুন

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

স্টাফ রিপোর্টার : আজ মঙ্গলবার মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বরের তৃতীয় দিন। দীর্ঘ দু'যুগের শোষিত-বঞ্চিত মানুষগুলোর একটাই আকুতি ছিল শোষণ-বঞ্চনার জাল ছিন্ন করা। এ দিন থেকেই মূলত: স্বাধীনতা যুদ্ধের চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়। সেই যুদ্ধ ক্রমেই সম্মুখ যুদ্ধের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। বিজয়ের এ মাসেই রক্তাক্ত জনযুদ্ধের মাধ্যমে সাতান্ন হাজার বর্গমাইল আয়তনের স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ ২-এর পাতায় দেখুন

৫০০ কোটি টাকার ঘরে লেনদেন

ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মিলেছে দেশের শেয়ারবাজারে

স্টাফ রিপোর্টার : অবশেষে ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মিলেছে দেশের শেয়ারবাজারে। চলতি সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস সোমবার (২ ডিসেম্বর) প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে বেশিসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। ফলে বেড়েছে সবকটি মূল্যসূচক। সেইসঙ্গে লেনদেন বেড়ে পাঁচ'শ কোটি টাকার ঘরে চলে এসেছে। প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পাশাপাশি অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই)-ও দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে বেশি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট। ফলে এ বাজারটিতেও মূল্যসূচক বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে লেনদেনের পরিমাণ। এর আগে গত সপ্তাহে লেনদেন হওয়া পাঁচ কার্যদিবসের মধ্যে চার কার্যদিবসেই দাম কমার তালিকয় নাম লেখায় বেশি প্রতিষ্ঠান। তার আগের সপ্তাহের পাঁচ কার্যদিবসেই লেনদেন অংশ নেয়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম কমে। আর চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসেও দাম কমার তালিকায় নাম লেখায় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান। এমন পরিস্থিতিতে সোমবার শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের দাম বাড়ার মাধ্যমে। ফলে লেনদেন শুরুতে সূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার দেখা মিলে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম বাড়ায় লেনদেনের এক পর্যায়ে ডিএসইর প্রধান সূচক ৪৩ পয়েন্ট বেড়ে যায়। কিন্তু শেষ ঘণ্টার লেনদেনে দাম বাড়ার তালিকা থেকে ২-এর পাতায় দেখুন

খালেদা জিয়া-তারেক রহমানের মামলা নিষ্পত্তি, উজ্জীবিত বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর উজ্জীবিত অবস্থায় রয়েছে বিএনপি। বিশেষ করে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী সরকারের আমলে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার নিষ্পত্তি হওয়ায়। গত ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসে ছয় বছর পর বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া প্রকাশ্য কোনো অনুষ্ঠানে যোগদান করায় দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা আকাশচুম্বি হয়েছে। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মামলায় রোববার আদালতের দেওয়া দণ্ডাদেশ থেকে খালাস পান তারেক রহমান। সোমবার (০২ ডিসেম্বর) রাষ্ট্রদ্রোহের দুই মামলায় সিলেটের আদালতেও খালাস পান তিনি। ২-এর পাতায় দেখুন

'ক্ষমতার ভারসাম্য' আনতে সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আলোচনায়

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের নানা সংস্কার উদ্যোগের মধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে রাষ্ট্রপতি পদে সরাসরি নির্বাচনের সুপারিশ উঠে আসছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠছে ফের কি তবে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থায় যেতে হবে, নাকি সংসদীয় পদ্ধতির মধ্যে থেকেই পাশাপাশি হবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দুই পদ্ধতিতেই হতে পারে। আসল কথা হলো প্রয়োজন প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। গত অক্টোবরে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন গঠন হওয়ার পর তারা বিভিন্ন মহলের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সুপারিশ নিচ্ছে। এরই মধ্যে গণমাধ্যম, সাবেক নির্বাচন কমিশনার, নাগরিক সমাজ, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী সমাজ ও নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছে? এছাড়া বিভিন্ন দল ও জনগণের কাছেও সুপারিশ আহ্বান করেছে ওই কমিশন। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মহল থেকে সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করার সুপারিশ এসেছে। কেন এই আলোচনা : বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সর্বময়। আর রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কেবল সরকারের আদেশগুলো সই করে কার্যকর করার মধ্যেই সীমিত। এতে রাষ্ট্রের শীর্ষ দুই পদের ক্ষমতার ভারসাম্য নীতি কাজ করছে ২-এর পাতায় দেখুন

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের ছুটি ঘোষণার রায় স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : ১৫ আগস্টকে জাতীয় শোক দিবসের ছুটি ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ। গতকাল সোমবার অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার অনিক আর হক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি দিয়ে ১ ডিসেম্বর এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। এদিকে, গত ১৩ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্টের সাধারণ ছুটি বাতিল করা হয়। এ বিষয়ে ব্যারিস্টার অনিক আর হক বলেন, সেটি এ বছরের জন্য নির্বাহী ২-এর পাতায় দেখুন

গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা অনুসরণ করতে উপাচার্যদের অনুরোধ উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : গুচ্ছ পরীক্ষা পদ্ধতিতে ভর্তির ব্যবস্থা বহাল রাখতে গুচ্ছভুক্ত সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের অনুরোধ করে চিঠি দিয়েছেন শিক্ষা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। গত রোববার পাঠানো চিঠিতে উপদেষ্টা বলেন, ইতোপূর্বে আপনাকে লেখা আমার একটি চিঠিতে দেশের শিক্ষাঙ্গনে নানা অস্থিরতা বিরাজমান থাকার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু করণীয় পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ করেছি। আমি জানি এটা সহজ কাজ নয় এবং আপনি ও আপনার সহকর্মীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। ওএ প্রেক্ষাপটে আমরা মনে করছি যে বর্তমানে প্রচলিত গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এলে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা আরও কঠিন হয়ে পড়বে। এর আগে উপাচার্যরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২-এর পাতায় দেখুন

সোমবার দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র্যাব) মিলনায়তনে অভিনেত্রী রোমানা ইসলাম সংবাদিক সম্মেলন

বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ও আবেদন ফি কমছে

স্টাফ রিপোর্টার : বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ও আবেদন ফি কমানোর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০০ থেকে কমিয়ে ১০০ নম্বর করার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা অনুমোদন পাওয়া গেলে ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষা থেকে কার্যকর হবে। আর বিসিএস পরীক্ষার আবেদন ফি ৭০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৩৫০ টাকা করার প্রস্তাব দিয়েছে পিএসসি। ৪৭তম বিসিএস থেকে তা কার্যকর হওয়ার কথা রয়েছে। গতকাল সোমবার পিএসসি সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। পিএসসির কর্মকর্তারা বলছেন, পিএসসি ও তার কার্যক্রম সংস্কারের অংশ হিসেবে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সার্বিক দিক বিবেচনায় মৌখিক পরীক্ষার নম্বর কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২-এর পাতায় দেখুন

সিন্ডিকেটের কবলে পোলট্রি মুরগির বাচ্চা

স্টাফ রিপোর্টার : সিন্ডিকেটের কবলে পোলট্রি মুরগির বাচ্চা। মুরগির দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখতে অন্তর্বর্তী সরকার দর বেঁধে দেয়াসহ নানা পদক্ষেপ নিলেও একটি সিন্ডিকেট মুরগির বাচ্চার দাম দ্বিগুণ বাড়িয়ে অস্থির করে তুলছে। তারা সাধারণ খামারিদের কাছ থেকে নির্ধারিত দামের চেয়ে প্রতিটি মুরগির বাচ্চায় ৩০ টাকা অতিরিক্ত হাতিয়ে নিচ্ছে। এর মাধ্যমে গত দু'মাসে মাসে মুরগির বাচ্চায় অতিরিক্ত ৫৪০ কোটি টাকা মুনাফা করেছে। পোলট্রি শিল্পখাত সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার গত ১৫ সেপ্টেম্বর ডিম ও মুরগির বাচ্চার দাম সরকার নির্ধারণ করে দেয়। ওই দিন প্রতিটি মুরগির বাচ্চা ৩০ থেকে ৩৫ টাকায় বিক্রি হলেও একদিন পর থেকেই মুরগির বাচ্চার দাম বাড়াতে থাকে। সিন্ডিকেট সদস্যরা এসএমএসের মাধ্যমে এক দিনের বাচ্চা ৫৫ থেকে ৮০ টাকায় বিক্রি শুরু করে। আবার কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ব্রয়লার, সোনালি, লেয়ার মুরগির বাচ্চা ৫৫ থেকে ১১০ টাকায় বিক্রি করছে। সব ধরনের মিলিয়ে দেশে প্রতিদিন ৩০ লাখ মুরগির বাচ্চা উৎপাদন হয়। ওই হিসাবে প্রতিটি মুরগির বাচ্চায় গড়ে ৩০ টাকা বেশি মুনাফা করা হয়েছে। এভাবে প্রতিদিন ৯ কোটি টাকা করে গত ৬০ দিনে শুধু মুরগির বাচ্চার দাম বাড়িয়ে ৫৪০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। সূত্র জানায়, সিন্ডিকেটের কারণে পোলট্রি খামারিদের উৎপাদন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। ফলে প্রান্তিক খামারিরা ন্যায্য লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং অনেকেই পোলট্রি খাত থেকে সরে যাচ্ছে। আর করপোরেট কোম্পানিগুলো কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বাজার অস্থির করে তুলছে। এমন পরিস্থিতিতে যদি প্রান্তিক খামারি কমে যায়, তাহলে ডিম ও মুরগির সরবরাহও কমে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যা সরাসরি ভোক্তাদের জন্য ২-এর পাতায় দেখুন

আকরাম হত্যা মামলায় সাবেক এমপি সাফিয়া খাতুন কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পল্লবী থানাধীন আকরাম হোসেন রাব্বি হত্যা মামলায় মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক এমপি সাফিয়া খাতুনকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গত রোববার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল ওয়াহাব এ আদেশ দেন। এর আগে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও পল্লবী থানার পুলিশ পরিদর্শক আদিল হোসেন তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। আসামি পক্ষের আইনজীবী জামিন চেয়ে আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করে। শুনানি শেষে বিচারক কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। গতকাল সোমবার পল্লবী থানার সাধারণ নিবন্ধন শাখার কর্মকর্তা ও পুলিশের উপপরিদর্শক ওহিদুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গত ৩০ নভেম্বর রাজধানী পল্লবী থানাধীন বালুঘাট এলাকায় মিছিলের প্রস্তুতির সময় সাফিয়া খাতুনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে গত ১৯ জুলাই ২-এর পাতায় দেখুন

কর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পে লাখ লাখ কোটি টাকার দুর্নীতি

স্টাফ রিপোর্টার : একদিকে কর ফাঁকি, কর ছাড়ের অপব্যবহার ও অর্থ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতায় রাষ্ট্র রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে বড় বড় প্রকল্পে দুর্নীতির কারণে ২ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত অপচয় হয়েছে। বাংলাদেশে এ চিত্র বিগত ১৫ বছরের। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী সরকারের সময়ে গড়ে প্রতি বছর ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার হয়েছে। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনে প্রতিটি খাতে লুটপাট ও দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে। দেশের অর্থনীতির সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে অন্তর্বর্তী সরকার শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি তিন মাসের অনুসন্ধান শেষে তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করে। প্রধান উপদেষ্টার তেজগাঁও কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিবেদন হস্তান্তর অনুষ্ঠানে কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ছাড়াও অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ বিষয়ে বলেন, '৩০ অধ্যায়ের ৪০০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ শ্বেতপত্রে উঠে এসেছে কীভাবে ক্রোনি পুঁজিবাদ অলিগার্কদের জন্ম দিয়েছে, কীভাবে তারা নীতি প্রণয়নকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কমিটি 'বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা নিয়ে শ্বেতপত্র' শিরোনামের প্রতিবেদনে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক ভারসাম্য, ব্যাংকিং খাতের পরিস্থিতি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিস্থিতি, সরকারের ঋণ, পরিসংখ্যানের মান, বাণিজ্য, রাজস্ব, ব্যয়, মেগা প্রকল্প, ব্যবসার পরিবেশ, দারিদ্র্য ও সমতা, পুঁজিবাজার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ও জলবায়ু ইস্যুসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ রয়েছে। কমিটি পদ্মা সেতু, রেল সংযোগ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র ও কর্ণফুলী টানেলের মতো মেগা প্রকল্পগুলোর ওপর তাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে। কমিটির পর্যবেক্ষণে যে-সব বিষয় উঠে এসেছে তা হলো- রাজস্ব ফাঁকি ও আর্থিক ক্ষতি কর ফাঁকি, কর ছাড়ের অপব্যবহার এবং দুর্বলভাবে পরিচালিত সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রকে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে, ফলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বছরে গড়ে ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার হয়েছে। যা বিদেশি সাহায্য এবং এফডিআই প্রবাহের সম্মিলিত মানের দ্বিগুণেরও বেশি। তদুপরি, কর ছাড় অর্ধেকে নামিয়ে আনলে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ দ্বিগুণ এবং স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ তিনগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। সরকারি বিনিয়োগ : বড় আকারের সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতির কারণে গড় ব্যয় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ২-এর পাতায় দেখুন

পুলিশের আরও ৯ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ পুলিশের ৯ জন কর্মকর্তাকে একযোগে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছে সরকার। অবসরে যাওয়া সবাই সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পৃথক নয়টি প্রজ্ঞাপনে এ ৯ কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন প্রজ্ঞাপনগুলোতে সই করেন। বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো কর্মকর্তারা হলেন- বিএমপির সহকারী পুলিশ কমিশনার এম আর শওকত আনোয়ার ইসলাম, সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার মো. সেলিম হোসেন, এসএসএফের সহকারী পুলিশ সুপার মো. এনায়েত হোসেন, র‌্যাবের সহকারী পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান, এপিবিএনের সহকারী পুলিশ সুপার মো. মতিউর রহমান, র‌্যাবের সহকারী পুলিশ সুপার মো. নাসির উদ্দিন ভূঁয়া, র‌্যাবের সহকারী পুলিশ সুপার মো. জামাল উদ্দিন, এপিবিএনের সহকারী পুলিশ সুপার জোবাইরুল হক এবং শিল্পাঞ্চল পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার মো. ২-এর পাতায় দেখুন

মমতার বক্তব্য তার রাজনীতির জন্য সঠিক পদক্ষেপ নয়: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী পাঠানোর প্রস্তাব করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া একটি বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশকে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটা তার রাজনীতির জন্য সঠিক পদক্ষেপ নয়। সোমবার (২ ডিসেম্বর) বিকেলে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন সংক্রান্ত অপপ্রচার নিয়ে ঢাকায় বিভিন্ন মিশনে দায়িত্বরত বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফ করার সময় তৌহিদ হোসেন এ কথা বলেন। বিদেশি কূটনীতিকদের ব্রিফিং শেষে মমতার মন্তব্যের বিষয়ে সাংবাদিকরা পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনকে প্রশ্ন করেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বাংলাদেশে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠানোর কথা বলেছেন। এর জবাবে মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি। তিনি এই বক্তব্য কেন দিলেন তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি মনে করি এই বক্তব্য তার রাজনীতির জন্য সঠিক পদক্ষেপ নয়। এর আগে দুপুরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিধানসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বর্ডার সিকিউরিটি কেন্দ্রের আওতায়। আমাদের এখতিয়ার বা দায়িত্বে নেই। আমরা হাউসের পক্ষ থেকে অনুরোধ ২-এর পাতায় দেখুন

২১ আগস্টের 'সত্যতা' সামনে রেখে রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার রায় প্রসঙ্গে বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটব্যুরো এক বিবৃতিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেছে, ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলাটি ছিল চরম নৃশংস ও দুর্বিত্তায়িত প্রতিশোধ পরায়ণ ও রাজনৈতিকভাবে অগণতান্ত্রিক পন্থা, যা গণতান্ত্রিক শান্তিকামী মানুষ কামনা করেন না। গতকাল সোমবার দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, 'ঘটনাটির সুষ্ঠু ন্যায়বিচার ও প্রকৃত দোষীদের শাস্তি বিধান নিশ্চিত ছিল একটি গণতান্ত্রিক দেশে তার বিচার ব্যবস্থার দায়িত্ব। বিচার প্রক্রিয়ার ত্রুটি-বিচ্যুতিতে সত্য ঘটনা চাপা পড়ে যাওয়া ও প্রকৃত দোষী নিরূপন না হওয়া ভবিষ্যতে খারাপ নজির বলে জনমানসে থেকে যাবে। অতএব ঘটনার সত্যতাকে সামনে রেখে রাষ্ট্রকে পুনউদ্যোগ নিয়ে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করে শাস্তি বিধান নিশ্চিত করা উচিতৎ' বলে মনে করে ওয়ার্কার্স পার্টি। প্রসঙ্গত, ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ০৩ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বাংলা

পিলখানা হত্যাকাণ্ড পুনঃতদন্তে স্বাধীন কমিশন গঠন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পিলখানায় ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বাংলাদেশ রাইফেলসের (বিডিআর) বিদ্রোহে সেনা অফিসারদের হত্যার ঘটনা পুনঃতদন্তে স্বাধীন কমিশন গঠন করেছে সরকার। সোমবার (২ ডিসেম্বর) হাইকোর্টের বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ও বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর হাইকোর্ট বেঞ্চকে এ তথ্য জানিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তানিম খান ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন। এর আগে গত ৫ নভেম্বর পিলখানায় বিদ্রোহে সেনা অফিসারদের হত্যার ঘটনায় কমিশন গঠন করে পুনঃতদন্ত করতে কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে পিলখানা হত্যা মামলার পুনঃতদন্ত চেয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে করা আবেদন ১০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দেন আদালত। ২০২০ সালের ৭ জানুয়ারি পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহে সেনা কর্মকর্তা হত্যাকাণ্ডের মামলায় নিম্ন আদালতে ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত ১৫২ জনের মধ্যে ডিএডি তৌহিদসহ ১৩৯ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে রায় প্রকাশ করেন হাইকোর্ট। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম বড় এ মামলার ২৯ হাজার ৫৯ পৃষ্ঠার রায় প্রকাশ করা হয়। একইসঙ্গে বিচারিক আদালতে যাবজ্জীবন পাওয়া ১৬০ জনের মধ্যে ১৪৬ জনের সাজা বহাল রাখা হয়। বিচারিক আদালতে যাবজ্জীবন পাওয়া আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড নেতা তোরাব আলীসহ ১২ জনকে খালাস দেন আদালত। বিচারপতি মো. শওকত হোসেনের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বিশেষ হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। বেঞ্চের অপর দুই সদস্য হলেন- বিচারপতি মো. আবু জাফর সিদ্দিকী ও বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার। এ ছাড়া বিচারিক আদালতে তিন থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ২৫৬ আসামির মধ্যে ১০ বছরের কারাদণ্ডের আসামি ১২৮ জন, ৮ জনকে সাত বছর, চারজনকে ৩ বছর এবং ২ জনকে ১৩ বছর করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ২৯ জন খালাস পান। ২৮ জন আপিল করেনি। ৩ জন মারা গেছেন। এদিকে বিচারিক আদালতে খালাস পাওয়া ৬৯ জনের মধ্যে ৩১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ৪ জনকে ৭ বছর করে কারাদণ্ড দেন হাইকোর্ট। এ ছাড়া ৩৪ জনকে খালাস দেন। দুই দিনব্যাপী উপমহাদেশের মধ্যে বৃহত্তম এ মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। ২০১৫ সালে এ মামলায় বিচারিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের শুনানির জন্য বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন করা হয়। এই বেঞ্চে ৩৭০ কার্যদিবস আসামিদের আপিল ও ডেথ রেফারেন্সের ওপর শুনানি হয়। ওই সময়ের অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমসহ ৭-এর পাতায় দেখুন

সরকারি চাকরিতে পৌনে ৫ লাখ শূন্যপদ পূরণের নির্দেশনা

স্টাফ রিপোর্টার : বর্তমানে সরকারি চাকরিতে ৪ লাখ ৭৩ হাজার ১টি পদ খালি রয়েছে। এসব পদ পূরণে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থাগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। গতকাল সোমবারজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনার চিঠি সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠানো হয়েছে। এতে বলা হয়, সরকারি কর্মচারীদের পরিসংখ্যান ২০২৩ অনুযায়ী বর্তমানে সরকারের অনুমোদিত শূন্য পদের সংখ্যা ৪ লাখ ৭৩ হাজার ১টি। সম্প্রতি বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি) ৪৭তম বিসিএস নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ৩ হাজার ৬৮৮টি শূন্য পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। বিপিএসসি শুধু প্রথম শ্রেণি নন-ক্যাডার এবং সীমিত পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা নিয়োগ করে থাকে। সরকার থেকে অনুমোদিত অন্যান্য পদগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থা/করপোরেশন/কোম্পানি থেকে পূরণ করা হয়ে থাকে। চিঠিতে আরও বলা হয়, ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার জনগণের প্রত্যাশা পূরণ এবং শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব লাঘবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও তা পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এ অবস্থায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধীন দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে অনুমোদিত শূন্য পদগুলো বিধি মোতাবেক পূরণের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় চিঠিতে। শূন্যপদ পূরণে এরইমধ্যে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, সেসব তথ্য ওয়ার্ড ফাইলসহ চিঠি ৭-এর পাতায় দেখুন

দায়িত্বশীল মুসলমানরা উগ্র গোষ্ঠীর ফাঁদে পা দেয়নি : জামায়াত আমির

ঝালকাঠি প্রতিনিধি : জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, একটি উগ্র গোষ্ঠী চট্টগ্রামে আইনজীবীকে হত্যা করে দেশকে শ্মশানে পরিণত করতে চেয়েছিল, তবে এদেশের দায়িত্বশীল মুসলমানরা তাদের পাতানো ফাঁদে পা দেয়নি। সোমবার (২ ডিসেম্বর) সকালে ঝালকাঠিতে আয়োজিত 'ইউনিয়ন দায়িত্বশীল সমাবেশ ২০২৪' এর প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। জামায়াতের আমির বলেন, আমরা ধৈর্য্য ধরেছি দেশের মানুষকে শান্ত করেছি। এদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্ট্রান সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তিতে বসবাস করবে। কোনো ধর্মীয় উপাসনালয় কাউকে পাহারা দিতে হবে না।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা এমন বাংলাদেশ চাই যেখানে কোর্ট কাচারি অফিস আদালতে কোথাও গিয়ে আপনি লাঞ্ছিত হবেন না। কৃষক তার ফসলের নায্য দাম পাবেন, শ্রমিক পাবেন তার ঘামের মজুরি। জামায়াত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গেলে কাউকে অধিকার ভিক্ষা করতে হবে না। সবাইকে তার অধিকার সম্মানের সাথে দেওয়া হবে। লেখাপড়া করে এদেশের যুবকেরা বেকারত্বের অভিশাপে আত্মহত্যা করবে না। শিক্ষা অর্জন করে সাথে সাথে কাজ পাবেন।'

'দ্বিতীয় স্বাধীনতা' প্রসঙ্গে জামায়াতের আমির বলেন, 'আবু সাঈদ আমাদের এই স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান আইকন ও সেনাপতি। তিনি অধিকার চেয়েছিলেন কিন্তু তাকে পর পর তিনটি গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আমরা তাকে স্যালুট জানাই।' সমাবেশে জেলা জামায়াতের আমির ও কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য অ্যাডভোকেট হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী সদস্য মোবারক হোসেন ও জামায়াত নেতা মাসুদ সাঈদী।

বাংলাদেশকে ভারত উপনিবেশ মনে করে: মাহমুদুর রহমান

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : আমার দেশ সম্পাদক মাহমুদুর রহমান বলেছেন, ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ মনে করে না, তারা বাংলাদেশকে ভারতের উপনিবেশ মনে করে। আর আমাদের লড়াই হচ্ছে তার বিরুদ্ধে, যাতে আমরা আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখতে পারি। সোমবার (২ ডিসেম্বর) দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া মাদরাসায় হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় মহসচিবসহ আলেম উলামাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা পথে চলাচলকারী শ্যামলী পরিবহনের দুর্ঘটনাকবলিত একটি বাস নিয়ে ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমসহ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মিথ্যাচার সংক্রান্ত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম ইসলাম আমরা যাতে ইসলামের মর্যাদা রক্ষা ৭-এর পাতায় দেখুন

মার্চের পর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করবে ইসি

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছর আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করবে না নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামী মার্চের পর হাতে নেবে এই কার্যক্রম। এর আগে পুরোনো তথ্যেই প্রকাশ করা হবে এবারের হালনাগাদ করা চূড়ান্ত ভোটার তালিকা। সোমবার (২ ডিসেম্বর) এএমএম নাসির উদ্দীনের নেতৃত্বাধীন কমিশন তাদের 'প্রথম কমিশন বৈঠকে' এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেন, ১৪তম কমিশনের প্রথম সভা হলো। এতে চার নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে চারটি কমিটি হয়েছে। দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় ছিল ভোটার তালিকা হালনাগাদ। তিনি বলেন, প্রতিবছর জানুয়ারি অনুযায়ী হালনাগাদ ভোটার তালিকা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ১৭ লাখ তথ্য আমাদের হাতে রয়েছে, যেটা জানুয়ারি ২০২৫ সালে আমরা সন্নিবেশ করবো এবং তারা নতুন ভোটার হিসাবে তালিকায় যুক্ত হবেন। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, এই তথ্যটা পূর্ণাঙ্গ হয় না। কারণ অনেকেই অফিসে এসে নিবন্ধন সম্পন্ন করেননি। আনুমানিক ৪৫ লাখ হতো এই সংখ্যাটা। আমাদের হাতে যে ১৭ লাখ তথ্য আছে তার মধ্যে ১৩ লাখ আমরা ২০২২ সালে সংগ্রহ করেছি। আর বাকি চার লাখ আমাদের বিভিন্ন অফিসে এসে এ বছরে নিবন্ধন করেছে। অর্থাৎ আমাদের ধারণা, ২৭ থেকে ২৮ লাখ ভোটার, কম-বেশি হতে পারে কিন্তু ভোটার হওয়ার যোগ্য। এই বাস্তবতায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের এই বছরে যে প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়ায় হালনাগাদটা সম্পন্ন হবে। এই নির্বাচন কমিশনার বলেন, ১ জানুয়ারি যে, তথ্যটা ভোটার যোগ্য হয়ে যায়, সেই তথ্যটা আমরা ২ জানুয়ারি থেকে ২ মার্চের মধ্যে শুনানিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম করে চূড়ান্ত করে থাকি। ২০২৫ সালের ২ মার্চ চূড়ান্ত হয়ে যাবে। তালিকা প্রকাশ হবে। কিন্তু যারা ৭-এর পাতায় দেখুন

৭ কলেজের স্থগিত পরীক্ষার নতুন সূচি প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) অধিভুক্ত রাজধানীর সরকারি সাত কলেজের স্থগিত হওয়া অনার্সের দুই বিষয়ের পরীক্ষার নতুন সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সোমবার (২ ডিসেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. বাহালুল হক চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের ২৫ এবং ২৭ নভেম্বর প্রকাশিত ২০২৩ সালের অনার্স ৪র্থ ও ১ম বর্ষ পরীক্ষার সময়সূচির স্থগিতকৃত পরীক্ষা নতুন সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে ২০২৩ সালের ৪র্থ বর্ষ স্নাতক পরীক্ষা (পূর্বঘোষিত ২৬ নভেম্বর ২০২৪) ২০২৫ সালের ৬ জানুয়ারি এবং ২০২৩ সালের ১ম বর্ষ স্নাতক পরীক্ষা (পূর্বঘোষিত ২৮ নভেম্বর ২০২৪) ২০২৫ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি দুপুর সাড়ে ১২টায় ৭-এর পাতায় দেখুন

দশ শতাংশ মানুষ ভোগ করছে ৮৫ শতাংশ সম্পদ : দেবপ্রিয়

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে উন্নয়ন বাজেটের ৪০ শতাংশ অর্থ তছরুপ হয়েছে। সেই সঙ্গে দেশের ১০ শতাংশ মানুষ ৮৫ শতাংশ সম্পদ ভোগ করছেন বলে জানিয়েছেন শ্বেতপত্র কমিটির প্রধান ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। সোমবার (০২ ডিসেম্বর) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন শ্বেতপত্র কমিটি সংবাদ সম্মেলনে কমিটির প্রধান ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানান। সংবাদ সম্মেলনে কমিটির সব সদস্য সংক্ষেপে প্রতিক্রিয়া জানান। এর আগে গত (১ ডিসেম্বর) বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি তিন মাসের অনুসন্ধান শেষে তাদের চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করা হয়। দেশের অর্থনীতির সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে অন্তর্বর্তী সরকার শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী ৭-এর পাতায় দেখুন

রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানাধীন ফজলুল করিম হত্যা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে ৫ দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। গতকাল সোমবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. রাগীব নুর আদেশ দেন। এর আগে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ও রমনা জোনাল টিমের পুলিশ পরিদর্শক মো. ৭-এর পাতায় দেখুন

গুমের অভিযোগে সাবেক দুই র‍্যাব কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার দেখালো ট্রাইব্যুনাল

স্টাফ রিপোর্টার : গুমের অভিযোগে র‍্যাব-২ এর সাবেক পুলিশ সুপার মহিউদ্দিন ফারুকী ও বরিশাল রেঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আলেপ উদ্দিনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অধীনে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। ফলে এই প্রথম কাউকে ট্রাইব্যুনালে গুমের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হলো। তাদের হাজিরের পর গতকাল সোমবার চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশন পক্ষে উপস্থিত ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামসহ অন্যান্য প্রসিকিউটররা। এর আগে, সকাল ১১টায় তাদের গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারের হাই-সিকিউরিটি সেল থেকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। এসময় দুজনকেই হাসিখুশি থাকতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত, গত ২৮ নভেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজশাহীতে চলমান পুকুর ভরাট বন্ধ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের দাবি

মোঃ সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন, রাজশাহী: রাজশাহীর কাশিয়াডাঙ্গা থানাধীন ফেতরাপাড়া এলাকাস্থ কাশিয়াডাঙ্গা ফেতরাপাড়া জামে মসজিদের অদূরে টুটুল ভাটা ওয়ালার বাড়ির সামনে অবস্থিত সোহাগ হাজী (পুকুর মালিক)'র পুকুর (শওকতের ভাটার পুকুর নামে পরিচিত) ও নগরীর বোয়ালিয়া থানাধীন লিচুবাগান এলাকায় (রেটিনা কোচিং সেন্টারের গলিতে) উদয়ন কোচিং সেন্টারের সামনের বিশাল আকৃতির পুকুর পুকুর ভরাট বন্ধ, সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। আজ সোমবার (০২ ডিসেম্বর) সকাল ১১.৩০ টায় এ স্মারকলিপি প্রদান করে 'তারুণ্যের জয় হবে নিশ্চয়ই' এ প্রত্যয়ে এগিয়ে চলা রাজশাহীর গবেষণাধর্মী যুব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাকশন ফর সোস্যাল চেঞ্জ-ইয়্যাস। ইয়ুথ এ্যাকশন ফর সোস্যাল চেঞ্জ-ইয়্যাস'র সভাপতি মো. শামীউল আলীম শাওন ও সাধারণ সম্পাদক মো. আতিকুর রহমান আতিক যৌথ স্বাক্ষরিত ৭ দফা দাবী সম্বলিত এ স্মারকলিপি রাজশাহীর জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার কে প্রদান করা হয়েছে। পৃথক স্মারকলিপি রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর এবং স্মারকলিপির অনুলিপি পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহীর উপ-পরিচালক মাহমুদা পারভীন এবং রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানকে জিইপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে।

স্মারকলিপির অন্যতম দাবীসমূহ হলো- শওকতের ভাটার পুকুর ও লিচুবাগান পুকুর ভরাট বন্ধ, সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার করতে হবে। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে পুকুর ভরাট করার সাথে সম্পৃক্ত সকলের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে; ব্যক্তি মালিকানাধীন সকল পুকুর, জলাশয়, জলাধারগুলো রাষ্ট্রীয়ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে, প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করতে হবে। অধিগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পুকুর, জলাশয়, জলাধারগুলোর মালিকগণকে প্রণোদনা প্রদান করতে হবে। শহরের পুকুর, জলাশয়া-জলাধার সংরক্ষণার্থে ব্যক্তি মালিকানাধীন এসব জলাভূমির জন্য প্রণোদনা বরাদ্দ এবং ভবিষ্যতে অধিগ্রহণের নীতিমালা প্রণয়ন বর্তমান বাস্তবতায় করতে হবে; রাজশাহীর সকল পুকুর, জলাশয়, নদী-নালা, খাল-বিল, ঝিল, লেক, জলাভূমি, প্লাবনভূমি, বন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার করতে হবে।

সংস্কার সংরক্ষণ, সৌন্দর্য্য বর্ধনের নামে পুকুর, জলাশয়, জলাধারগুলোর প্রকৃত আকার-আকৃতি বিনষ্ট ও প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করা বন্ধ করতে হবে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ফিরিয়ে দিতে হবে; নগর পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধিকরণ এবং সৌন্দর্য বর্ধনে পুকুর, জলাশয়, জলাভূমিগুলোকে প্রাকৃতিকভাবে সংরক্ষণ ও নতুন পুকুর, জলাশয়, জলাভূমি সৃজন করতে হবে এবং বৈশ্বিক মানদন্ড অনুযায়ী নগরে শহরের মোট ভূমির ১০ থেকে ১২ শতাংশ এলাকা জলাশয় ও ১৫ শতাংশ বনভূমি নিশ্চিত করতে হবে; পুকুর, জলাশয়, জলাভূমি ভরাট, দখল-দূষণ ও ভূমির (জলাভূমি) শ্রেণী পরিবর্তন কঠোরভাবে দমন করতে হবে; পুকুর, জলাশয়, জলাভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করতে হবে; পুকুর, জলাশয়, জলাভূমি ভরাট বন্ধ করতে হবে; ইতোমধ্যে ভরাটকৃত পুকুর জলাশয়, জলাভূমি পুনরুদ্ধারসহ পুকুর, জলাশয়, জলাভূমির জীববৈচিত্র্য এবং প্রাণিসম্পদসহ পরিযায়ী পাখির আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন-২০০০, পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০১০, জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ এর যথাযথ বাস্তবায়ন ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে এবং উচ্চ আদালত কর্তৃক রাজশাহী সিটি করপোরেশন এলাকায় থাকা ৯৫২টি পুকুর সংরক্ষণসহ উচ্চ আদালতের ৫ দফা নির্দেশনা অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়াও একই দাবী সম্বলিত চিঠি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্ঠা ড. মুহাম্মদ ইউনুস, প্রধান উপদেষ্ঠার মূখ্য সচিব এম সিরাজ উদ্দিন মিয়া, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা হাসান আরিফ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) চেয়ারম্যান এস. এম. তুহিনুর আলম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) বোয়ালিয়া অভিজিৎ সরকারকে প্রেরণ করা হয়েছে।

ফ্লাইওভারের পিলারের ওপর থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে পিলারের ওপর একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি উঠে আটকে পড়েন। পথচারীরা খবর দিলে ফায়ার সার্ভিস গিয়ে তাকে উদ্ধার করেছে। গতকাল সোমবার সকালে সায়েদাবাদ রেলগেটের পশ্চিম পাশে স্বামীবাগ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে এখান দিয়ে যাওয়ার সময় তারা ফ্লাইওভারের পিলার ও স্প্যানের মধ্যের ফাঁকা জায়গায় পাগলটিকে বসে থাকতে দেখেন। সে নামার জন্য কান্নাকাটি করছিল। এ অবস্থা থেকে তারা ৯৯৯-এ ফোন দেন। পরে সকাল সোয়া ১০টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে তাকে উদ্ধার করেন। সূত্রাপুর ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. হাসান আলী বলেন, আমরা ম্যাসেজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। লোকটি অস্বাভাবিক। আমরা গাড়ি নিয়ে এসে মই দিয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

আলু, পেঁয়াজ ও তেলের মূল্য বাড়ার প্রতিবাদে ক্যাবের মানববন্ধন

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতিনিয়তই বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে চলছে। আলু, পেঁয়াজ ও ভোজ্য তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধনে বাজারে নিত্য পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা ও বাজার মনিটরিং বৃদ্ধি করাসহ ৮ দফা দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি। সিন্ডিকেট, আমদানি জটিলতা ও তদারকির অভাবে এসব নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে চলছে বলে মনে করে ক্যাব। মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। আলু, পেঁয়াজ এবং খোলা সয়াবিন তেলের দাম অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ জনগণের নাভিশ্বাস অবস্থা। বাজারে খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি আলু মান ভেদে এখনো ৭৫-৮০ টাকা, দেশি পেঁয়াজ প্রতি কেজি ১১৫-১৩০ টাকা এবং খোলা সয়াবিন তেল প্রতি লিটার ১৬৫-১৬৮ টাকায় ৭-এর পাতায় দেখুন

'ঘুষকাণ্ডে দালালি'র দায়ে সাসপেন্ড হন হিটলার মার খেয়ে মামলা করে আপোস করেন নিজেই

মোঃ আতিকুর রহমান আতিক, রাজশাহী: বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর পরই শামিম রেজা হিটলার গং বিএনপির নাম ভাঙ্গিয়ে বহিরাগত শতাধিক সন্ত্রাসীদের নিয়ে রাজশাহী সদর দলিল লেখক সমিতির নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি ভেঙে দিয়ে জোরপূর্বক সমিতি দখলে নিয়ে সমিতির কার্যালয়ে প্রতিনিয়ত বহিরাগত সন্ত্রাসীদের বসিয়ে রেখে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ও সাধারণ সদস্যদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার এবং সদস্যদের জমাকৃত অর্থ তসরুপাত প্রতিয়মান হলে সাধারণ সদস্যদের মাঝে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি মহানগর বিএনপি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হলে তারা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়ে দেয় দখলবাজ শামীম রেজা হিটলার গংদের সাথে মহানগর বিএনপির কোন দলীয় সম্পর্ক নাই। উল্টো তথ্য উপাত্তে প্রমাণিত হয়েছে তারা বিগত সরকার দলীয় নেতাদের মদতপুষ্ট ও সুবিধাভোগী ছিলেন। এমনকি তাঁরা গত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আ'লীগের মেয়র প্রার্থী খায়রুজ্জামান লিটনের নৌকা প্রতীকের পক্ষে সরাসরি মিছিলে ও বিভিন্ন প্রচারণায় অংশগ্রহণকারী। তাদের এমন রাজনৈতিক দ্বিচারিতার বিষয়টি সামনে চলে আসলে সমিতির ক্ষুব্ধ সাধারণ সদস্যরা গত ২৮ শে অক্টোবর সমিতির সভায় তাদের বিভিন্ন প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে বুলবুল-হিটলার কমিটিকে বিলুপ্ত করে হাফিজুল্লাহ পারভেজ জুয়েলকে আহ্বায়ক ও মোঃ সুমন রেজাকে সদস্য সচিব করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন করেন।

এরপরে কয়েক দফা সময় নিয়েও তারা এখন পর্যন্ত সমিতির সদস্যদের জমাকৃত কয়েক লক্ষ টাকার হিসেব বুঝিয়ে না দিয়ে উল্টো সমিতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। এসবের মধ্যেই এক অনুসন্ধানে শামীম রেজা হিটলারকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে নানা চাঞ্চল্যকর সব তথ্য। অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন রাজশাহী সদর সাবরেজিস্ট্রার জামিনুল হকের ঘুষ গ্রহণের 'দালাল' হিসেবে কাজ করতেন এই শামীম রেজা হিটলার। ওই সময় মাত্র ৩ মাসের মধ্যে প্রায় অর্ধকোটি টাকার ঘুষ বাণিজ্য করেন সাব-রেজিস্ট্রার জামিনুল হক। বড় কমিশনের বিনিময়ে সেই বাণিজ্যের সম্পূর্ণ মধ্যস্থতাকারী ও দালাল ছিলেন শামীম রেজা হিটলার। পরে ঘুষ গ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কথোপকথন, ভিডিও ক্লিপসহ সব প্রমাণ প্রকাশ হওয়ায় ছুটির অযুহাতে কর্মস্থল থেকে সটকে পড়েন সাব-রেজিস্ট্রার ৭-এর পাতায় দেখুন

দীর্ঘদিনেও স্ক্যানার না বসানোয় চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য আমদানি বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম বন্দরে দীর্ঘদিনেও স্ক্যানার না বসানোয় আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য আমদানি। অথচ বন্দরের জন্য বিগত ২০২৩ সালে চীন থেকে চারটি কনটেইনার স্ক্যানার আমদানি করা হয়। মূলত চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বাড়ানো ও মিথ্যা ঘোষণায় আনা পণ্য খালাস রোধ করতে ওসব স্ক্যানার আনা হয়। স্ক্যানারগুলো অপারেশনের আয়ুষ্কাল ১০ বছর ধরা হয়েছিল। কিন্তু এরই মধ্যে কেটে গেছে বছরেরও বেশি সময়। অথচ চট্টগ্রাম বন্দরে এখনো একটিও স্ক্যানার বসেনি। তবে একটি স্ক্যানার বসানোর প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও বাকি সব স্ক্যানার কবে বসানো হবে তা অনিশ্চিত। তবে ব্যবসায়ীরা এসব স্ক্যানার দ্রুত বসানোর উদ্যোগ নেয়ার তাগিদ দিয়েছেন। আর দীর্ঘসময়েও স্ক্যানার বসাতে না পারাকে চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউসের উদাসীনতাকে দায়ি করা হচ্ছে। বন্দর ব্যবহারকারী সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, চট্টগ্রাম বন্দরে কয়েক বছরে ধরেই মিথ্যা ঘোষণায় পণ্য আমদানির ঘটনা বেড়ে চলেছে। এ পরিস্থিতিতে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে বন্দরে স্ক্যানার বসানোর কথা ছিল। শুরুতে ছয়টি স্ক্যানার বসানোর জন্য এই প্রকল্পে ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ১৪৭ কোটি ৯৬ লাখ ৮০ হাজার টাকা। ২০২১ সালে ওই ছয়টি কনটেইনার স্ক্যানার স্থাপনের কাজ শুরু হয়। ২০২১ সালের ৩১ মার্চ প্রথমবার দরপত্র আহ্বানের পর ওই বছরের ২৪ জুন, ১৫ জুলাই, ৩ আগস্ট ও ২৫ আগস্ট আরো চারবার পিছিয়ে দরপত্র প্রকাশ করা হয়।

২৫ আগস্ট দরপত্র আহ্বান শেষে মূল্যায়ন কমিটির কাছে তিনটি প্রতিষ্ঠানের দরপত্র পাঠানো হলেও ২০২২ সালের ২৬ মে পুনরায় একই দরপত্র আহ্বান করা হয়। যার দরপত্রের প্রক্রিয়া শেষ করে একনেকের অনুমোদন নিয়ে চীনা প্রতিষ্ঠান নাকটেক কোম্পানি লিমিটেডকে কাজ দেয়া হয়। পরে গত বছরের ৪ জানুয়ারি চীনের প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তি ৭-এর পাতায় দেখুন

প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে ৪ সপ্তাহের মধ্যে বায়রার নির্বাচন করার নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে জনশক্তি রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা) কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বোচন করার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। বাণিজ্য সচিবকে চার সপ্তাহের মধ্যে এ আদেশ বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে। গতকাল সোমবার চারটি রিটের নিষ্পত্তি করে বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় দেন। রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আইনজীবী মোহাম্মদ ছিদ্দিক উল্লাহ মিয়া। এর আগে গত ২৪ অক্টোবর বায়রার কার্য্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে। আগামী ১০ ডিসেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। গত ৬ নভেম্বর এ তফসিল ৬ মাসের জন্য স্থগিত করেন হাইকোর্ট। রিটকারীদের দাবি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

পুলিশের আরও ৯ কর্মকর্তাকে

মোশাররফ হোসেন। পৃথক নয়টি প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের সদস্যদের সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) এর ৪৫ ধারার বিধান অনুযায়ী জনস্বার্থে চাকরি থেকে অবসর প্রদান করা হলো। তারা বিধি অনুযায়ী অবসরজনিত সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন। বাধ্যতামূলক অবসরের এ প্রক্রিয়া শুরু হয় গত ১৩ আগস্ট। সেদিন পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) সাবেক প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. মনিরুল ইসলাম ও সদ্য সাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমানকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হয়। সর্বশেষ গত ৫ নভেম্বর একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও ৮ জন সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছিল সরকার।

বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো এসপি মুনির হোসেনকে চাকরিতে পুনর্বহাল: চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ২০২২ সালে পুলিশ সুপার (এসপি) মো. মুনির হোসেনকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠিয়েছিল তৎকালীন সরকার। তখন তিনি সিআইডিতে কর্মরত ছিলেন। দুই বছর পর পদোন্নতিসহ সব প্রাপ্য বকেয়া বেতন-ভাতাদিসহ তাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (২ ডিসেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল-৩, ঢাকার এটি মামলা নং-১০/২০২৪ (নতুন) ২৬২/২০২৩ (পুরাতন) এর ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের রায় অনুযায়ী বাংলাদেশ পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার মো. মুনির হোসেনকে ২০২২ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখ হতে ভূতাপেক্ষভাবে চাকরিতে পুনর্বহাল হিসেবে গণ্য করা হলো। তিনি আদালতের আদেশানুযায়ী পদোন্নতিসহ সব প্রাপ্য বকেয়া বেতন-ভাতাদি এবং অবসরজনিত আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

একযোগে পুলিশের ৪১ কর্মকর্তাকে বদলি: অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার ৪১ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। গত রোববার (১ নভেম্বর) পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম স্বাক্ষরিত এক আদেশে তাদের বদলি করা হয়। আদেশে উল্লেখ করা হয়, বদলিকৃত ৪১ কর্মকর্তার মধ্যে ৩২ জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ও ৯ জন সহকারী পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কর্মকর্তা। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

বিজয়ের মাস ডিসেম্বর

প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা যে কোনো ব্যক্তির, জাতির পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় ও গর্বের ধন। স্বাধীন না হলে একটি জাতির স্বাতন্ত্র্য ও কৃষ্টি বিপন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে পরাধীন জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে নিপীড়িত, অর্থনৈতিকভাবে শোষিত এবং সাংস্কৃতিকভাবে অপমাণিত হতে হয়। যেমনটা হতে হয়েছিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকা এ ভূখণ্ড ও এর নাগরিকদের।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকা ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বর প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যায় লিখেছে ঃ ৩রা ডিসেম্বর মধ্যরাত থেকে ভারতের 'লবাহিনী আমাদের মুক্তিবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে এবং ইতোমধ্যে বিবির বাজার ও কমলপুরসহ বহু শহর মুক্ত করে নিয়েছে। কমলপুরে ১৬০ জন বেলুচ সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে। আখাউড়া এখন সম্পূর্ণ অবরোধ এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে আমাদের মুক্তিবাহিনী স্রোতের মতো এগিয়ে আসছে। তারা এখন যশোর ক্যান্টনমেন্ট সম্পূর্ণ অবরোধ করে রেখেছে এবং আগামী ২/১ দিনের মধ্যে যশোর ক্যান্টনমেন্ট আমাদের দখলে আসবে।' আর প্রফেসর মযহারুল ইসলাম তার 'বঙ্গবন্ধু মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, পাকিস্তান ৩ ডিসেম্বর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ভারত কঠোরভাবে তার মোকাবিলা করে।

কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন ও জাতীয় জীবনে এর প্রভাব নিয়ে এখন নানা রকম অংক কষা হয়। রাজনীতিক-অরাজনীতিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আমলা-কৃষক অনেকেই হতাশার স্বরে বলে থাকেন, স্বাধীনতার এতদিনে আমরা কী পেলাম! প্রকৃতপক্ষেই এ দেশের স্বাধীনতার বয়স একচল্লিশ বছর পার হতে চললেও দেশ বিরোধী একটি মহলের জন্য আমাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, মানুষের স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য তেমনভাবে রক্ষিত হচ্ছে না। সার্বভৌমত্ব, গণতান্ত্রিক অধিকারগুলোও আজ নানা কারণে বিপন্ন প্রায়। সামগ্রিক বিবেচনায় দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও যথাযথ স্বপ্ন পূরণ হয়নি। প্রতিবন্ধকতার বেড়াজালে বন্দী এ দেশের মানুষ। রক্ত, সম্ভ্রম, সর্বোপরি জীবনের দামে অর্জিত স্বাধীনতা আমরা কতটুকু বিপদমুক্ত করতে পেরেছি তা একটিবার হলেও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ আজো দেশের অভ্যন্তর ও বাইরে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র চলছে। এ ষড়যন্ত্রের হাত থেকে প্রাণপ্রিয় দেশকে রক্ষা করতে দেশপ্রেমিক জনতাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যথায় স্বাধীনতার সৈনিকদের তাজা রক্তস্রোত ও দুঃখিনী মায়ের অশ্রুধারা ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্তে হারিয়ে যেতে পারে।

২১ আগস্টের ‘সত্যতা’ সামনে রেখে

দলটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বর্তমানে কারাগারে আছেন।

মমতার বক্তব্য তার রাজনীতির জন্য

জানাচ্ছি, প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র মোদি) যেন সংসদে বাংলাদেশের বিষয়ে কথা বলেন।তিনি আরও বলেন, ‘রাষ্ট্রপুঞ্জের (জাতিসংঘ) সঙ্গে এ বিষয়ে ভারত সরকার কথা বলুক, যেন সেখানে তারা শান্তিরক্ষী পাঠাতে পারে। আমাদের এ বিষয়ে অনুরোধ রইল। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে, এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আসলেই ৫ আগস্টের পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে সমস্যা চলছে। এটা স্বীকার করতেই হবে। তবে আমরা স্বাভাবিক, ভালো সুসম্পর্ক চাই। এই সম্পর্কে অন্তরের চেয়ে স্বার্থই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশের সম্পর্ক স্বার্থের মধ্যেই দিয়ে দেখতে হবে। তিনি আরও বলেন, ভারতের স্বার্থ কী সেটা আমি বুঝতে পারব না। তারাই তাদের স্বার্থটা বুঝবে।

কর ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পে

সময়সীমা পাঁচ বছরের বেশি পেরিয়ে গেছে। গত ১৫ বছরে এডিপি এবং উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা ৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে ১৪ থেকে ২৪ বিলিয়ন বা ১ লাখ ৬১ হাজার থেকে ২ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা দুর্নীতির কারণে নষ্ট হয়েছে। রাজনৈতিক চাঁদাবাজি, ঘুষ এবং ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তৈরি বাজেটের কারণে সম্পদ হারিয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের সময় তহবিলের অপব্যবহার এবং পক্ষপাতদুষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের নিয়োগ আরও বেশি সম্পদ সংকট সৃষ্টি করেছে। যার ফলে অবকাঠামো ও সামাজিক বিনিয়োগ থেকে সম্ভাব্য সুফল হ্রাস পেয়েছে। খাদ্যপণ্যের সরবরাহ চেইন ধ্বংস : গৃহস্থালির উৎপাদন পরিসংখ্যান বিকৃত করা এবং চাহিদা কম দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে চাল, ভোজ্য তেল এবং গমের মতো প্রধান পণ্যের ক্ষেত্রে এমন চিত্র দেখা গেছে। যা বাজারকে অস্থিতিশীল করেছে। এলোমেলো ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ক্রয় নীতিমালা শক্তিশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোকে সুবিধা দিয়েছে এবং সাধারণ ভোক্তাদের দুর্ভোগ বাড়িয়েছে। নিয়মিত মজুত পর্যবেক্ষণের অভাবে এই সমস্যাগুলোকে আরও জটিল করেছে। ব্যাংকিং এবং আর্থিক ব্যবস্থা : রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ঋণদান প্রক্রিয়া ব্যাংকিং খাতের সংকটকে আরও গভীর করেছে। ২০২৪ সালের জুন পর্যন্ত আর্থিক মূল্য হিসাব করলে ১৪টি ঢাকা মেট্রো সিস্টেম বা ২৪টি পদ্মা সেতু নির্মাণের সমান হবে। ধারাবাহিক ঋণ খেলাপি এবং উচ্চ প্রোফাইল জালিয়াতি আর্থিক স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং উৎপাদনশীল খাত থেকে মূলধন সরিয়ে নিয়েছে।শ্রম অভিবাসন : গত এক দশকে ১৩ লাখ ৪ হাজার কোটি টাকা হুন্ডির মাধ্যমে রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো ভিসা ক্রয়ের জন্য ব্যয় করেছে। যা ঢাকা এমআরটি-৬ (উত্তরা-মতিঝিল) নির্মাণের খরচের চার গুণ। সিন্ডিকেট এবং শোষণমূলক রিক্রুটমেন্ট কার্যক্রম অভিবাসী শ্রমিকদের ন্যায্য চাকরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছে। যার রেমিট্যান্স প্রবাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সামাজিক সুরক্ষা নেট : সামাজিক সুরক্ষা প্রোগ্রামের মধ্যে তহবিলের অযথা ব্যয় লাখ লাখ মানুষকে বিপন্ন অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। ২০২২ সালে ৭৩ শতাংশ সামাজিক সুরক্ষা সুবিধাভোগী গরিব হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়নি। পরিবেশ ব্যবস্থাপনা : জলবায়ু অভিযোজন তহবিলের মধ্যে দুর্নীতি পরিবেশগত অবক্ষয়কে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিকভাবে পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত জলবায়ু সম্পদের অপব্যবস্থাপনা স্থায়িত্বমূলক উদ্যোগগুলোকে ব্যাহত করেছে এবং জলবায়ু-উদ্ভূত ঝুঁকির বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবসের

সিদ্ধান্ত ছিল। আর আদালতে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা রায়কেন্দ্রিক বিচারিক বিষয়। প্রসঙ্গত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার দিনটি ১৫ অগাস্ট জাতীয় শোক দিবস এবং সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর। তবে ২০০২ সালে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকারের মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় শোক দিবস এবং সরকারি ছুটির সিদ্ধান্তটি বাতিল করা হয়। এর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত তিনজন আইনজীবী রিট করলে হাইকোর্ট বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন। সে রায়ের ফলে এখন ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন এবং সরকারি ছুটির সিদ্ধান্ত বহাল হয়। তবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার পরিবর্তনের পর হাইকোর্টের ওই রায় স্থগিত চেয়ে আপিলের আবেদনের জানিয়েছিল রাষ্ট্রপক্ষ।

গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা অনুসরণ করতে

সভায় এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য একত্রিত হয়েছিলেন। দেখা গেছে যে, গুচ্ছ পরীক্ষার পক্ষে-বিপক্ষে বিবিধ যুক্তি আছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজনে এ পদ্ধতির সংশোধন করারও সুযোগ থাকবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে থাকলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। এছাড়া অভিভাবক ও ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে গুচ্ছ পরীক্ষা পদ্ধতি বহাল রাখার পক্ষে স্মারকলিপিও পেয়েছি ও চিঠিতে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য গুচ্ছ পরীক্ষা পদ্ধতিতে ভর্তির ব্যবস্থা অনুসরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে অনুরোধ করা হয়। গুচ্ছভুক্ত ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হচ্ছে- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাকা), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সিলেট), খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (খুলনা), হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (দিনাজপুর), মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (টাঙ্গাইল), পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পটুয়াখালী), নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (নোয়াখালী), কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় (কুমিল্লা), জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় (ত্রিশাল ময়মনসিংহ), যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (যশোর), বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (রংপুর), পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পাবনা), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (গোপালগঞ্জ), বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় (বরিশাল), রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রাঙ্গামাটি), রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় (সিরাজগঞ্জ), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি (গাজীপুর), শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় (নেত্রকোনা), বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (জামালপুর)।

আকরাম হত্যা মামলায় সাবেক এমপি

রাজধানীর মিরপুর-১০ এলাকায় ছাত্র-জনতার আন্দোলনে অংশ নেন আকরাম খান রাব্বি। বিকাল ৫টার দিকে পুলিশ, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের সম্মিলিত আক্রমণে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এ ঘটনায় গত ২৫ আগস্ট পল্লবী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলায় সাফিয়া খাতুন সন্দিগ্ধ আসামি।

বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ও

এছাড়া আবেদন ফি কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে সাধারণ প্রার্থীদের জন্য ৩৫০ টাকা ও প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৫০ টাকা প্রস্তাব করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পাওয়া গেলে বিজ্ঞপ্তি আকারে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে জানান পিএসসির কর্মকর্তা। এদিকে বিসিএস পরীক্ষায় একজন চাকরিপ্রার্থী সর্বোচ্চ চারবার অংশ নিতে পারবেন বলে সম্প্রতি উপদেষ্টা পরিষদে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। এবার সেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে ৩২ বছর বয়স পর্যন্ত যতবার খুশি, ততবার বিসিএসে অংশ নেওয়ার সুযোগ রাখার প্রস্তাব দিয়েছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এ প্রস্তাব পাঠানো হয়। মন্ত্রণালয় এতে চূড়ান্ত অনুমোদন দিলে চাকরিপ্রার্থীরা তাদের ৩২ বছর বয়সসীমা পর্যন্ত যতবার সম্ভব, ততবার বিসিএস পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাবেন। পিএসসির পরীক্ষা শাখা সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তবে এ নিয়ে কেউ গণমাধ্যমে কথা বলতে চান না। একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, বিষয়টি স্পর্শকাতর। উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্তের বিপরীত। সেজন্য পিএসসি এ নিয়ে বাইরে কথা বলতে চায় না। সরকার প্রস্তাবে অনুমোদন দিলে তখন বিষয়টি প্রকাশ্যে আনা হবে। এদিকে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ, প্রেষণ ও পদোন্নতি বিভাগের একজন কর্মকর্তা বলেন, সরকারি প্রস্তাব এসেছে। এগুলো আজ-কালের মধ্যেই অনুমোদন হয়ে যেতে পারে। তবে কোনটা কোনটা অনুমোদন হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। গত ৩১ অক্টোবর প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বিসিএসে চারবারের বেশি অংশ নেওয়া যাবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তার আগের বৈঠকে সর্বোচ্চ তিনবার দেওয়া যাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল। তবে জনপ্রশাসন বিশেষজ্ঞরা চারবার বিসিএস দেওয়া যাবে, সেটা বেঁধে দেওয়ার বিপক্ষে। চাকরিপ্রার্থীরা বিষয়টির প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন।

সিন্ডিকেটের কবলে পোলট্রি মুরগির

বেশ খরচের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এমন পরিস্থিতিতে পোলট্রি খাত বাঁচাতে সরকারের কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন। মুরগির বাচ্চা ও ফিডের বাজারে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া জরুরি। কৃত্রিম সংকট রোধে নিয়মিত নজরদারি চালাতে হবে। মুরগির বাচ্চা ও ফিডের জন্য সুনির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ করে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া মুরগির বাচ্চা ও ফিডের চাহিদা এবং সরবরাহ পর্যবেক্ষণ করতে একটি নির্দিষ্ট কমিটি গঠন করা যেতে পারে। পাশাপাশি খামারিদের উৎপাদন খরচ কমাতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সঠিক মূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র খামারিদের টিকিয়ে রাখতে আর্থিক প্রণোদনা এবং সহজ শর্তে ঋণ দেয়াও প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুমন হাওলাদার জানান, বর্তমানে গভীর সংকটের মুখে বাংলাদেশের পোলট্রি খাত। ফিড (খাবার) ও মুরগির বাচ্চার বাজারে করপোরেট সিন্ডিকেটের কারণে প্রান্তিক খামারিরা আর্থিক ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে শুধু খামারিরাই নন, দেশের ডিম ও মুরগির বাজারের স্থিতিশীলতাও নষ্ট হচ্ছে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর সরকার ডিম ও মুরগির দাম নির্ধারণ করলেও মুরগির বাচ্চার ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়নি। এর সুযোগ নিয়ে করপোরেট কম্পানিগুলো সিন্ডিকেট করে মুরগির বাচ্চার দাম বাড়িয়েছে। কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা নেয়া হচ্ছে, যা সাধারণ খামারিদের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের পোলট্রিশিল্প।

‘ক্ষমতার ভারসাম্য’ আনতে সরাসরি

না। রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের শাসন উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। তাই ওই দুই পদের ক্ষমতায় ভারসাম্য আনাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

নতুন প্রস্তাবকারীরা বলছেন, এখন যেভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয় সে প্রক্রিয়া নিয়ে নানা আলোচনা আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, দলের প্রতি বেশি অনুগতরা রাষ্ট্রের এমন গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য মনোনীত হচ্ছেন। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে কেউ কেউ বলেছেন, রাষ্ট্রপতি কে হবেন এটা এখন প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায়ের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে ক্ষমতার ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে গেছে।

কী প্রস্তাব আসছে : নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সূত্র বলছে, সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই আলোচনায় রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে একেবারে নির্দলীয় হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে? তবেই রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আসবে।

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়, এতে জাতীয় সংসদ সদস্যরা ভোট দেন, তারাই প্রার্থী মনোনয়ন করেন? এতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রার্থীই নির্বাচিত হন। ফলে সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান একই দলের ব্যক্তি হন। তাই জাতীয় সংসদ ও সব স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন হতে পারে। কিংবা সরাসরি পদ্ধতিতে সাধারণ ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে এ নির্বাচন হতে পারে। এতে বিরোধী দলের প্রার্থীও পদটিতে আসীন হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

অন্যদিকে নির্দলীয় ব্যক্তিকে যদি রাষ্ট্রপতি করা যায় সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে, তবে পাঁচ বছর পরপর তিনি অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। যার অধীনে সংসদ নির্বাচনে যেতে কারও কোনো অসুবিধা থাকার কথা নয় বলেও সূত্রটির পক্ষ থেকে বলা হয়।

বিশিষ্টজনরা যা বলছেন : নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত পর্যবেক্ষক সংস্থা 'জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক পরিষদ-(জানিপপ)' চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিভিন্ন পদ্ধতিতে হতে পারে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সরাসরিও হতে পারে। তবে সরাসরি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হতে হলে রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থায় যেতে হবে। কেননা, সংসদীয় পদ্ধতিতে শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা নিয়ে কথা বলা হচ্ছে? এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। আবার মিলেমিশেও হতে পারে। অর্থাৎ সংসদীয় ব্যবস্থায় থেকেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সরাসরি হতে পারে। সেজন্য সংবিধান সংশোধন না করে আইনে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। তবে যেভাবেই হোক সেখানে জনমতের প্রতিফলন হতে হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. নুরুল আমিন ব্যাপারি বলেন, ব্রিটেনে সংসদীয় পদ্ধতি। সেখানে রাজতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক। নির্বাচন হয় না। তবে সেখানে সংসদ যে আইন করে রাজা তা স্বাক্ষর করে থাকেন। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সবাই মানেন, যা রাজা বা রানী থেকে আসে। সেই আলোকেই আমাদের শাসন ব্যবস্থা। তবে আমাদের এখানে সরাসরি নির্বাচনের কথা এই জায়গায় যে রাষ্ট্রপতিকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ-ভারতের মতো রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রপতি পদটা আলঙ্কারিক করে রাখা হয়েছে। এখন দেখে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা এতো বেশি যে, রাষ্ট্রপতিকে সেই সম্মানটা করা হয় না। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সরাসরি করার আলোচনাটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে রাষ্ট্রপতিশাসিত পদ্ধতিতে যেতে হবে। আবার সংসদীয় ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও সরাসরি নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে আমাদের মতো গরিব দেশে বারবার একটা নির্বাচন না করে বরং রাষ্ট্রপতিকে কিছু ক্ষমতা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষমতার কিছুটা ভারসাম্য করা যেতে পারে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান ও সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজনের সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দলনিরপেক্ষ হবে নয়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সরাসরি আসবে কি-না, সে প্রস্তাব জোরালোভাবে এসেছে। আমাদের যে অনেকগুলো প্রস্তাব আছে, তা আমরা চিহ্নিত করেছি। যেমন দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ, প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা, উচ্চকক্ষ কীভাবে নির্বাচিত হবেড় আমরা এগুলো সমাধান করে সংস্কারের সঙ্গে নোট দিয়েছি। সেক্ষেত্রে পর্যালোচনা করে সরকারের কাছে সুপারিশ করবো। দেশের শাসন ব্যবস্থা : স্বাধীনতার পর সংসদীয় পদ্ধতিতে নির্বাচন হলেও ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকে? সে সময় গণঅভ্যুত্থানে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সামরিক শাসক হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের পতন হলে ১৯৯১ সালে ফের সংসদীয় ব্যবস্থা চালু হয়। এতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পদ একচ্ছত্র ক্ষমতা পায়। সংসদে ফ্লোর ক্রসিংয়ে (দলের বিপক্ষে ভোট) গেলে পদ হারানোর বিধান থাকায় প্রধানমন্ত্রী মূলত আইনগতভাবে এক নায়কে পরিণত হন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কেবল সরকারি সিদ্ধান্তে সই করার মধ্যে সীমিত হয়ে যায়। তাই সরকার প্রধান ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সরাসরি নির্বাচনকে সামনে আনছে সচেতন মহল। সংস্কার উদ্যোগ একটি সুযোগ এনে দিয়েছে বলেও মনে করছেন তারা। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, আমাদের জন্য অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অতীতে যত অন্যায়, বৈষম্য করা হয়েছে, তা দূর করার। এমন একটা দেশ গড়তে চাই যেখানে সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি হবে। যেই চেতনা থেকে আন্দোলন হয়েছে সেই চেতনার ভিত্তিতেই আমরা পরিচালিত হতে চাই।

খালেদা জিয়া-তারেক রহমানের

বিগত সরকারের আমলে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা থেকে মুক্তি পাওয়ায় বিএনপির শীর্ষ নেতৃবৃন্দ থেকে তৃণমূল পর্যায়ের কর্মীরা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি উজ্জীবিত। বিএনপি সূত্রে জানা যায়, দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া কারামুক্ত হয়েছেন। চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। একের পর এক মামলা থেকে খালাস পেয়ে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। নেতাকর্মীরাও রাজনৈতিক মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে আসছেন। সবশেষ গত ২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনী দিবসে ছয় বছর পর প্রকাশ্যে কোনো অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। আর এ কারণেই দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা মামলায় খালাস দেওয়ায় দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর নেতৃত্বে নয়াপল্টনে আনন্দ মিছিল বের হয়। বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী মিছিলে অংশ নেন। নয়াপল্টন থেকে শুরু হয়ে নাইট এঙ্গেল মোড় ঘুরে আনন্দ মিছিলটি আবার নয়াপল্টনে এসে শেষ হয়। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলা থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ সব আসামি উচ্চ আদালত থেকে খালাস পাওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, এই রায়ে প্রমাণ হলো, আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে এই মামলাতে তারেক রহমানকে অভিযুক্ত করেছিল। ঐতিহাসিক রায়ের মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হলো যে, তারেক রহমানের বিরুদ্ধে আনীত সকল মামলাই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক ছিল। হাইকোর্টের রায়কে বিজয়ের মাসের ‘ন্যায়বিচার প্রাপ্তির একটি সুসংবাদ’ বলে অভিহিত করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হওয়া লাখ লাখ মামলায় ন্যায়বিচার পাবেন বলে আশা করছেন তিনি।

ঊর্ধ্বমুখিতার দেখা মিলেছে

কিছু প্রতিষ্ঠান দাম কমার তালিকায় চলে আসে। ফলে মূল্যসূচকের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা কমে। অবশ্য এরপরও দাম বাড়ার তালিকায় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান থেকেই দিনের লেনদেন শেষ হয়েছে। দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে ২৩৮টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিটের স্থান হয়েছে দাম বাড়ার তালিকায়। বিপরীতে দাম কমেছে ৯৮টি প্রতিষ্ঠানের। আর ৬১টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। ফলে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের তুলনায় ১৬ পয়েন্ট বেড়ে ৫ হাজার ২০১ পয়েন্টে উঠে এসেছে। অপর দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ্ সূচক আগের দিনের তুলনায় ২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ১৬৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। আর বাছাই করা ভালো ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ২ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৯১৩ পয়েন্টে উঠে এসেছে। সবকটি মূল্যসূচক বাড়ার পাশাপাশি ডিএসইতে লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে। দিনভর বাজারটিতে লেনদেন হয়েছে ৫০০ কোটি ২৩ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ৩৯৭ কোটি ৩২ লাখ টাকা। সে হিসেবে আগের কার্যদিবসের তুলনায় লেনদেন বেড়েছে ১০২ কোটি ৯১ লাখ টাকা। এর মাধ্যমে ৯ কার্যদিবস পর ডিএসইতে ৫০০ কোটি টাকার বেশি লেনদেন হলো। এ লেনদেনে সব থেকে বড় ভূমিকা রেখেছে এনআরবি ব্যাংকের শেয়ার। টাকার অঙ্কে কোম্পানিটির ৩০ কোটি ৫২ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা এমারেল্ড অয়েলের ১২ কোটি ২৭ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ১২ কোটি ১৪ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে জেনেক্স ইনফোসিস। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- টেকনো ড্রাগস, অগ্নি সিস্টেম, এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিস, ফারইস্ট নিটিং, যমুনা অয়েল, মিডল্যান্ড ব্যাংক এবং প্রাইম ফাইন্যান্স ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। অপর শেয়ারবাজার সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ২৩ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ২২৩টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১১৩টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৭৪টির এবং ৩৬টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ৬ কোটি ৫১ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবস লেনদেন হয় ৫ কোটি ৮৪ লাখ টাকা।

গুরুত্ব কম দেওয়ায় ডেঙ্গুতে মৃত্যু

গুরুত্ব কম দিচ্ছে, তাই মৃত্যুটা বাড়ছে। তিনি আরও বলেন, ডেঙ্গুর পাশাপাশি দেশে চিকনগুনিয়া ও জিকা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। জিকা ও চিকনগুনিয়া নিয়ে অনেক বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই। জিকা ভাইরাসে আক্রান্তদের ৯০ শতাংশর ক্ষেত্রেই কোনো লক্ষণই দেখা দেয় না। এছাড়া এই রোগে মৃত্যু হার শূন্য। তবে এ বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।

এক্সপ্রেসওয়েতে গুলি করে তরুণীকে হত্যা, প্রেমিক গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে গুলি করে শাহিদা ইসলাম রাফা (২২) নামের তরুণীকে হত্যার ঘটনায় ‘প্রেমিক’ তৌহিদ শেখ তন্ময়কে (২৮) গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। গতকাল সোমবার ভোরে ভোলার ইলিশা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তার স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গতকাল সোমবার সকালে ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগগঞ্জের একটি পুকুরে তল্লাশি চালিয়ে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত রিভলবার উদ্ধার করা হয়। মুন্সীগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবির) ওসি ইশতিয়াক রাসেল জানান, গ্রেপ্তার তৌহিদকে নিয়ে তরুণীর লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধারের চেষ্টা করছে ডিবি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তরুণীকে হত্যার কথা স্বীকার করেছে এই যুবক। তার বাড়ি রাজধানীর ওয়ারী এলাকায়। প্রসঙ্গত, গত শনিবার সকালে জেলার শ্রীনগর উপজেলার দোগাছি এলাকার এক্সপ্রেসওয়ের সার্ভিস লেন থেকে তরুণী শাহিদার গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ওই দিন দিবাগত মধ্যরাতে নিহতের মা জরিনা খাতুন বাদী হয়ে শ্রীনগর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। শাহিদা ময়মনসিংহের কোতোয়ালি থানার বেগুনবাড়ি বরিবয়ান গ্রামের প্রয়াত আব্দুল মোতালেবের মেয়ে। পরিবারের সঙ্গে থাকতেন রাজধানীর ওয়ারী এলাকায়। তারা তিন বোন ও দুই ভাই।

ভুয়া কাগজ তৈরি করে দুই সহযোগীসহ ভোটার হতে গিয়ে আটক রোহিঙ্গা যুবক

স্টাফ রিপোর্টার : ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলায় ভোটার নিবন্ধন করতে আসা রোহিঙ্গা যুবককে তার দুই সহযোগীসহ আটক করা হয়েছে। গত রোববার সাদুল্লাপুর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে তাদের আটক করা হয়। পরে তাদেরকে থানা পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। এ বিষয়ে সাদুল্লাপুর থানার ওসি তাজ উদ্দিন খন্দকার বলেন, এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন অফিসার আব্দুল মোমেন বাদী হয়ে থানায় একটি মামলা করেছেন। আটকদের গতকাল সোমবার সকালে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। আটক রোহিঙ্গার নাম নুরুল আমিন (২৪)। তিনি কক্সবাজার বালুখালি ৯নং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা লালু মিয়ার ছেলে। এ ছাড়া তার সহযোগী তায়েফ সরকার (২৩) সাদুল্লাপুর উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের মহিষবান্দি গ্রামের আশরাফুল ইসলাম সরকারের ছেলে ও জীবন কৃষ্ণ সরকার (৩৪) একই ইউপির তরফ কামাল গ্রামের রঞ্জিত চন্দ্র বর্মণের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করে সাদুল্লাপুর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুল মোমেন বলেন, গত রোববার দুপুরে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য রোহিঙ্গা যুবক স্থানীয় দুই জনকে সঙ্গে নিয়ে কার্যালয়ে আসেন। তারা রসুলপুর ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রাম এলাকার ভোটার হওয়ার জন্য আবেদন নিয়ে আসে। আবেদনে শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকাসহ তার কথাবার্তায় (ভাষায়) সন্দেহ হয়। এ সময় নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করলে সবেই ভুয়া বলে প্রমাণ মেলে। তিনি আরও বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে রোহিঙ্গা যুবক তার সঙ্গে থাকা দুই যুবকের সহায়তায় ভোটার হতে আসেন বলে স্বীকার করেন। পরে তাদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়। আটকদের বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

বিএনপির কর্মী সমাবেশে হামলায় আহত অর্ধশত

স্টাফ রিপোর্টার : বাগেরহাটের মোল্লাহাটে বিএনপির কর্মী সমাবেশে প্রতিপক্ষের হামলায় অর্ধশত নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। আহতদের ফকিরহাট, মোল্লাহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও খুলনা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গত রোববার সন্ধ্যায় জেলার মোল্লাহাট মাদ্রাসা ঘাটে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সমাবেশে উপস্থিত থাকা বাগেরহাট-১ আসনের বিএনপি মনোনীত সাবেক সংসদ সদস্য প্রার্থী (২০১৮) ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ রানা জানান, বিকালে মোল্লাহাটের গাওলা ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী সমাবেশ শুরু হয়। সেখানে মোল্লাহাট উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জামাল উদ্দিন শিকদারের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সাবেক আহ্বায়ক শেখ হাফিজুর রহমানের একদল নেতাকর্মী দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। এতে কমপক্ষে ৫০ জন নেতাকর্মী আহত হন। তাদের ফকিরহাট ও অবস্থার অবনতি হলে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে জানতে মোল্লাহাট উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শেখ হাফিজুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি। মোল্লাহাট থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানান, গাওলা ইউনিয়ন বিএনপির কর্মী সমাবেশ মাদ্রাসা ঘাটে অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মী সমাবেশে জামাল উদ্দিন ও হাফিজুর রহমানের গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়া শুরু হলে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে ওই এলাকায় পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ১৪ ওয়ার্ড সচিবকে বদলি

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) ১৪ ওয়ার্ড সচিবকে একযোগে বদলি করা হয়েছে। গত রোববার ওয়ার্ড সচিবদের বদলির অফিস আদেশ জারি করেন চসিক সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন। চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। বদলি সচিবদের মধ্যে তিন জনকে সংস্থাটির সচিবালয়ে সংযুক্ত করা হয় এবং একজনকে রাজস্ব শাখার যানবাহন পরিদর্শক করা হয়। একই আদেশে চসিকের তিন কর্মচারীকেও ওয়ার্ড সচিব পদে বদলি করা হয়। বাকিদের চসিকের বিভিন্ন দফতরে সংযুক্ত করা হয়। আগামী ৩ ডিসেম্বরের মধ্যে সবাইকে বদলি করা কর্মস্থলে যোগ দিতে বলা হয় আদেশে। বদলির বিষয়টি নিশ্চিত করে সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, যাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগ আছে, তাদের বদলি করা হয়েছে। বর্তমানে ওয়ার্ড কাউন্সিলর না থাকার কারণে জন্মনিবন্ধন ও ওয়ারিশ সনদের বিষয়ে সচিবদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। জনসাধারণ যাতে কোনোভাবেই নাগরিক সেবা নিতে এসে হয়রানির শিকার না হয়। বদলির আদেশ সূত্র জানিয়েছে, চসিকের পূর্ব ষোলশহর ওয়ার্ড সচিব শাহ আলম, রামপুর ওয়ার্ড সচিব অঞ্জন চক্রবর্তী ও দক্ষিণ হালিশহর ওয়ার্ড সচিব মনসুর আলী খানকে সচিবালয় বিভাগে সংযুক্ত করা হয়। পূর্ব বাকলিয়ার মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীকে রাজস্ব শাখার যানবাহন পরিদর্শক করা হয়। এ ছাড়া ব্যক্তিগত সহকারী আবু রাজিন চৌধুরীকে বাগমনিরাম, অফিস সহকারী জালাল আহমদকে জামালখান ওয়ার্ড এবং অফিস সহকারী হাবিবুর রহমানকে উত্তর আগ্রাবাদ ওয়ার্ড সচিব হিসেবে বদলি করা হয়। বদলি করা অন্য ওয়ার্ড সচিবের মধ্যে চান্দগাঁও ওয়ার্ডের বাবলা চৌধুরীকে পশ্চিম মাদারবাড়ী, সচিবালয় বিভাগে সংযুক্ত ওয়ার্ড সচিব দানেশ চৌধুরীকে চান্দগাঁও, সচিবালয় বিভাগে সংযুক্ত ওয়ার্ড সচিব শওকত হোসেনকে পূর্ব ষোলশহর, পশ্চিম বাকলিয়ার শেখ মাহাতাব টিপুকে আলকরণ, দক্ষিণ বাকলিয়ার এম এ করিমকে আন্দরকিল্লা, জামালখানের পারভেজ কবিরকে রামপুর, উত্তর আগ্রাবাদের খায়রুল বশর তছলিমকে দক্ষিণ হালিশহর, পশ্চিম মাদারবাড়ীর এনামুল হককে পূর্ব বাকলিয়া, আলকরণের রেজাউল করিমকে পশ্চিম বাকলিয়া এবং আন্দরকিল্লা ওয়ার্ড সচিব নজরুল ইসলাম চৌধুরীকে দক্ষিণ বাকলিয়া ওয়ার্ডে বদলি করা হয়।

নারায়ণগঞ্জে সাংবাদিকের বাড়িতে গুলি চালানোর অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জে রূপগঞ্জে কালবেলা পত্রিকার সাংবাদিক জাহাঙ্গীর মাহমুদের বাড়িতে গুলি ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে । গত রোববার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক লাইভে এসে তিনি হামলার ঘটনা জানান। এর আগে, গত ১৭ নভেম্বর সকালে রূপগঞ্জের গোলাকান্দাইল এলাকায় সংবাদ প্রকাশের জেরে সাংবাদিক জাহাঙ্গীর মাহমুদের মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশ ইট দিয়ে থেঁতলে দেয়ার ঘটনা ঘটে। সেই হামলার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের এই ঘটনা ঘটেছে। তিনি দৈনিক কালবেলা পত্রিকার রূপগঞ্জ প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফেসবুক লাইভে এসে সাংবাদিক জাহাঙ্গীর মাহমুদ হামলার বিষয়ে বলেন, আমি সাংবাদিক জাহাঙ্গীর মাহমুদ। আমার বাসায় গুলি করে গেছে একদল সন্ত্রাসী। আমার জানালায় একটি গুলি ফুটিয়ে গেছেন তারা। আল্লাহ আমাকে বাঁচান। লাইভে তিনি আরও বলেন, সেনাবাহিনী, পুলিশসহ প্রশাসনের যারা আছেন, তারা আমাকে বাঁচান। আমার ঘরের জানালায় গুলি করেছে। ইতিপূর্বে যে সন্ত্রাসীরা আমার ওপর হামলা করেছে, তারাই হয়তো আমার বাসায় গুলি করেছে। যারা আমার সাংবাদিক ভাইয়েরা আছেন, তারা আমাকে সহযোগিতা করেন। আমি ঘরের মধ্যে আছি। খুব ভয়ের মধ্যে আছি। তারা হয়তো বাইরে আছে। আমার ঘরে স্ত্রী ও ছোট বাচ্চা আছে- সবাই আতঙ্কিত। হামলার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘ওরা এই নিয়ে দুইবার আমার ওপর হামলা করলো। এর আগে গত ১৭ নভেম্বর আমার ওপর সন্ত্রাসী হামলা ও মারধর করেছিল ছাত্রদল নেতা। এখনও সুস্থ হতে পারিনি, গত রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কে বা কারা এসে আবার হামলা করেছে। বাসায় এসে গুলি ছুড়েছে। তিনি আরও বলেন, গত ১৭ নভেম্বর আমার ওপর সন্ত্রাসী হামলা ও মারধরের ঘটনায় রূপগঞ্জ থানায় মামলা হয়েছে। সেই মামলায় গত রোববার রকি নামে এক আসামি জামিনে বের হয়। আমার ধারণা, সে দলবল নিয়ে হামলা করেছে। হামলার সময় আমি ঘরের ভেতরে ছিলাম, তাই কাউকে দেখিনি। বাইরে বের হয়ে কাউকে দেখতে পাইনি। এ সময় আশপাশের কয়েকজন জানালেন, চার-পাঁচ জন এসে গুলি ছুড়ে চলে গেছে। এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার সহকারী পুলিশ সুপার মেহেদী ইসলাম বলেন, এই ঘটনায় পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। সেখানে থেকে বুলেটের খোসা আলামত হিসেবে উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, গত ১৭ নভেম্বর সকালে রূপগঞ্জের গোলাকান্দাইল এলাকায় সংবাদ প্রকাশের জেরে দৈনিক কালবেলা পত্রিকার সাংবাদিক জাহাঙ্গীর মাহমুদের মাথা ও শরীরের বিভিন্ন অংশ ইট দিয়ে থেঁতলে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন মিয়ার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় রূপগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাংগঠনিক সম্পাদক ও দৈনিক কালের কণ্ঠের সাংবাদিক রাসেল আহমেদ বাদী হয়ে ইয়াছিন মিয়া ওরফে ফেন্সি ইয়াছিন, কাজল, রাব্বিল, ইমন, রকিসহ অজ্ঞাত ৪০/৫০ জনকে আসামি করে রূপগঞ্জ থানায় একটি মামলা করেন। ওই ঘটনার পরদিন ১৮ নভেম্বর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন মিয়াকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

জামালপুরে যুবকের হাত-পা বাঁধা লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুরের মেলান্দহে সড়কের পাশের ধান ক্ষেত থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের (৩৫) লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এসময় তার হাত-পা বাঁধা, মাথা থেঁতলানো ও গলায় রশি জড়ানো ছিল। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার পশ্চিম নয়ানগর তেঁতুলতলা সড়কের পাশ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহতের যুবকের পরনে ছিল জিন্সের প্যান্ট ও গায়ে সাদা রঙের গেঞ্জি। জামালপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অবস) সোহেল মাহমুদ জানান, উপজেলার নয়ানগর তেঁতুলতলা সড়কের পাশে ধান ক্ষেতে হাত-পা বাঁধা, মাথা থেঁতলানো ও গলায় রশি জড়ানো অবস্থায় এক যুবককে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে থেকে লাশ উদ্ধার করে। ওই যুবকের পরিচয় শনাক্ত করার জন্য আলামত সংগ্রহ এবং লাশ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নিহত যুবকের পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়েছে। পরিচয় পাওয়ার পরে তাকে হত্যার কারণ জানা যেতে পারে।

গাজীপুরে প্রাইভেটকারচাপায় নারী নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার বেড়াইদেরচালা এলাকায় প্রাইভেটকারচাপায় রাহিমা খাতুন (৩০) নামে এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। রাহিমা ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার পোড়াবাড়িয়া এলাকার মো. রুহুল আমিনের মেয়ে। মাওনা হাইওয়ে থানার ওসি মো. আইয়ুব আলী জানান, সকালে হেঁটে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পার হচ্ছিলেন রাহিমা। এ সময় একটি প্রাইভেটকার তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। তিনি সকালে এক আত্মীয়ের বাসা থেকে চাকরির খোঁজে বের হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

গুপ্তধন ভেবে গ্রেনেড সংরক্ষণ করেন কৃষক

স্টাফ রিপোর্টার : লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলায় নদীতে মাটি কাটতে গিয়ে একটি ‘ধাতব বস্তু’ পান লেবু মিয়া (২৫) নামে এক কৃষক। গুপ্তধন ভেবে বস্তুটি নিজের কাছেই সংরক্ষণ করেন তিনি। পরে ভুল ভাঙে তার, জানতে পারেন, আসলে বস্তুটি কোনো গুপ্তধন নয়, বরং পুরোনো গ্রেনেড। এরপর পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন তিনি। গতকাল সোমবার সকালে এ তথ্য নিশ্চিত করেন পাটগ্রাম থানা ওসি আশরাফুজ্জামান সরকার। লেবু মিয়া উপজেলার বাউরা বাজার এলাকার মোফাজ উদ্দিনের ছেলে। পাটগ্রাম থানা ওসি আশরাফুজ্জামান সরকার জানান, এক মাস আগে কৃষক লেবু মিয়া বাউরা নবিনগর এলাকায় সানিয়াজান নদীতে মাটি কাটতে গিয়ে গ্রেনেডটি পান। প্রথমে এটিকে গুপ্তধন ভেবে গোপনে বাড়িতে রেখে বিভিন্নভাবে এটিতে আঘাত করে ভাঙার চেষ্টা করেন। অবশেষে গত রোববার রাতে বুঝতে পারেন যে এটি গুপ্তধন নয়, পুরোনো কোনো গ্রেনেড হবে। তখন বিষয়টি স্থানীয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) নবিনগর ক্যাম্পের কর্মকর্তাদের জানান তিনি। বিজিবির ক্যাম্প কমান্ডার হাবিলদার মজিবুর রহমান পরে পুলিশে খবর দিলে পুলিশ গ্রেনেডটি উদ্ধার করে। এটি আকারে ছোট হওয়ায় হাতের মুঠোয় রাখা সম্ভব। এটি নিষ্ক্রিয় করতে সেনাবাহিনীর বিস্ফোরক ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে।

জমির বিরোধে প্রতিপক্ষের আঘাতে সেনাসদস্যের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : শেরপুরে জমি নিয়ে চাচাতো ভাইদের সঙ্গে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার সকাল ৮টার দিকে সদর উপজেলার চরশেরপুর নিজপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ওয়াসিম মিয়া (২৮) ওই গ্রামের হাসেন আলীর ছেলে। তিনি সিলেট সেনানিবাসের পঞ্চম বীর ব্যাটালিয়নের সদস্য বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তিনি ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বাড়ির সীমানা ও জমিজমা নিয়ে চাচাতো ভাইদের সঙ্গে সেনাসদস্য ওয়াসিম মিয়ার পরিবারের বিরোধ চলে আসছিল। এরই জেরে কয়েকদিন আগে বাড়িতে ছুটি আসা সেনাসদস্য ওয়াসিম মিয়ার ওপর দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা করে প্রতিপক্ষের লোকজন। এসময় তারা তাকে কুপিয়ে জখম করে। গুরুতর আহত অবস্থায় পরিবারের লোকজন ওয়াসিমকে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শেরপুর সদর থানার ওসি মো. জোবায়দুল আলম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, সেনাসদস্য নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে অফিসার পাঠানো হয়েছে।

'ঘুষকাণ্ডে দালালি'র দায়ে সাসপেন্ড

জামিনুল হক। বেরিয়ে আসে হিটলারের অবৈধ বাণিজ্যের চিত্র। হিটলারের এসব অপকর্ম প্রমাণিত হলে এক জরুরী সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে তার দলিল সম্পাদন সংক্রান্ত সব কার্যক্রম ৬ মাসের জন্য স্থগিত করা হয়। সাব-রেজিস্ট্রার জামিনুল হক ও দালাল শামীম রেজার ঘুষ বাণিজ্য ও অপকর্ম নিয়ে ২০১৯ সালের ২১ ডিসেম্বর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে জাতীয় দৈনিক যুগান্তর। তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, তৎকালীন সাব-রেজিস্ট্রার জামিনুল হক রেজিস্ট্রি বাণিজ্য করতে বিকাল তিনটার পর কোনো দলিল রেজিস্ট্রেশন করবেন না বলে একটি মৌখিক আইন জারি করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অনেকেই বিকাল তিন টার মধ্যে দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্যে দাখিল করতে ব্যর্থ হতেন। তখন বেঁধে দেয়া সময়ের পর দলিল রেজিস্ট্রেশন করাতে যাতে দেন দরবারে যেতে হয়, এমন পরিবেশ তৈরি করতেন সাব-রেজিস্ট্রার। এই দেন দরবারের দালাল হিসেবে কাজ করতেন শামীম রেজা হিটলার। এভাবেই দীর্ঘদিন দিন ধরে চলতে থাকে তাদের রেজিস্ট্রি বাণিজ্য। তবে এসবের মধ্যেই একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের ঘুষ বাণিজ্যের মুখোশ উন্মোচিত হয়। যুগান্তরের প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৯ সালের ২৭ নভেম্বর বিকাল সাড়ে ৩টায় রাজশাহী মহানগরীর আলম ফিলিং স্টেশনের মালিক আজিজুল আলমের চারটি দলিল (ক্রমিক নম্বর-৭৩১৭, ৭৩১৮, ৭৩১৯ ও ৭৩২০) রেজিস্ট্রেশনের জন্য সাব-রেজিস্ট্রার জামিনুল হকের কাছে দাখিল করা হয়। কিন্তু ওই সময় সাব-রেজিস্ট্রার দলিল চারটি রেজিস্ট্রেশনে রাজি হননি। ঊর্ধ্বতন মহল থেকেও দলিলগুলো সম্পাদনের অনুরোধ করা হলেও সাব-রেজিস্ট্রার দলিলগুলো রেজিস্ট্রেশন করবেন না বলে জানিয়ে দেন। দলিলগুলো রেজিস্ট্রেশন করা খুব জরুরি হওয়ায় তখন দেনদেরবার শুরু হয়। একপর্যায়ে সাব-রেজিস্ট্রারের দালাল হিসেবে পরিচিত রাজশাহী সদর দলিল লেখক সমিতির সদস্য শামীম রেজার সঙ্গে আলম ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার মো. মিলন চারটি দলিল সম্পাদনে ৪৮ হাজার টাকার দফারফা করেন। এরপর দালাল হিটলারের মাধ্যমে ওই পরিমাণ টাকা নিয়ে সাব-রেজিস্ট্রার জামিনুল হক রাজশাহী পর্যটন মোটেলের ১২৬ নম্বর কক্ষে ২৭ নভেম্বর রাতে দলিল চারটি রেজিস্ট্রেশন করেন। এ ব্যাপারে আলম ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার মো. মিলন ওই সময় যুগান্তরকে দেয়া বক্তব্যে বলেন, ব্যাংক ঋণের জন্য দলিলগুলো সম্পাদন করা জরুরি ছিল। এ কারণে ২৭ নভেম্বর বিকালে চারটি দলিল সাব-রেজিস্ট্রারের দফতরে দাখিল করা হয়। কিন্তু দুপুর ৩ টা পার হয়ে যাওয়ায় দলিলগুলো রেজিস্ট্রেশন করতে রাজি হননি সাব-রেজিস্ট্রার। পরে শামীম রেজার মাধ্যমে ৪৮ হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে দলিলগুলো পর্যটন মোটেলে সাব-রেজিস্ট্রারের কক্ষে বসে রেজিস্ট্রেশন করতে বাধ্য হয়েছি। একইভাবে আলম ফিলিং স্টেশনের মালিক আজিজুল আলমও সাব-রেজিস্ট্রার জামিনুল হক ঘুষ নিয়েছেন বলে স্বীকার করেন। ঘুষ নেয়ার বিষয়টি জানাজানি হলে সাব-রেজিস্ট্রার জামিনুল হক অসুস্থতার জন্য ছুটির দরখাস্ত কর্মস্থলে ডাকে পাঠিয়ে দেন। এরপর তিনি আর কর্মস্থলে যোগ দেননি।

অনুসন্ধান চালিয়ে যুগান্তর তাদের ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করে, কর্মস্থলে যোগ দেয়ার পর থেকেই দলিল রেজিস্ট্রি করতে আসা ক্রেতা-বিক্রেতা ও দলিল লেখকদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করতেন সাব-রেজিস্ট্রার জামিনুল হক। দালাল শামীম রেজা হিটলারের মাধ্যমে মাত্র ৩ মাসের মধ্যে প্রায় অর্ধকোটি টাকা হাতিয়ে নেন সাব-রেজিস্ট্রার। দলিল লেখক শামীম রেজা হিটলার সাব-রেজিস্ট্রার জামিনুল হকের পক্ষে অর্থ গ্রহণ ছাড়াও তার ব্যক্তিগত কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। হিটলারের বাড়ি রাজশাহী সদর সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয় সংলগ্ন বুলনপুর এলাকায়। সাব-রেজিস্ট্রার রাজশাহীতে অবস্থানকালে তাকে হিটলারের বাড়ি থেকে খাবার সরবরাহ করা হতো। রাজশাহী সদর দলিল লেখক সমিতির তৎকালীন এক দায়িত্বশীল নেতা যুগান্তরকে দেয়া বক্তব্যে জানান, শামীম রেজা হিটলারের মাধ্যমে সাব-রেজিস্ট্রারের ঘুষ নেয়ার বিষয়টির সত্যতা পাওয়া গেছে। তিনি জানান, দলিল লেখক সমিতির সভায় হিটলার বিষয়টি নিজের মুখে স্বীকারও করেছেন। এ কারণে ওই সময় সদর দলিল লেখক সমিতির জরুরি সভায় শামীম রেজা হিটলারকে দলিল সংক্রান্ত সব কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়। দলিল লেখক শামীম রেজা সাব-রেজিস্ট্রারের জন্য ঘুষ নেয়ার বিষয়টি ওই সময় যুগান্তরের কাছে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, তিনি পারিশ্রমিকের টাকা নিয়েছেন। তাহলে দলিল লেখক সমিতির সভায় সাব-রেজিস্ট্রারের জন্য ঘুষ নেয়ার কথা স্বীকার করেছেন কেন?- যুগান্তরের করা এমন প্রশ্নের উত্তরে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি শামীম রেজা হিটলার। অনুসন্ধান চালিয়ে আরও জানা যায়, শামিম রেজা হিটলার সাব-রেজিস্ট্রার জামিনুল হকের দালাল হিসেবে কাজ করা কালীন ঘুষ বাণিজ্যের একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে সাদিয়ার রহমান ভুটান নামের একজন দলিল লেখক'কে চরম অপমান অপদস্থ করেন ও তাকে মার ধরে উপনীত হন এবং তাকে জীবন নাশের হুমকি দেন। পরে এ ঘটনা ডানা মেললে ২০১৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দলিল লেখক সমিতির কার্যালয়ের সামনে ভুটানের কিছু আত্মীয় স্বজন শামীম রেজা হিটলারের ওপর হামলা চালায়। হামলাকারীরা হাতুড়ি দিয়ে হিটলারের মাথার পেছনে আঘাত করে। এক পর্যায়ে হিটলারের সহকর্মীরা এগিয়ে গেলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। হামলার ঘটনা তুলে ধরে ওইদিন বেশ কিছু শীর্ষ গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। দৈনিক জনকন্ঠের প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৬ সেপ্টেম্বর দুপুরে রাজশাহী সদর দলিল লেখক সমিতির কার্যালয়ে জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা থেকে রাজশাহী সদর দলিল লেখক সমিতি অনির্দিষ্টকালের জন্য কলমবিরতির ডাক দেয়। সভায় হিটলারের ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়। ওই ঘটনা নিয়ে সদর দলিল লেখক সমিতির ওই সময়ের সভাপতি মহিদুল হক জনকন্ঠকে দেয়া বক্তব্যে দলিল লেখক হিটলারের ওপর হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তির দাবি জানান। হামলাকারীদের গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত কলম বিরতি অব্যাহত থাকবে এবং দলিল রেজিস্ট্রি কার্যক্রম চলবে না বলেও বিবৃতি দেন। অনুসন্ধানে জানা যায়, এ ঘটনার পর দলিল লেখক শামীম রেজা হিটলারের মা মুক্তা শারমীন বাদী হয়ে ওইদিনই নগরীর রাজপাড়া থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় দলিল লেখক ভুটান, তার ছেলে সাগর, কাজল, জীবন ওরফে হাড্ডুকে এজাহারভুক্ত এবং আরও ২/৩ জনকে অজ্ঞাত আসামি করা হয়। আসামিদের মধ্যে দু'জন- ভুটান এবং কাজল দলিল লেখক সমিতির সদস্য হওয়ায় তাদের দুজনকেই স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করে তৎকালীন কার্যনির্বাহী কমিটি। অনুসন্ধানে আরও জানা যায়, এ ঘটনার কয়েকমাস পর সাব-রেজিস্ট্রার জামিনুল হকের ঘুষকাণ্ডে দালালির সরাসরি সম্পৃক্ততা প্রকাশ্যে আসলে জনরোষের মুখে পড়েন শামীম রেজা হিটলার। সাসপেন্ড হওয়া এবং সাব রেজিস্ট্রার জামিনুল হকের আর কর্মস্থলে না ফেরায় সমিতির অভ্যন্তরে দুর্বল হয়ে পড়েন দালাল হিটলার। এ কারণে তিনি ভুটানের বিরুদ্ধে করা মামলা আর এগিয়ে নেয়ার সাহস করেননি। ফলে ২০২১ সালের ২১ নভেম্বর দলিল লেখক সমিতির কাউকে না? জানিয়েই গোপনে মামলার বিষয়ে ভুটানের সঙ্গে আপোস ও মিমাংসা করে নেন। এছাড়া রাজশাহীর অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে লিখিত জবানবন্দি দেয়ার মধ্য দিয়ে মামলার নিষ্পত্তিও করেন। ঘুষকাণ্ডে দালালি ও মামলার ঘটনার পর থেকে সদর দলিল লেখক সমিতির সকল সদস্যদের কাছে অত্যন্ত 'অসৎ-অনৈতিক' ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি পান শামীম রেজা হিটলার। তবে অসম্ভব হলেও সত্য, এই হিটলারই সদস্যদের জিম্মি করে ও ভুয়া রাজনৈতিক পরিচয়ে পুরো দলিল লেখক সমিতি দখলে নিয়েছিলেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দলিল লেখক বলেন, আমরা অবাক হচ্ছি, কেমন করে শামীম রেজা হিটলারের মতো একজন মানুষ আমাদের নেতৃত্ব দিতে চায়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেবাদানকারী সংগঠন এটি। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ওর (হিটলার) মতো একজন অসৎ, দালাল হিসেবে স্বীকৃত ব্যক্তি কোন ভাবেই থাকা যায় না। আমরা কখনোই এটি মানিনি, আগামীতেও মানবো না। তিনি আরও বলেন, সদর দলিল লেখক সমিতিতে সে (হিটলার) একজন কলঙ্ক। মানুষকে জিম্মি করা তার দালালীর ইতিহাস সবাই জানে। সে নিজে মানুষকে মারে নিজে মার খায়। পরে নিজেই মামলা করে, আবার নিজ স্বার্থে নিজেই সেই মামলা আপোস করে নেয়। এসব তো সমিতির সবার জানা। কিন্তু লক্ষ্য করছি, এটিকে সে মিথ্যা গল্প বানিয়ে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে নেতাদের কাছে বিভ্রান্ত করছে। সবাই সবকিছু জানার পরও বলে বেড়াচ্ছে, অমুক আমাকে মারিয়েছে, তমুক আমাকে মামলা দিয়েছে। এসব পুরোটাই মিথ্যা। এসব বিষয়ে জানতে শামীম রেজা হিটলার কে একাধিকবার ফোন দিয়েও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

প্রশাসক নিয়োগ দিয়ে ৪ সপ্তাহের

বিধিমালা, ১৯৯৪ এর ১৪ বিধি অনুসারে বিদ্যমান কার্যনির্বাহী কমিটি পরবর্তী কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন হওয়ার অন্তত ৯০ দিন আগে নির্বাচনী বোর্ড ও ৩ সদস্যের একটি নির্বাচনী আপিল বোর্ড গঠন করার কথা। তা না করেই গত ২৪ অক্টোবর তফসিল ঘোষণা করে বায়রা। এ তফসিল চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেন বায়রার সদস্য ও খন্দকার রিক্রুটিং এজেন্সির মালিক খন্দকার আবু আশফাক। এছাড়া ৩টি রিট করা হয়।

রিকশাচালককে শ্বাসরোধে হত্যা

রশি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করে ফেলে যায়। তার রিকশাটি পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। নিহতের খালাতো ভাই সুজন মন্ডল বলেন, গত রোববার সন্ধ্যায় সুজন মন্ডল ব্যাটারিচালিত রিকশা নিয়ে বের হয়। রাতে আর বাসায় ফেরেনি, পরে ভোররাতে পুলিশের মাধ্যমে খবর পেয়ে থানায় গিয়ে বিধানকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই। ছিনতাইকারীরা তাকে হত্যা করে তার রিকশাটি নিয়ে গেছে।

দীর্ঘদিনেও স্ক্যানার না বসানোয়

হয়। তারা ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে চট্টগ্রাম বন্দরে চারটি স্ক্যানার আনে। চুক্তি অনুযায়ী চীনা প্রতিষ্ঠানটির স্ক্যানারগুলো স্থাপনের পরবর্তী পাঁচ বছর সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করার কথা রয়েছে। সূত্র জানায়, বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে ১২টি গেটে ৯টি স্ক্যানার রয়েছে। এর মধ্যে জেনারেল কার্গো বার্থ (জিসিবি) ১ নম্বর গেট, নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) ১ নম্বর গেট, সিপিএআর গেটে ও ৪ নম্বর গেটে রয়েছে এফএস ৬০০০ সিরিজের অত্যাধুনিক ফিক্সড কনটেইনার স্ক্যানার। চিটাগাং কনটেইনার টার্মিনাল (সিসিটি) ২, ৪ ও ৫ নম্বর গেটে আছে একটি করে এফএস ৩০০০ মডেলের ফিক্সড কনটেইনার স্ক্যানার। তাছাড়া সিসিটি-২ ও জিসিবি-২ নম্বর গেটে রয়েছে একটি করে মোবাইল স্ক্যানার। সূত্র আরো জানায়, একটি স্ক্যানারের কাজ শিগগির শেষ হবে। ওই স্ক্যানারটি এনসিটি ২ নম্বর গেটে বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। এরপর পর্যায়ক্রমে এনসিটি ৪ ও ৫ এবং সিসিটি ২ নম্বর গেটে বাকি তিনটি স্ক্যানার বসানো হবে। এনসিটি-৫ নম্বর গেটে একটি স্ক্যানার আছে। তবে সেটা পুরোনো, প্রায় সময়ই নষ্ট থাকছে। আর ৪ নম্বরে একটা বন্ধ থাকছে। যেটা অনুরোধ করে করে চালাতে হচ্ছে। স্ক্যানারগুলো অপারেশনের আয়ুষ্কাল ধরা হয় ১০ বছর। ওয়ারেন্টি পিরিয়ড যখন থেকে শুরু, তখন থেকে আয়ুষ্কাল হিসাব করা হবে। এ ছাড়া চীনা প্রতিষ্ঠান এখনো অফিসিয়ালি স্ক্যানারগুলো বুঝিয়ে দেয়নি। মেশিনগুলো এখনো পার্টস হিসেবে আছে। আর ওসব স্ক্যানার বসাতে যত বেশি দেরি করবে, ততই দেশের লোকসান হবে। এদিকে এ বিষয়ে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের এআইআর শাখার উপকমিশনার ইমাম গাজ্জালী জানান, চীন থেকে আমদানি করা স্ক্যানারগুলো প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে চট্টগ্রাম বন্দরে পড়ে ছিল। কারণ হলো, স্ক্যানারগুলো বসানো হবে চট্টগ্রাম বন্দরে, তাই বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে স্ক্যানারগুলো বসানোর স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে। স্ক্যানারগুলো আরো আগে বসানো যেত। তবে বিভিন্ন জটিলতা ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে স্ক্যানারগুলো বসাতে একটু বেশি সময় লেগেছে। এখন যেহেতু স্ক্যানার বসানোর জায়গা নির্ধারণ হয়ে গেছে, আর বেশি সময় লাগবে না। অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের সচিব ওমর ফারুক জানান, কাস্টমস যেসব স্ক্যানার বসাতে চেয়েছে, বন্দর কর্তৃপক্ষ তাদের জায়গা নির্ধারণ করে দিয়েছে। তবুও কেন বসানো হয়নি তা জানা নেই।

আজ এলপি গ্যাসের

ও এপ্রিলে কমানো হয়েছিল দাম। এ ছাড়া বিইআরসি গত মার্চ, ফেব্রুয়ারি ও জানুয়ারিতে অটোগ্যাসের দাম বাড়িয়েছিল।

এলপিজি ও অটোগ্যাসের দাম ২০২৩ সালে ৫ দফা কমেছিল, আর বেড়েছিল ৭ দফা। ওই বছরের জানুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, জুন ও জুলাই মাসে এলপিজি ও অটোগ্যাসের দাম কমেছিল। আর ফেব্রুয়ারি, মে, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে দাম বেড়েছিল।

আমির হোসেন আমু ও কামরুলকে

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন। সেখানে মোট আসামি ছিলেন ৪৫ জন। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন সাবেক মন্ত্রী আমির হোসেন আমু, আরেকজন হলেন কামরুল ইসলাম। এই দুজনের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনাল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি থাকা অবস্থায় তারা গ্রেপ্তার হন। নিউমার্কেট থানার একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেলহাজতে পাঠানো হয় তাদের। তিনি বলেন, আমরা ট্রাইব্যুনালে একটি দরখাস্ত দাখিল করেছি, তাদেরকে ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করার জন্য। তাদের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ পাওয়া গেছে তা আমরা ট্রাইব্যুনালে পেশ করবো। ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হয়েছে এবং আগামী ৪ ডিসেম্বর তাদেরকে উপস্থাপন করার জন্য বলা হয়েছে। ওই দিন হাজির করা হলে পরবর্তী নির্দেশনা দেবেন আদালত।

আলু, পেঁয়াজ ও তেলের মূল্য বাড়ার

বিক্রি হচ্ছে। বাজার বিশ্লেষকদের বরাত দিয়ে তারা বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নভেম্বর মাসে এমন চড়া দামে আলু বিক্রি হতে দেখা যায়নি। মূলত সিন্ডিকেটের কারণেই এবার আলুর দামের এমন অবস্থা। বিপুল পরিমাণ আলু হিমাগারে মজুদ থাকায় ও আমদানি জটিলতার কারণে এবার আলুর দাম ভোগাচ্ছে ক্রেতাদের। অবশ্য দাম নিয়ন্ত্রণে বা আলুর সরবরাহ স্বাভাবিক করতে যথাযথ তদারকি নেই। হিমাগার পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের কঠোর তদারকি না থাকায় আলুর দাম কমানো সম্ভব হচ্ছে না। একইসঙ্গে আলুর মতো নিয়ন্ত্রণে আসেনি পেঁয়াজের দাম। দীর্ঘদিন থেকে ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের হাতে জিম্মি থাকা পেঁয়াজের দামও এখনও কেজি প্রতি ৭০-৮০ টাকা। তারা বলেন, কৃষক পর্যায় থেকে নামমাত্র মূল্যে আলু কিনে মজুদ করে অতিরিক্ত মুনাফা লুটছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। দীর্ঘদিন থেকে এসব ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় এসব ঘটনা বারবার ঘটছে। এমন পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য সরকারি সংস্থাগুলোকে আরও বেশি সজাগ ও সচেতন হতে হবে। পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে উদ্যোগী হতে হবে। এ সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি রোধে তারা তাদের ৮ দফা দাবি তুলে ধরেন। তাদের দাবিগুলো হলো- ১। অসাধু দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ২। নিত্যপণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। ৩। বাজার অভিযান/ মনিটরিং বৃদ্ধি করতে হবে। ৪। টিসিবির ট্রাক সেল বাড়াতে হবে। ৫। ভোজ্য তেল খোলা বাজারে বিক্রেতাদের কঠোরভাবে আইনের আওতায় আনতে হবে। ৬। ভোক্তার স্বার্থ দেখার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে আলাদা বিভাগ বা কনজুমারস মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে। ৭। সরকার ১ কোটি পরিবারকে কার্ডের মাধ্যমে নিত্যপণ্য দিচ্ছেড় এর সংখ্যা দেড় কোটি করতে হবে। ৮। আইনে নিষিদ্ধ থাকা বাজারে খোলা ভোজ্য তেল (ড্রামে) বিক্রেতাদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এ সময় উপস্থিত ছিলেনড় বাংলাদেশ সাধারণ নাগরিক সমাজের আহ্বায়ক মহিউদ্দিন আহমেদ, ক্যাব কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হুমায়ুন কবির ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মো. শওকত আলী খান, বাহাদুর সাজেদা আক্তার, ক্যাবের সদস্য আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

ফ্লাইওভারের পিলারের ওপর থেকে

তাকে ওপর থেকে নামিয়েছি। তিনি ঠিক আছেন। পথচারী রাজিব বলেন, আমি সকালে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম একজন লোক পিলারের ওপর আটকে আছে। পরে ৯৯৯-এ ফোন দিলাম। সিটি কর্পোরেশনের স্বামীবাগ সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশনের (এসটিএস) বা ময়লা রাখার ঘরের কর্মী মো. সুমন বলেন, পাগল লোকটি ওপরে বসে চিৎকার ও কান্নাকাটি করছিল নামার জন্য। ৯৯৯-এ ফোন দিয়ে আমি ঠিকানা জানানোর পর উনারা (ফায়ার সার্ভিস) এসে উদ্ধার করেছেন।

ইনু-মেনন-দীপু মনি

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক শাহবাগ থানার এক হত্যা মামলায় দীপু মনিকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

গুমের অভিযোগে সাবেক দুই র‌্যাব

চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাদের হাজির করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দুজনই র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) কর্মকর্তা ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য গুম ও গুমের সময় সরাসরি নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরে প্রসিকিউশন জানায়, তদন্তের ভিত্তিতে তাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে। এর ভিত্তিতেই ট্রাইব্যুনালে দুটি আবেদন করা হয়। আবেদন দুটি মঞ্জুর করে আদালত তাদের হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে গুমের বিষয়ে একটি মামলা করা হয়। এ দুজনের একজনের নাম আলেপ উদ্দিন ও আরেকজনের নাম মহিউদ্দিন ফারুকী। গত ১৩ নভেম্বর রাতে বরিশাল মহানগর এলাকা থেকে আলেপ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং একইদিন ভোরে রাঙামাটি জেলার কাউখালী (বেতবুনিয়া) এলাকা থেকে মহিউদ্দিন ফারুকীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর শনিরআখড়ায় জোবায়ের ওমর খানের মৃত্যুর মামলায় এ দুই কর্মকর্তা গ্রেপ্তার আছেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ৫ আগস্ট দুপুরে যাত্রাবাড়ীর শনিরআখড়া এলাকায় জোবায়ের ওমর খান গুলিবিদ্ধ হন। পরে তাকে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (মিটফোর্ট) নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় মামলা করেন জোবায়েরের ভাই।

রিমান্ড শেষে কারাগারে সাবেক

মাহমুদুর রহমান তাকে কারাগারে রাখার আবেদন করেন। এরপর বিচারক আবেদন মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান। গত ১৩ আগস্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে নৌপথে পলায়নরত অবস্থায় রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হককে গ্রেপ্তার করা হয়। নিউমার্কেট এলাকায় দোকান কর্মচারী শাহজাহান আলীকে (২৪) হত্যার অভিযোগে করা মামলায় পরের দিন ১৪ আগস্ট তার ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। এরপর কয়েক দফা রিমান্ড শেষে পুনরায় (৩০ অক্টোবর) শাহবাগ থানার ভোট চুরির মামলায় তাকে ৫ দিনের রিমান্ডে দেয় আদালত। এরপর ১৫ নভেম্বর কারাগারে পাঠায় আদালত। আবার ২০ নভেম্বর এ মামলায় তাকে ৫ দিনের রিমান্ড দেওয়া হয়। মামলাসূত্রে জানা যায়, রাজধানীর উত্তরা পূর্ব থানাধীন ঢাকা ময়মনসিংহ রোডের পাশে জসিম উদ্দিন মোড়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে গত ৫ আগস্ট অংশ নেন ফজলুল করিম। বিকাল সাড়ে চারটায় আসামিদের ছোড়া গুলিতে আহত হন ফজলুলসহ আরও অনেকে। রাত ৯টা ১৯-এর দিকে বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় নিহতের ভাই আনোয়ার হোসেন আয়নাল (৪৪) সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ৩৯ জনের নামে গত ২১ আগস্ট উত্তরা পূর্ব থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় আনিসুল হক ৪ নাম্বার এজাহারনামীয় আসামি।

দশ শতাংশ মানুষ ভোগ করছে

সরকারের সময়ে গড়ে প্রতি বছর ১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচার হয়েছে। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদনে প্রতিটি খাতে লুটপাট ও দুর্নীতির চিত্র উঠে এসেছে। ড. এ কে এনামুল হক বলেন, দেশের উন্নয়ন প্রকল্প মোট ব্যয়ের ৪০ শতাংশ ব্যয় তছরুপ বা লুটপাট করা হয়েছে। কমিটির সদস্য ড. আবু ইউসুফ বলেন, রাজস্ব বোর্ড যে পরিমাণ টিন সার্টিফিকেট থাকার দাবি করে, সেই পরিমাণ রাজস্ব আহরণ হয় না। এমনকি কেউ মারা গেলে সেই সার্টিফিকেট বা নম্বর কি হবে, সেটির কোনো কার্যকর প্রক্রিয়া নেই। রাজস্ব বোর্ড সেটা কমিটিকে দিতে পারেনি। কীভাবে বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা খাতকে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে তার কোনো সঠিক কাঠামো নেই। কমিটির সদস্য ড. তাসনীম সিদ্দিকী বলেন, অভিবাসনের জন্য মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হয়েছে। অভিবাসনের মাধ্যমেও অর্থপাচার হয়েছে বলে জানান তিনি। কমিটির আরেক সদস্য ড. সেলিম রায়হান বলেন, যেসব খাতে সংস্কার দরকার সেখানে শক্তিশালী উদ্যোগ নিতে হবে। সদস্য ড. ইমরান মতিন বলেন, ১০ শতাংশ মানুষের কাছে ৮৫ ভাগ সম্পদ। টোকা দিলে যে দারিদ্র্য বিমোচন শেষ হয়ে যাবে, সেটিকে কার্যকর উদ্যোগ বলে না। কমিটির সদস্য ড. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, মেগা প্রকল্পের মাধ্যমে যেসব টাকা লোপাট করা হয়েছে পরবর্তী প্রজন্মের ঘাড়ে সেই বোঝা থেকে গেল। ড. জাহিদ হোসেন বলেন, সামষ্টিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে হবে। জবাবদিহিমূলক প্রশাসন নিশ্চিত করতে হবে। তৌফিকুল ইসলাম খান বলেন, সরকারি তথ্য-উপাত্তে বড় গলদ রয়েছে। শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, '৩০ অধ্যায়ের ৪০০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ শ্বেতপত্রে উঠে এসেছে কীভাবে ক্রোনি পুঁজিবাদ অলিগার্কদের জন্ম দিয়েছে, কীভাবে তারা নীতি প্রণয়নকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। দেশের ৮৫ শতাংশ সম্পদ ১০ শতাংশ মানুষ ভোগ করছেন বলেও জানান দেবপ্রিয়। দেবপ্রিয় বলেন, চামচা পুঁজিবাদ থেকে চোরতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল পুরো কাঠামো। এর উৎস ২০১৮ এর নির্বাচন। পরবর্তী সময়ে যে ভোট হয়েছে সেখানে স্বচ্ছতার জায়গা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় সরকারের জবাবদিহিতা নষ্ট করা হয়েছে। জাতিসংঘ এখনো মনে করছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট। উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার পথে কোনো বাধা নেই। তিনি বলেন, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা না গেলে দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার কার্যক্রম করা যাবে না। পরবর্তী জাতীয় বাজেট আসার আগে দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারে বর্তমান সরকার কি কি উদ্যোগ নেবে সেগুলোকে স্পষ্ট করতে হবে। আরও দায়বদ্ধতা আনতে হবে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এই সরকার পাঁচ বছর দায়িত্বে থাকবে না। তবে অন্তত আগামী দুই বছরের কর্মপরিকল্পনা সামনে থাকতে হবে।

৭ কলেজের স্থগিত পরীক্ষার নতুন

অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সময়সূচির অন্য অংশ অপরিবর্তিত থাকবে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও কবি নজরুল সরকারি কলেজে ভাঙচুরের ঘটনার পরে সাত কলেজের ২৬ নভেম্বরের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে ২৮ তারিখের পরীক্ষাও স্থগিত করা হয়।

মার্চের পর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার

বাদ পড়লেন আমরা চাই তারা ভোটার তালিকায় যুক্ত হোক। এজন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের তথ্য সংগ্রহ করবো। এই বাদ পড়া ভোটাররা ছাড়াও ২০২৫ সালে যারা ভোটার হবেন অর্থাৎ ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য হবেন তাদের তথ্যও আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগ্রহ করবো। এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের তালিকাটা চেক করে নিতে পারবো। যারা মারা গেছেন, তাদের তালিকা একটা ফরমে না নেওয়া পর্যন্ত বাদ দেওয়া যায় না। আমরা যখন বাড়ি বাড়ি যাবো তখন মৃত ভোটারও কর্তন করা হবে। কোথাও দ্বৈত ভোটার থাকলেও বাদ দেওয়া যাবে। তিনি বলেন, বাড়ি বাড়ি গিয়ে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে আমাদের আনুমানিক ছয় মাস সময় লাগবে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শতভাগ শুদ্ধতার সাথে পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশ করা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে হালনাগাদ কবে শুরু হবে, এই প্রশ্নের জবাবে এই নির্বাচন কমিশনার আরও বলেন, আমরা যত দ্রুত সম্ভব এটা করবো। ২ মার্চের পরেই শুরু করতে পারবো বলে আশা করি। তবে বিস্তারিত সময়সূচি ইসি সচিবালয় ঠিক করবে। তিনি বলেন, যখনই একটা নির্বাচন আসবে, তফসিল ঘোষণার আগ পর্যন্ত বিশেষ অধ্যাদেশ জারি করে হোক বা যেভাবেই হোক, যারা ভোটার হওয়ার যোগ্য তাদের যেন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারি, বিষয়ে আমরা নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গঠিত চারটি কমিটির মধ্যে এনআইডি, ভোটার তালিকা, নির্বাচন ব্যবস্থা ও তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক কমিটির প্রধান অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। আইন ও বিধিমালা সংস্কার কমিটির প্রধান আবদুর রহমানের মাসুদ। সীমানা পুনর্নির্ধারণ, জাতীয় ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন প্রস্তুতি, ভোটকেন্দ্র স্থাপন, ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের প্যানেল প্রস্তুত ও তদারকি কমিটি প্রধান নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। নিয়োগ, পদোন্নতি, প্রশাসনিক সংস্কার ও দক্ষতা উন্নয়ন কমিটি বেগম তহমিদা আহমদ।

বাংলাদেশকে ভারত উপনিবেশ

করতে পারি এটাই আমাদের লক্ষ্য। হিন্দুত্ববাদীরা মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়েছে, তারা মিথ্যা দিয়ে পৃথিবীকে জয় করতে চায়। আল্লার আইন হচ্ছে সত্যের জয় হবে এবং মিথ্যা পরাজিত হবে।

বিকেলে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ দিবস উপলক্ষে হেফাজত ইসলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আয়োজনে এক জনসভায় প্রধান আলোচক হিসেবে মাহমুদুর রহমানের বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে।

সরকারি চাকরিতে পৌনে ৫ লাখ

পাওয়ার ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

পিলখানা হত্যাকাণ্ড পুনঃতদন্তে

বিভিন্ন আইনজীবী শুনানিতে অংশ নেন। প্রসঙ্গত, ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিডিআরের সদর দপ্তরে ৫৭ সেনা কর্মকর্তাসহ ৭৪ জন প্রাণ হারান। ওই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি লালবাগ থানায় হত্যা ও বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা হয়। পরে মামলা দুটি নিউমার্কেট থানায় স্থানান্তরিত হয়। বিচার হয় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারসংলগ্ন আলিয়া মাদরাসা মাঠ-সংলগ্ন অস্থায়ী এজলাসে। শুনানি শেষে ঢাকা মহানগর তৃতীয় বিশেষ আদালতের বিচারক মো. আখতারুজ্জামান ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর রায় ঘোষণা করেন। রায়ে বিডিআরের প্রাক্তন ডিএডি তৌহিদসহ ১৫২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া বিএনপি দলীয় প্রাক্তন সংসদ সদস্য নাসিরউদ্দিন আহমেদ পিন্টু (প্রয়াত) ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলীসহ ১৬০ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ২৫৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ২৭৭ জনকে খালাস দেওয়া হয়। এ ঘটনায় বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা মামলাটি এখনো নিম্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে।

রিয়াজুল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার পলক

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রাজধানীর শাহবাগ থানায় রিয়াজুল নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনায় দায়ের হওয়া মামলায় সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। পুলিশের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইমরান আহম্মেদ তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। এ মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা শাহবাগ থানার উপ-পরিদর্শক একরামুল হক। সেই আবেদনের শুনানির জন্য গতকাল সোমবার তাকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। শুনানি শেষে বিচারক সেসব আবেদন মঞ্জুর করেন। এরপর তাদের আবার কারাগারে পাঠানো হয়। গত ৪ আগস্ট ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রাজধানীর তোপখানা রোডে রিয়াজুলকে গুলি করা হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সন্ধ্যায় কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় ২৬ অক্টোবর রাজধানীর শাহবাগ থানায় মামলা করেন রিয়াজুলের পূর্বপরিচিত বিল্লাল হোসেন।

না. গঞ্জে বিএনপি নেতাকর্মীদের ৪৫০ মামলা নিষ্পত্তির পথে

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জে বিএনপির নেতাকর্মীদের প্রায় ৪৫০ মামলা নিষ্পত্তির পথে। একই সঙ্গে আরও অন্তত ৪ শতাধিক মামলা রয়েছে নিষ্পত্তির আবেদনে। গতকাল সোমবার নারায়ণগঞ্জ মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খানের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। টানা দীর্ঘ সময় বিএনপি নেতাকর্মীদের এসব মামলা নিয়ে কাজ করেছেন তিনি। আদালতে বিএনপি নেতাকর্মীদের নিয়মিত জামিনের আবেদন ও আইনি লড়াই চালানোয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও তাদের আইনজীবীদের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। তিনি জানান, ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে জেলাজুড়ে প্রায় ১৫০টি মামলা করা হয়। এসব মামলার প্রতিটিই ছিল মিথ্যা ও গায়েবি মামলা। এসব মামলা নিষ্পত্তির লক্ষে এফআরটি দেওয়া হচ্ছে। ফলে এসব মামলা নিষ্পত্তি হচ্ছে। তিনি জানান, ৫ আগস্টের আগে আন্দোলনের সময় ১৯ দিনে সে সময়ের অবৈধ সরকার শুধুমাত্র বিএনপিকে টার্গেট করে জেলাজুড়ে ৭৫টি মামলা করে। এসব মামলা প্রত্যাহার করা হচ্ছে। আদালতে নিজেরা আইনজীবীদের মাধ্যমে শুনানি করে ২শ এর মতো মামলা নিষ্পত্তি করেছেন বলে জানিয়ে তিনি বলেন, ২শ এর মতো মামলা আমরা শুনানি করে শেষ করেছি। বাকি যেসব মামলার অভিযোগপত্র হয়নি এসব মামলা প্রত্যাহারের জন্য আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর দরখাস্ত করেছি। আমিসহ বিভিন্ন থানা থেকে প্রায় ৪শ এর মতো মামলা নিষ্পত্তির জন্য দরখাস্ত দেওয়া হয়েছে। এসব দরখাস্ত একটি কমিটি করে যাচাই বাছাই করে দেখা হবে এগুলো রাজনৈতিক মামলা কিনা। রাজনৈতিক মামলাগুলো পরবর্তীতে নিষ্পত্তি করা হবে। জেলা প্রশাসক (ডিসি) ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুল হক জানান, এরই মধ্যে এ আবেদনগুলোর পাবলিক প্রসিকিউটরের (পিপি) কাছে দেওয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত সরকার থেকে একটি কমিটি করে দেওয়া হয়েছে। আমি সভাপতি ও এসপি, পিপি আছে কমিটিতে। এখন পর্যন্ত আমরা সুপারিশ করিনি। আবেদন হয়েছে, এগুলো যাচাই বাছাই করে কমিটি সুপারিশ করবে। দ্রুতই কমিটি এ ব্যাপারে সুপারিশ করবে।

গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় বাসের মালিকসহ দুজনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : গোপালগঞ্জে দুই বাসের সংঘর্ষে একটির মালিকসহ দুজন নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ১০ জন। গতকাল সোমবার সকাল ৯টার দিকে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোপিনাথপুর শরীফপাড়ায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- লোকাল বাস মা পরিবহনের মালিক সদর উপজেলার গোপিনাথপুর উত্তরপাড়া গ্রামের ইলিয়াস কাজী (৫৫) ও যশোর জেলার মনিরামপুর উপজেলার রামনাথপুর এলাকার হকার শামসুর মোড়ল (৫৬)। নিহত ইলিয়াস কাজী নিজের লোকাল বাসের সুপারভাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। আর শামসুর মোড়ল শরীফ-পাড়া এলাকায় থেকে পুরোনো মালামাল কেনাবেচা করতেন। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, সকালে গোপালগঞ্জ থেকে কাশিয়ানীর ব্যাসপুরগামী লোকাল বাস মা পরিবহন গোপিনাথপুর শরীফপাড়ায় যাত্রী তোলার জন্য দাঁড়িয়েছিল। এসময় ঢাকাগামী সোহাগ পরিবহনের একটি বাস লোকাল বাসটিকে পেছন থেকে ধাক্কা দিলে লোকাল বাসটি ছিটকে রাস্তার পাশে গিয়ে পড়ে। এসময় বাইসাইকেলআরোহী শামসুল মোড়ল বাসের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এসময় আহত হন লোকাল বাসটির মালিকসহ অন্তত ১১ জন। আহতদের উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক ইলিয়াস কাজীকে মৃত ঘোষণা করেন। ভাটিয়াপাড়া হাইওয়ে থানা পুলিশের এসআই মো. রোমান মোল্লা এসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ: দগ্ধ শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মিরপুরে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে দগ্ধের ঘটনায় বাবা মায়ের পর এবার চলে গেল তাদের মেজ সন্তান ১০ বছরের শিশু মোহাম্মদ। তার শরীরের ৩৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। গতকাল সোমবার এ তথ্য নিশ্চিত করেন চিকিৎসক। গত রোববার রাত ৩টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে মারা যায় সে। এরআগে, গত ২৪ নভেম্বর ভোরে মিরপুর-১১, ৫ নম্বর এভিনিউ, সি ব্লকের ১৬ নম্বর রোডের একটি বাসায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এতে দগ্ধ হন রুমা আক্তার (৩২), তার স্বামী রঙ মিস্ত্রি আব্দুল খলিল (৪০), ছেলে হাফেজ আব্দুল্লাহ (১৩), মাদরাসাছাত্র মোহাম্মদ (১০) ও ইসমাইল (৪)। আর পাশের বাসার ভাড়াটিয়া গার্মেন্টস কর্মী মো. শাহজাহান (২৫) ও তার স্ত্রী স্বপ্না আক্তার পারভিন (২২)। বার্ন ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক ডা. মো. শাওন বিন রহমান জানান, চিকিৎসাধীন এরআগে মোহাম্মদের বাবা খলিল ও মা রুমা মারা গেছেন। গত রোববার রাতে মারা গেছে মোহাম্মদ। তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় ৩৮ শতাংশ দগ্ধ নিয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছে তার বড় ভাই আব্দুল্লাহ ও ২০ শতাংশ দগ্ধ নিয়ে ছোট ভাই ইসমাইল। আর প্রতিবেশী স্বপ্নার ১৪ শতাংশ নিয়ে ভর্তি থাকলেও তার স্বামী শাহজাহানকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। মৃত আব্দুল খলিলের ভাতিজি নাসিমা আক্তার রুপালী জানান, তাদের বাড়ি মুন্সিগঞ্জের সদর উপজেলার চর বাঙলাবাজার গ্রামে। তিন ছেলেসহ তার চাচা-চাচি মিরপুরের ওই বাসায় ভাড়া থাকেন। তাদের পাশের বাসায় ভাড়া থাকেন ওই দম্পতি। গত ২৪ নভেম্বর ভোরে তিনি খবর পান, ওই বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ হয়েছে। তারা সবাই দগ্ধ হয়েছেন। পরবর্তীতে তাদের উদ্ধার করে বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়। খলিলের ভায়রা আব্দুল হালিম জানান, ওইদিন ভোরে খলিল যখন মশার কয়েল জ্বালানোর জন্য দিয়াশলাই জ্বালান, তখনই জমে থাকা গ্যাসের কারণে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। দগ্ধ শাহজাহান জানান, রাতে তারা বাসায় ঘুমিয়ে ছিলেন। ভোর আনুমানিক ৪টার দিকে হঠাৎ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান। ঘুম ভাঙতেই দেখেন চারদিকে আগুন জ্বলছে। তাদের শরীরে আগুন লেগে গেছে। তখন নিজেরাই বাসার বাইরে বের হন। তিনি জানান, তাদের বাসায় কোনো গ্যাস সিলিন্ডার নেই। বাসার সামনে দিয়ে গ্যাস লাইন রয়েছে। দুই দিন আগে রাস্তার পাশে সেই গ্যাস লাইনে হঠাৎ করে আগুন জ্বলে উঠেছিল। পরে স্থানীয়রা সে আগুন নেভান। তার তার ধারণা, সেই লাইন থেকে লিকেজ হয়ে তাদের রুমের ভেতর গ্যাস জমে ছিল। তার জন্য বিস্ফোরণ হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুৎ অফিসে ডাকাতি ট্রাকে করে ট্রান্সফরমার লুট

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুতের ডিপিডিসি কিল্লারপুল (পূর্ব-পশ্চিম) অফিসে দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সোমবার সকালে এ ঘটনায় বিদ্যুৎ অফিস পরিদর্শন করেছেন জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) প্রত্যুষ কুমার মজুমদারসহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা। এর আগে রাতে এ ডাকাতির ঘটনা ঘটে। প্রায় ১৬-১৭ জনের ডাকাত দল ট্রাক নিয়ে এসে নিরাপত্তারক্ষীসহ লাইনম্যানদের বেঁধে রেখে ট্রান্সফরমার লুট করে নিয়ে যায়। এসময় সকলের সঙ্গে থাকা নগদ টাকা ও মোবাইল ফোনও নিয়ে যায় ডাকাতরা। কিল্লারপুল বিদ্যুৎ অফিসের কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকা রাসেল নামে একজন জানান, রাতে নিরাপত্তাকর্মী ও লাইনম্যান মিলিয়ে ১৪ জন দায়িত্বে ছিলেন। দেয়াল টপকে প্রথম ৮ জন ও পরে মোট ১৬-১৭ জনের ডাকাত দল প্রবেশ করে সবাইকে দেশীয় অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে হাত পা বেঁধে ফেলে। পরে তাদের কাছে থাকা নগদ ৫২ হাজার টাকা ও সবার মোবাইল নিয়ে যায় ডাকাতরা। এর মধ্যে যাবার সময় একটি মোবাইল ফেলে যায়। তিনি জানান, পরে ট্রাকে করে একটি ট্রান্সফরমার ও তামার লুপ নিয়ে যায় ডাকাতরা। এদিকে ডাকাতির খবর ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন এসপি, সার্কেল এএসপি, সদর মডেল থানার ওসিসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ওসি নাসির জানান, আমরা ঘটনাস্থলে আছি। তদন্ত ও বিভিন্ন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এর মাঝে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে আমরা তদন্ত করবো। এখানে একটি পুরাতন ট্রান্সফরমার নিয়ে গেছে। কেউ হতাহত নেই। ডাকাতদের ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

ট্রেনে কাটা পড়ে বাবা-মেয়ের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : নওগাঁর রানীনগর উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে বাবা-মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কুরবান আলী (৩২) এবং তার মেয়ে কুয়েলি আক্তার (১০)। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, বাকপ্রতিবন্ধী কুরবান আলী পেশায় একজন মৎস্যজীবী। দীর্ঘদিন ধরে পারিবারিক বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিরোধ চলছিল তার। এরই জেরে গত রোববার তার স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে যান। ধারণা করা হচ্ছে, এরই জেরে মেয়েকে নিয়ে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন তিনি। এ বিষয়ে রানীনগর থানার ওসি মোসলেম উদ্দিন জানান, খবর পেয়ে আমি ও পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে এসেছি। সান্তাহার জিআরপি থানাকে খবর দেওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাবা-মেয়ের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নওগাঁ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে, ওসি আরও জানান, এ বিষয়ে এখনো থানায় কেউ অভিযোগ করেননি। পুরো বিষয়টি পুলিশ তদন্ত করছে।

তিনদিন ধরে ১০ ডিগ্রির ঘরে পঞ্চগড়ের তাপমাত্রা

স্টাফ রিপোর্টার : হিমালয়ের কোলঘেঁষে অবস্থিত দেশের উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে ঠান্ডা আবহাওয়া জেঁকে বসেছে শীত। দিনের বেলা আবহাওয়া গরম থাকলেও সন্ধ্যা থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত অনুভূত হচ্ছে ঠান্ডা। এদিকে গত তিনদিন ধরে ১০ ডিগ্রির ঘরে রয়েছে পঞ্চগড়ের তাপমাত্রা। (পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১০ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিকে গত শনিবার সকাল ৯টায় ১০ দশমিক ৩ ডিগ্রি ও গত রোববার সকাল ৯টায় ১০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব পড়েছে। উত্তরের এ জেলায় শীতের চিরচেনা রূপ বা দৃশ্য দেখা যায়নি। এখনও সকালে ঘন কুয়াশার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। বরং বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের দেখা মিলছে। সোমবারেও সকাল সকাল সূর্যের দেখা মিলেছে। তবে হিমালয় থেকে বয়ে আসা পাহাড়ি হিমেল বাতাসে শীতের তীব্রতা অনুভূত হচ্ছে। সব থেকে বেশি শীত অনুভূত হচ্ছে রাত থেকে পরদিন সকাল ৮টা পর্যন্ত। তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক রোকনুজ্জামান রোকন বলেন, গত রোববার পর্যন্ত টানা ৬ দিন ধরে তেঁতুলিয়ায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রয়েছে। একই সাথে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকছে ২৭ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রির মধ্যে। গতকাল সোমবার সকাল ৯টায় জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হলেও বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮১ শতাংশ। এবং বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বলেও জানান তিনি।

গোমস্তাপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী ও বিজয় দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা

গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী ও ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে ১০টায় উপজেলা সভাকক্ষে এই প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিশাত আনজুম অনন্যা। এসময় জাতীয় দিবস দুটি পালনে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার মোস্তফা কামাল, পার্বতীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, রাধানগর ইউপি চেয়ারম্যান মতিউর রহমান, রহনপুর ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান সোহরাব, রহনপুর পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল হক, উপজেলা প্রকৌশলী আছহাবুর রহমান, সমাজসেবা কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম, উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আতিকুল ইসলাম আজম ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আহমদসহ অন্যান্য বীরমুক্তিযোদ্ধাগণ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রধান,স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রধান, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রহনপুর এবি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে ওই দিন বিজয় মেলার আয়োজন করা হবে বলে ইউএনও নিশাত আনজুম অনন্যা জানিয়েছেন।

ভেড়ামারায় শিক্ষা অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিল শিক্ষার্থীরা

ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভোকেশনালের শতশত পরীক্ষার্থীরা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ফারুক হোসেন'র অসদাচরণ ও হুমকির কারণে তাকে কক্ষে রেখেই তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরে ক্ষমা চেয়ে পার পান আলোচিত শিক্ষা অফিসার। এ সময় তালা খুলে দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কুষ্টিয়ার যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ বায়েজিদ খান হিমু। এর আগে শিক্ষার্থীরা ইউএনও রফিকুল ইসলামের গাড়ি আটকে দিয়ে গোডাউন মোড়স্থ এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী আন্দোলন করে। অবরোধ করে রাখে ভেড়ামারা-দৌলতপুর মহাসড়ক। এসময় শহরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, প্রায় ৯'শ জন শিক্ষার্থী যার মধ্যে ৪৬০ জন পরীক্ষার্থী, বেশ কিছুদিন ধরে তাদের পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ করে আসছিল।

সম্পাদকীয়

প্রবাস আয় আরো বেগবান করতে উদ্যোগ নিন

সম্প্রতি ডলারের সরবরাহ কিছুটা বেড়েছে। ফলে লেনদেনের ভারসাম্যে ইঙ্গিতপূর্ণ ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এটি দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হবে কি না, তা নির্ভর করবে আগামী দিনের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির ওপর। দেশে জ্বালানি ও বিদ্যুৎসংকট বেড়েছে। গ্যাসের অভাবে শিল্পে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। নিত্যপণ্যের দামের লাগাম টেনে ধরা মুশকিল হয়ে পড়ছে। সরকারি আয়ের অন্যতম বড় উৎস রাজস্ব আহরণে ঘাটতি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ নেওয়ার পরও নিয়ন্ত্রণে আসেনি মূল্যস্ফীতি। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভেও স্বস্তি মিলছে না। কমেনি ব্যাংক খাতের খেলাপি ঋণ। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক দুরবস্থায় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস প্রবাসী আয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। প্রবাসীদের অতি কষ্টার্জিত রেমিট্যান্সের ওপর ভর করে দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ মজবুত হয়েছে অর্থনীতির ভিত। বর্তমানে অর্থনীতির জন্য সুখবর দিচ্ছে রেমিট্যান্স বা প্রবাস আয়। রেমিট্যান্সযোদ্ধারা তাঁদের কথা রাখছেন। গণ-আন্দোলনের সময় বৈধ পথে বা ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর গতি কমিয়ে আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন প্রবাসীরা। শেখ হাসিনার সরকারের পতন ও অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁরা পুনরায় বৈধপথে দেশে অর্থ পাঠানোর প্রক্রিয়া বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলে প্রতি মাসেই বাড়ছে প্রবাস আয় দেশে আসার পরিমাণ। সদ্যঃসমাপ্ত অক্টোবর মাসে ২৩৯ কোটি ৫০ লাখ ডলারের রেমিট্যান্স দেশে এসেছে। এর ফলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে, যা এই মুহূর্তে খুবই জরুরি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম মাস জুলাইয়ে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে, তার পরের মাসগুলোতে তা অব্যাহতভাবে বেড়েছে। একই ধারায় অক্টোবরে রেমিট্যান্স এসেছে প্রায় ২৪০ কোটি ডলারের। দেশীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ১২০ টাকা ধরে) এর পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২৮ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। আর প্রতিদিন গড়ে এসেছে ৯২৭ কোটি টাকার প্রবাস আয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রকাশিত হালনাগাদ তথ্য বলছে, চলতি বছরের অক্টোবর মাসে প্রতিদিন গড়ে প্রায় সাত কোটি ৭৩ লাখ ডলার বা ৯২৭ কোটি টাকার রেমিট্যান্স এসেছে। এর ধারাবাহিকতাকে বেগবান করতে সরকারকে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। রেমিট্যান্সযোদ্ধাদের সম্মানিত করা হলে এবং রেমিট্যান্সের বিপরীতে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হলে এই ধারা আরো বেগবান হবে।

আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সংকট কেটে যাবে। আমরা মনে করি, বৈধ পথে রেমিট্যান্স আসাকে নানাভাবে উৎসাহিত করতে হবে। পাশাপাশি হুন্ডি ব্যবসার দৌরাত্ম্য কমাতে হবে।

টেলিভিশন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গণমাধ্যম

প্রকাশ ঘোষ বিধান

টেলিভিশন একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম। বর্তমান বিশ্বে টেলিভিশন আমাদের জীবন ধারায় ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। যার প্রভাব ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই গণমাধ্যম নিয়ে কৌতূহলের যেমন শেষ নেই, তেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে সংবাদ ও বিনোদনে আস্থা রেখেছে টেলিভিশন। টেলিভিশন প্রতিটি বাড়ির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি সব বয়সীদের জন্য বিনোদনের সমন্বয় বস্তু। শিশুদের কার্টুন থেকে শুরু করে বয়স্কদের জন্য সংবাদ বা সিনেমা সব মিলিয়ে টেলিভিশন একটি পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু। টেলিভিশন যুগ যুগ ধরে একইরকমভাবে গুরুত্বপূর্ণ সবার কাছে। ২১ নভেম্বর বিশ্ব টেলিভিশন দিবস। ১৯২৬ সালের এই দিনে টেলিভিশন উদ্ভাবন করেন জন লোগি বেয়ার্ড। তাঁর এই উদ্ভাবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘ এই দিনটিকে বিশ্ব টেলিভিশন দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। টেলিভিশন উদ্ভাবনের এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সারা দেশে বিশ্ব টেলিভিশন দিবস পালন করা হয়। টেলিভিশন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ টেলি অর্থ দূরত্ব আর লাতিন শব্দ ভিশন অর্থ দেখা। টেলিভিশনে একই সঙ্গে ছবি দেখা ও শব্দ শোনা যায়। টেলিভিশনই প্রথম বিশ্বটাকে মানুষের ঘরের মধ্যে এনেছিল। টেলিভিশন আবিষ্কারের পর রুশ বংশোদ্ভুত প্রকৌশলী আইজাক শোয়েনবারগের কৃতিত্বে ১৯৩৬ সালে প্রথম টিভি সম্প্রচার শুরু করে বিবিসি। আর বাণিজ্যিক ভাবে টেলিভিশন চালু হয় ১৯৪০ সালে। ঘরে বসেই মানুষ তখন সারা বিশ্বের খবরাখবর দেখতে ও শুনতে পায়। উপভোগ করতে পারে বিনোদন। জানতে পারে পৃথিবীর অজানা কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর টেলিভিশনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয়। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই মুদ্রণ মাধ্যমকে ছাপিয়ে জায়গা করে নেয় সম্প্রচার মাধ্যম। বর্তমান বিশ্বে টেলিভিশন সব থেকে শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম হিসেবে বিবেচেত হয়ে আসছে। টেলিভিশনের মূল ধারণা হচ্ছে শব্দ ও ছবিকে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করা। মূলত তিনটি প্রযুক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট হয় টেলিভিশনের আউটপুট। টিভি ক্যামেরা; যার কাজ হচ্ছে শব্দ ও ছবিকে তড়িৎ-চৌম্বকীয় সংকেতে রূপান্তর করা, টিভি ট্রান্সমিটার; যার কাজ হচ্ছে এই সংকেতকে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে প্রেরণ করা এবং টিভি সেট (রিসিভার), যার কাজ হচ্ছে এই সংকেত গ্রহণ করে তাকে আগের ছবি ও শব্দে রূপান্তরিত করা। বাংলাদেশ টেলিভিশন আসে ১৯৬৪ সালে। ঐ বছরের ২৫ ডিসেম্বর সাদা-কালো সম্প্রচার শুরু করে। ১৯৮০ থেকে শুরু হয় রঙিন সম্প্রচার। একুশ শতকে গোটাবিশ্বে টেলিভিশনকেই সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রযুক্তির উৎকর্ষে ও সময়ের দাবিতে বাংলাদেশেও গণমাধ্যমে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে টেলিভিশন। প্রতিদিনের খবরাখবর ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এখন টেলিভিশনের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর বেসরকারি উদ্যোগে টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু হয়েছিল। ঢাকা শহরের ডিআইটি (বর্তমান রাজউক ভবন) থেকে তিনশ ওয়াট ট্রান্সমিটারের সাহায্যে ঢাকা ও এর আশপাশে দশ মাইল এলাকার জন্য প্রতিদিন তিন ঘণ্টার অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠনে, ১৯৭২ সালে টেলিভিশনকে জাতীয়করণ করে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) নামকরণ করা হয়। আগে এটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু সীমিত সম্প্রচার এলাকা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ ডিআইটি থেকে টেলিভিশন কেন্দ্র রামপুরায় স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে ১২টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে পঁচানব্বই ভাগেরও বেশি এলাকা টিভি সম্প্রচারের আওতায় এসেছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হচ্ছে ১৯৮০ সালে রঙিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার চালু। বিটিভির সম্প্রচার পরিধি বাড়াতে অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে সরকারি টেলিভিশন হিসেবে বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড ও সংসদ টিভি চালু রয়েছে। এছাড়া দেশে ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন অনুমোদন পেয়েছে, যার মধ্যে ৩৫টি সম্প্রচারে রয়েছে। পঞ্চাশের দশকে টেলিভিশন গণমাধ্যমের ভূমিকায় উঠে আসে। সাম্প্রতিক সময়ের মোবাইল রেভলিউশন এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্মের দাপটেও টেলিভিশন মাধ্যমের জনপ্রিয়তায় তেমন কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। টেলিভিশন প্রথম থেকেই ছিল সর্বপ্রধান গণমাধ্যম। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যেখানে মোবাইল ব্যবহারকারীদের ৫০ শতাংশেরও বেশি ফিচার ফোন ব্যবহার করেন, স্মার্টফোন নয়, সেখানে টেলিভিশনই বিনোদনের মূল মাধ্যম। বর্তমান সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম একটি বড় জায়গা দখল করলেও টেলিভিশনের গুরুত্ব কমেনি। প্রযুক্তির উৎকর্ষে ও সময়ের দাবিতে বাংলাদেশেও গণমাধ্যমে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে টেলিভিশন। প্রতিদিনের খবরাখবর ও মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এখন টেলিভিশনের গুরুত্ব অপরিসীম। টেলিভিশন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় গণমাধ্যম। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনে টেলিভিশনের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি, জানতে পারি এবং আমাদের বিনোদন যোগাতেও টেলিভিশন অতুলনীয়। এটি বিনোদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

লেখক; সাংবাদিক ও কলামিস্ট

এআই বিপ্লব এবং চ্যালেঞ্জ

খায়রুল ইসলাম

সভ্যতার রূপান্তর ঘটে প্রযুক্তির আবির্ভাবে। আগুনের ব্যবহার সর্ব প্রথম মানব জীবনে বড় ধরণের পরিবর্তন আনে, এর ধারাবহিকতাই চাকার আবিষ্কার ইঞ্জিনের আবিষ্কার বিদ্যুতের ব্যবহার ইত্যাদি মানবজীবনে ব্যাপক রূপান্তর আনতে সক্ষম হয়। এই উদ্ভাবন এতই যুগান্তকারী ও কার্যকর যে সারা বিশ্বে সেটা ছড়িয়ে পড়ে। আমরা এখন প্রযুক্তির নতুন একটি ধারার সম্মুখীন হয়েছি যা হচ্ছে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। মেশিন লার্নিং, প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়া করণের মাধ্যমে শিল্পের বিভিন্ন ধারাকে এটি রুপান্তর করেছে। ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ছে এবং সামাজিক কাঠামোকে পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ করছে। মানুষের কাজের ধরণ, চিন্তাভাবনা, ও জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন এক যুগের দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা মেশিনকে মানুষের মতো চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা তৈরী করে। সহজ ভাষায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটার, রোবট ও বিভিন্ন ইলেট্রনিক্স ডিভাইসকে কিভাবে চিন্তা করতে হয় শেখায়। এআই বিপ্লব বলতে, এই প্রযুক্তি আমাদের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে যে বড় ধরণের পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে সেটাই ইঙ্গিত করে। মানুষের উৎপাদনের পদ্ধতিতে ব্যাপক ভাবে প্রভাব ফেলছে এআই।কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিভিন্ন খাতকে বদলে দিয়ে সম্ভাবনার এক বিরাট দুয়ার আমাদের সামনে উন্মুক্ত করেছে। চিকিৎসা খাতের বিভিন্ন স্তরে এখন এআই ব্যবহার হচ্ছে। রোগ নির্ণয়ের জন্য বেশ কার্যকর এটি। ক্যান্সার সনাক্ত করণে এআই মানুষের চাইতে অধিক নির্ভুল ফলফল দিতে পারে। ক্যান্সার চিকিৎসায় এর ব্যবহার দিনদিন বাড়ছে। তাছাড়া রোগীদের তথ্য বিশ্লেষণে, রিপোর্ট প্রদান করে উপযুক্ত চিকিৎসা পরিকল্পনা তৈরী করতে চিকিৎসকদের সাহায্য করছে। এমনকি বিভিন্ন এআই টুলের মাধ্যমে ঘরে বসে অনেক রোগের নির্ণয় করা সম্ভব। ঔষধ ও ভ্যাকসিন আবিষ্কারে ব্যবহৃত জটিল অ্যালগোরিদম অনেক দ্রুত ও নির্ভুল ভাবে ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানি গুলো এআই দিয়ে সম্পন্ন করছে। ড্রাগ ইন্ড্রাস্টিতে বৈপ্লবিক ও পরিবর্তন আনতে যাচ্ছে এআই। শিক্ষাক্ষেত্রে এআই এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। বিশেষত ঘরে বসে বসেই শিক্ষা অর্জন করা এখন অনেক সহজ হয়েছে। কঠিন ম্যাথম্যাটিক্স থেকে দুর্বোধ্য কোডিং সব কিছুই এখন খুব সহজেই সমাধান করতে পারে এআই। এমনকি এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাই করাও সম্ভব। শিক্ষকগণ এর ব্যবহার করে ক্লাস পরিকল্পনা এবং শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এআই অনেক কার্যকরী। যেমন এআইবট এর সাথে সরাসরি বিদেশি ভাষার আলাপচারীতা করা যায়। এমনকি আলাপের মাঝখানে বিভিন্ন ভুলত্রুটি এআই ধরিয়ে দেয়। ডুয়োলিঙ্গো অ্যাপ্লিকেশন ভাষা শিক্ষার জন্য সারা বিশ্বের শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। গবেষণা খাতেও এআই বিশেষ ভূমিকা রাখছে। শিল্প উৎপাদন ও অর্থনীতিতে এআই এর প্রভাব সবচাইতে বেশি। অটোমেশন এর মাধ্যমে কারখানায় কাজের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। চালক বিহীন গাড়ি তৈরীতে বিশ্বের বিভিন্ন অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে। ইলন মাস্কের টেসলা কোম্পানি টাইপ-৩ অটোনোমাস গাড়ি বিক্রি করছে। টাইপ-৪ প্রযুক্তিতে সফলতা আসলে আমরা বিশ্বে সর্বপ্রথম ড্রাইভার বিহীন গাড়ি দেখতে যাচ্ছি। এআই এর মাধ্যমে ড্রোন প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটছে। ড্রোনে এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে লজিস্টিক খাতে বড় পরিবর্তন এসেছে। বিখ্যাত আমাজন কোম্পানি এআই ড্রোনের মাধ্যমে বাসাবাড়িতে পার্সেল ডেলিভারি করছে। চালক বিহীন বিমান তৈরীর স্বপ্নও মানুষ দেখছে। আইটি খাতে এআই এর প্রভাব সবচাইতে বেশি। কোডিং, ডিজাইনিং, এডিটিং ইত্যাদি কাজে মানুষের সৃজনশীলতাকে বহু গুনে বাড়িয়ে তুলেছে এআই। আর্টিকেল রাইটিং, প্রোফেশনাল ইমেইল রাইটিং এছাড়া গান, কবিতা, গল্পের লেখার মত ক্রিয়েটিভ কাজও এআই করতে সক্ষম। চ্যাটজিপিটি, মিডজার্নির মত অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার গুলো রাতারাতি বিলিয়ন ডলার কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনেও এআই এর ব্যবহার বাড়ছে। ভার্চুয়াল চ্যাটবট এর মাধ্যমে ট্যাক্স, ইনস্যুরেন্স, ট্রেডিং ইত্যাদি বিভিন্ন সেবা কম খরচে ২৪ ঘন্টা "প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

সকল বিপ্লব অনেক সম্ভাবনা নিয়ে আসলেও কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরী করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের কর্মসংস্থান হুমকি হয়ে দাড়াতে পারে। সিনেমা উপন্যাসে আমরা প্রায়শই দেখি কিভাবে প্রযুক্তি মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে অতিক্রম করে মানুষের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই পথেই হাটছে বলে অনেকে অভিমত দিয়েছেন। আমেরিকার একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় ৫২ শতাংশ মানুষ এআইকে উপকারের থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছে। এআই এর অটোমেশনের ফলে লাখ লাখ মানুষ চাকরি হারাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মানুষের জন্য আরেকটি বড় রিস্ক হচ্ছে তথ্যের স্বচ্ছতা ও ত্রুটি যাচাই। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে পক্ষপাত মূলক তথ্য উপস্থাপনা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। এআই এর মাধ্যমে আড়িপাতা ও গোপন তথ্য কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যায়। যেমন চিন ফেসিয়াল রিকগনিশন পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে মানুষে গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়িয়েছে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে পারে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী গুলো। এআই সমর অস্ত্রের আধুনিকীকরণ করে যুদ্ধের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি করতে পারে। সন্ত্রাসী কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এই এআই সহায়ক হিসাবে কাজে লাগাতে পারে সন্ত্রাসীগোষ্ঠী গুলো। মাদক, অস্ত্র, বিস্ফোরকের মত ক্ষতিকর দ্রব্যের ফর্মুলা দিতে সক্ষম এআই। সর্বোপরি মানুষের প্রভাব কমাতে সক্ষম এআইকে মানুষ বেশি ভয় পাচ্ছে। সকল চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও এআই এর প্রয়োগ ও উপযোগিতা বাড়ছে। খুব স্বল্প সময়ে এর জনপ্রিয়তা বলে দিচ্ছে এআই বিপ্লব অনিবার্য। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হয়ে উঠেছে এআই। নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে প্রযুক্তি দুনিয়াতে। তাই এটি মানুষের সমাজ এবং জীবনযাত্রার কাঠামোতে পরিবর্তন করবে। নতুন একটি যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাত ধরে। তাই এর চ্যালেঞ্জ গুলো নিয়ে ও আমাদের ভাবতে হবে। এআই এর সঠিক ব্যাবহার করে ভবিষ্যৎ কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের কর্মসংস্থান হুমকি হয়ে দাড়াতে পারে। সিনেমা উপন্যাসে আমরা প্রায়শই দেখি কিভাবে প্রযুক্তি মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে অতিক্রম করে মানুষের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করে। এক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই পথেই হাটছে বলে অনেকে অভিমত দিয়েছেন। আমেরিকার একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রায় ৫২ শতাংশ মানুষ এআইকে উপকারের থেকে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছে। এআই এর অটোমেশনের ফলে লাখ লাখ মানুষ চাকরি হারাতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মানুষের জন্য আরেকটি বড় রিস্ক হচ্ছে তথ্যের স্বচ্ছতা ও ত্রুটি যাচাই। উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে পক্ষপাত মূলক তথ্য উপস্থাপনা মানুষের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। এআই এর মাধ্যমে আড়িপাতা ও গোপন তথ্য কাজে লাগিয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যায়। যেমন চিন ফেসিয়াল রিকগনিশন পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে মানুষে গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়িয়েছে। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে পারে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী গুলো। এআই সমর অস্ত্রের আধুনিকীকরণ করে যুদ্ধের তীব্রতা আরো বৃদ্ধি করতে পারে। সন্ত্রাসী কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এই এআই সহায়ক হিসাবে কাজে লাগাতে পারে সন্ত্রাসীগোষ্ঠী গুলো

রুদ্ধ হোক নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা

ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

গাজা-লেবাননসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃদ্ধ-নারী-শিশু হত্যা ও তাদের প্রতি সহিংসতা-বর্বরতার ভয়াবহতা বিবেকবান বিশ্ববাসীকে হতবাক করছে। এতে করুণ আর্তনাদে সভ্য মানবগোষ্ঠীর হৃদয়ে সীমাহীন রক্তক্ষরণে গভীর ক্ষত তৈরি হচ্ছে। মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ও গণহত্যার জন্য দায়ী ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে কোথাও কোনো উচ্চবাচ্য নেই। কর্তৃত্ববাদ-আধিপত্যবাদের মোড়কে জঘন্য হত্যাযজ্ঞের দৃশ্যাদৃশ্য প্রতিনিয়ত বেপরোয়ারূপ পরিগ্রহ করছে। সম্প্রতি দেশে ছাত্র-জনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। তিন মাসের অধিককাল পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। বিপুলসংখ্যক ছাত্র-জনতার প্রাণ বিসর্জন ও অগণিত আহতদের আহাজারিতে দেশবাসী এখনো শোকে মুহ্যমান। গণহত্যার দায় চিহ্নিত করে প্রকৃত অপরাধীদের বিচার নিশ্চিতকল্পে গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিশ্বখ্যাত উঁচুমার্গের মানবতাবাদী সাহিত্যিক লিও টলস্টয়ের অমিয় একটি বাণী প্রাসঙ্গিকতায় উপস্থাপন করতে চাই। তিনি বলেছিলেন, 'যদি তুমি নিজের কষ্ট অনুভব কর, তবে তুমি জীবিত। কিন্তু যদি তুমি অন্যের কষ্ট অনুভব কর, তবে তুমি প্রকৃত মানুষ।' মূলত মনুষ্যত্বের পরিচয় বহনকারী যেকোনো ব্যক্তির কাছে পীড়াদায়ক এসব অপরাধের বিচার প্রত্যাশিত। অবশ্যই আইনের শাসনের গতিধারার সাবলীল প্রবহমানতায় উল্লেখ্য বিচারব্যবস্থা সর্বত্রই সমাদৃত হবে।

কিছুকাল ধরে বাংলাদেশে অপরাধ কর্মের চিত্রপট বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারী ও শিশুর প্রতি নৃশংসতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। মানুষরূপী দানবদের হিংস্র অভিপ্রায়ে পরিচালিত অপরাধসমূহের ব্যাপকতা যেকোনো সুস্থ মানুষের বিবেককে তাড়িত করবেই। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের রাষ্ট্র মেরামতের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের সংস্কার অধিকমাত্রায় প্রাধান্য পেয়েছে। ইতোমধ্যেই অধিকাংশ অপরাধের চিত্র প্রকাশিত না হলেও গণমাধ্যমে প্রচারিত সংবাদসমূহে এসবের দৃশ্যমানতা জনজীবনকে ব্যাপক আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলছে। আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে নানামুখী অপরাধ ঘটানোর পেছনে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চক্রান্তও নেহায়েত কম নয়। জনশ্রুতিমতে, দেশে অরাজকতা-অস্থিরতা তৈরিতে এসব ঘটনার আড়ালে গভীর ষড়যন্ত্র বিদ্যমান। অপরাধীদের বিভিন্ন অপতৎপরতা অপরিমেয় পর্যায়ে পর্যবসিত। অচিরেই কঠিন-কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

বিভিন্ন পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় এটি সুস্পষ্ট যে, মাত্রিকতা-ধরন ও নিষ্ঠুরতা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। নৈমিত্তিক জীবনযাপনে ঘটনাসমূহের প্রভাবে সমগ্র নাগরিকবৃন্দের স্বাভাবিক বোধগম্যতা চরমভাবে আক্রান্ত। সচেতন মহল সম্যক অবগত আছেন সমগ্র বিশ্বজুড়েই শিশুরা যৌন হয়রানি-সহিংস আক্রমণ-শারীরিক শাস্তি-মানসিক নির্যাতন ও অবহেলাসহ নানা ধরনের নির্মমতার শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশেও শিশুরা অনেকাংশে প্রতিনিয়ত এমন কদর্য পরিস্থিতির সম্মুখীন। সাম্প্রতিককালে গণমাধ্যমে নারী ও নিষ্পাপ শিশুদের প্রতি পৈশাচিকতার ঘটনা বৃদ্ধির প্রবণতা প্রকাশ পাচ্ছে। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের এ সময় পর্যন্ত আলোচিত ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার মাত্রা সহজেই অনুধাবন করা যাবে। ১৭ অক্টোবর ২০২৪ কুমিল্লা সদরের জাঙ্গালিয়া এলাকায় ৯ বছরের এক মেয়েকে গৃহকর্ত্রী কর্তৃক নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়। নির্যাতনের পর তাকে বাথরুমে আটকে রেখে বাসার দরজায় তালা দিয়ে বন্দি অবস্থায় রেখে চলে যায় বাসার লোকজন। তার চোখে-মুখে ও শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে অমানবিক নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। সিলেটের কানাইঘাটের ৫ বছরের ফুটফুটে শিশু মুনতাহা চলতি মাসের ৩ তারিখ নিখোঁজ হওয়ার পর ১০ নভেম্বর তার লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের দাবি, তাকে হত্যা করে গলায় দড়ি বেঁধে বাড়ির পাশে পুকুরে ফেলে দিয়েছিল তারই প্রতিবেশী এক মহিলা। ১২ নভেম্বর ঢাকার সাভারে মাথা ও কনুই থেকে দুই হাত কাটা অবস্থায় এক মহিলার মরদেহ পাওয়া যায়। ঘটনাস্থলের অদূরেই পলিথিন মোড়ানো অবস্থায় পড়েছিল কাটা মাথা ও দুই হাত। আইন ও শালিস কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪৫৪ জন শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৭ জনের বয়স ০ থেকে ৬ বছর এবং ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সী ২৬৭ জন। তাছাড়া একই সময়ে সহিংসতার শিকার হয়েছে আরও ৫২১ শিশু। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের তথ্য আরও ভয়াবহ। সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের তুলনায় অক্টোবর মাসে শিশুধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৯১ শতাংশ। নারীধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৬ দশমিক ৬৭ শতাংশ। শিশুধর্ষণের মোট ঘটনার প্রায় ৭৪ শতাংশ ঘটেছে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে। এক বছরের শিশু থেকে ৬৫ বছরের নারীও হচ্ছে ধর্ষিত। এগুলো প্রতিবেদনে প্রকাশিত সংখ্যা। এর বাইরে রয়েছে আরও অসংখ্য। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে শিশু ও নারী নির্যাতনের ঘটনা কম উঠে আসছে গণমাধ্যমে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুসারে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারাদেশের থানা ও আদালতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর বিভিন্ন ধারায় মোট ১২ হাজার ৭৬৯টি মামলার অর্ধেকই ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে করা হয়েছে। এ সংখ্যা ৬ হাজার ২০২। এসব মামলার মধ্যে ধর্ষণের অভিযোগে ৪ হাজার ৩৩২টি ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে ১ হাজার ৮৭০টি মামলা হয়। আরও আছে যৌতুকের কারণে নির্যাতন মামলা ৩ হাজার ২০৮টি, দাহ্য পদার্থ নিক্ষেপের মামলা ৪৭, অপহরণের ঘটনায় ৩ হাজার ২৮৭ এবং শিশুকে পণবন্দি করে রাখার অভিযোগে ২৫টি মামলা। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ্য, ওই সময়ে যৌতুকের কারণে ১৩৬ নারী এবং ধর্ষণের পর ১২ নারী ও ১১ শিশুকে হত্যা করা হয়।

অক্টোবর মাসে প্রকাশিত জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের ২০১০ সালে থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ১২০টি দেশের তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে প্রণীত গবেষণা মতে, সারা পৃথিবীতে প্রতি ৮ জনে ১ জন জীবিত কন্যাশিশু ও নারী ১৮ বছর বয়সের আগে ধর্ষণ অথবা অন্য যেকোনো ধরনের যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। বিশ্বব্যাপী এই সংখ্যা প্রায় ৩৭ কোটি। যৌন সহিংসতার বিষয়টি ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সীমানা পেরিয়ে গেছে। যদি মৌখিক ও অনলাইন নিপীড়নের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়, তাহলে ভুক্তভোগীর সংখ্যা বর্তমানে ৬৫ কোটি বা প্রতি পাঁচজনে একজন। এ পরিস্থিতি পুরো বিশ্বজুড়ে বিরাজমান। এর মধ্যে সাব-সাহারান আফ্রিকায় সবচেয়ে বেশি মেয়ে শিশু আক্রান্ত হয়েছে। সাব-সাহারা অঞ্চলে এই সংখ্যা ৭ কোটি ৯০ লাখ। এছাড়া পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাড়ে ৭ কোটি এবং ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ৬ কোটি ৮০ লাখ। গবেষণায় আরও প্রতিফলিত হয়েছে, যেসব এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভঙ্গুর, সেখানে যৌন সহিংসতা বিশেষভাবে বেশি। এমনকি ছেলেশিশুরাও এই সহিংসতা থেকে রেহাই পায়নি। এগারোজনের মধ্যে একজন ছেলে শিশু ও পুরুষ তাদের শৈশবকালে ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যার সংখ্যা ২৪ কোটি থেকে ৩১ কোটির মধ্যে। অনলাইন ও মৌখিক যৌন সহিংসতাকে বিবেচনায় নেওয়া হলে ভুক্তভোগী ছেলে শিশুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১ কোটি থেকে ৫৩ কোটির মধ্যে।

বিজ্ঞজনের মতে, ব্যাপক জৈবিক-সাংস্কৃতিক-শ্রেণিগত ও নগর-গ্রাম কেন্দ্রিক বিরাজিত আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের অসম কারণে উন্নত দেশগুলোতে ধর্ষণের হার বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই সহিংসতার মূলে পুরুষদের জৈবিক তাড়নার চেয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসংগতি প্রণিধানযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে নানামুখী সামাজিক কলঙ্ক মোচনের দায়মুক্তি হিসেবে ধর্ষণের ঘটনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায় না বা করা হয় না। মূলত, সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিম্ন আয়ের পেশাজীবী নারী-পোশাক শিল্পকর্মী-দরিদ্র স্বল্প শিক্ষিত ছাত্রী-গৃহবধূ-পার্বত্য অঞ্চলের নারী সবচেয়ে বেশি এ ধরনের পাশবিকতার কেন্দ্রবিন্দু। এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন থাকলেও তা নিরোধ করা যাচ্ছে না। সর্বোপরি সাক্ষীর অভাব, ভিকটিমের পরিবারের দরিদ্রতা, ভয়-ভীতি, অপরাধীর রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা, ধর্মীয় পরিচয় এবং মামলার দীর্ঘসূত্রতার কারণে এক সময়ে ওই অপরাধের মামলাগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলে, বিচার ও শাস্তি ছাড়াই অনেক আসামি পার পেয়ে যায়। ফ্যামিলি ট্যুর প্যাকেজ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নারী ও শিশু নির্যাতন রোধে সারাদেশে প্রশাসন-পুলিশ-আইনজীবী-কাউন্সিলর ও তরুণ সমাজের সমন্বয়ে 'র‍্যাপিড রেসপন্স টিম' (দ্রুত সাড়াদানকারী দল) গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানান, 'যে কোনো মূল্যে নির্যাতন কমিয়ে আনা এ সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।' আইন প্রয়োগের যথার্থ কার্যকারিতা-শিথিলতা আদালত থেকে অপরাধীদের অতিসহজে মুক্ত হয়ে আসার পথ উন্মুক্ত করে। নানামুখী অশুভ কূটচাল দ্রুততর সময়ের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক ধারণা ও বোধোদয় প্রোথিত করা না হলে এর ব্যাপকতা সমাজকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেবে।

সড়ক দুর্ঘটনা ॥ আইনি যত জটিলতা

মিলু শামস

ভারতের কেরালা রাজ্যের ষষ্ঠ বৃহত্তম শহর আলেপ্পি। লেক, ক্যানেল, ঝর্ণা, লেগুন আর সমুদ্র সৈকতে সাজানো ছবির মতো সুন্দর এ শহরের টান উপেক্ষা করা কঠিন। রাজধানী ত্রিবান্দ্রাম থেকে একশ' পঞ্চান্ন কিলোমিটার উত্তরের এ শহরকে লর্ড কার্জন আখ্যায়িত করেছিলেন 'প্রাচ্যের ভেনিস' নামে। দুই হাজার বারোর জানুয়ারির কোনো এক বিকেলে আরব সাগরের আলেপ্পুজা বিচে এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বিচের রাস্তায় ট্যাক্সি থামতেই কোত্থেকে দুই পুলিশ হাজির। আচমকা থমকে যাই। আমাদের কি কোনো অপরাধ হয়েছে? না। বিনীতভাবে আমাদের নেমে যেতে বলে চালকের দু'পাশে দুজন দাঁড়ালে বুঝতে পারি গোলমাল কোথায়। পুলিশ আর চালকের কথায় বোঝা যায়, চালক মদ খেয়ে ট্যাক্সি চালাচ্ছিল, তাই তার জরিমানা হচ্ছে। লাইসেন্স জব্দ করেছে। এর বর্ধিত সংস্করণ হয়েছিল আলেপ্পি থেকে ত্রিবান্দ্রাম ফেরার পথে। এবারের ট্যাক্সি চালক পড়েছিল হাইওয়ে পুলিশের খপ্পরে। গতিসীমা সর্বোচ্চ সাতষট্টি কিলোমিটার পেরোতেই বাধে বিপত্তি। আমরা জানতাম না কিন্তু চালক জেনেও আইন অমান্য করার শাস্তি পেল হাতেনাতে নগদ চারশ' টাকা জরিমানা দিয়ে। মুখ কালো করে এসে স্টিয়ারিং ধরল। মাঝখান থেকে প্রায় তিরিশ মিনিট সময় নষ্ট। এ সময়ে ড্রাইভারের গতিসীমা মেনে না চলার কারণ অনুসন্ধান চলছিল। প্রথমেই দেখছিল মদ খেয়েছে কিনা। তারপর কাগজপত্র পরীক্ষা। শেষে গাড়ির নম্বর ও মডেলের ছবিসহ কেন জরিমানা করা হলো, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনার রঙিন কম্পিউটার প্রিন্ট ধরিয়ে দিল ঘটনাস্থলেই। সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রাস্তায় নেমেছে পুলিশ। স্পিডোমিটার, ক্যামেরা, কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, মদ খাওয়া পরীক্ষা করার যন্ত্র ইত্যাদিতে সজ্জিত তাদের গাড়ি। সাতষট্টির জায়গায় পঁচাত্তরে চালাচ্ছিল, তারই শাস্তি পেতে হলো চালককে। আলেপ্পি থেকে রাজধানী ত্রিবান্দ্রাম যাওয়ার দীর্ঘ ফাঁকা রাস্তায় পুলিশের হঠাৎ গাড়ি থামানোয় খানিক অবাক হয়ে খেয়াল করি পুলিশের গাড়ির স্পিডোমিটার এবং ক্যামেরা সব গাড়ির দিকে নজর রাখছে। আমাদের বাংলাদেশের চালকদের এমন ফাঁকা রাস্তায় ছাড়লে কেমন হতো? উল্টাপাল্টা চালিয়ে দুয়েকবার আইনের ঘা খেয়ে ওরাও ঠিক হতো নিশ্চয়ই। আইনের কঠোর প্রয়োগ সব ধরনের অনিয়ম রুখতে পারে। এ জন্য আইনের শাসন নিশ্চিত হওয়া জরুরি।

বেশিরভাগ দুর্ঘটনা চালকের অদক্ষতার জন্যই হয়। কিন্তু অদক্ষ চালক স্টিয়ারিং ধরছে কেন? তাদের পেশাগত সঠিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা যাচ্ছে না কেন? বছর কয়েক আগের এক জরিপে জানা যায়, বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) বৈধ ছাড়পত্র নিয়ে সারাদেশে গাড়ি চালাচ্ছে নয় লাখ ষাট হাজার চালক। আর বৈধ ছাড়পত্রে গাড়ি চলছে চৌদ্দ লাখের বেশি। সরকারি হিসাবে অবৈধ চালক পাঁচ লাখের কাছাকাছি। বেসরকারি হিসাবে সংখ্যা আরও বেশি হবে নিঃসন্দেহে। বৈধ ছাড়পত্রহীন এসব চালকের একমাত্র ভরসা 'ওস্তাদ'-এর কাছে শেখা বিদ্যা। আর এদের হাতে জীবন সঁপে আমরা রাস্তায় চলছি। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘটছে ভয়াবহ সব দুর্ঘটনা। দু'হাজার এগারোয় মীরসরাই ট্র্যাজেডি সড়ক পরিবহনের দুরবস্থা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল। চুয়াল্লিশ স্কুলছাত্রের মৃত্যুতে আলোড়িত হয়েছিল দেশ। মীরসরাই ট্র্যাজেডির খলনায়ক ট্রাকচালক মফিজ গ্রেপ্তার হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু শাস্তি নিশ্চিত হয়েছিল কি না তা জানা যায়নি। যদি হয়েও থাকে তাহলে বেঘোরে এত প্রাণ নষ্ট করার জন্য তার শাস্তি হয়েছে বড়জোর সর্বোচ্চ তিন বছরের জেল ও দশ হাজার টাকা জরিমানা। বেশিরভাগ দুর্ঘটনায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চালক জামিন পায়। সড়ক দুর্ঘটনাসংক্রান্ত আইনেই এ সুযোগ রয়েছে। এ আইন পাস হয়েছিল ১৮৬০ সালে। এতে সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল সাত বছরের কারাদ-। ১৯৮৫ সালে এক অধ্যাদেশে তা প্রথমে পাঁচ এবং পরে তিন বছর করা হয়। একজন মারা গেলে চালকের যে শাস্তি একশ' জন মারা গেলেও তাই। এরশাদ সরকারের সময় সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদ- ও জামিন অযোগ্য ধারা যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু চালকদের আন্দোলনের মুখে কয়েক মাসের মধ্যে শাস্তির ধারা বাতিল করে পুরনো ধারায় ফিরে যায়। একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে এরপর সাজার মেয়াদ আরও কমানো হয়। সে সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলে ড্রাইভিং শিখতে গিয়ে ছড়াকার বাপ্পী শাহরিয়ারকে আহত করে, পরে তিনি মারা যান, ছেলেকে বাঁচাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভাব খাটান। এরই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি এক অধ্যাদেশ জারি করেন। তাতে সাজার মেয়াদ সাত বছর থেকে নামিয়ে পাঁচ বছর করা হয়। সড়ক দুর্ঘটনারোধে যে আইন রয়েছে তাকে চালকরা পাত্তা দেয় না। তারা জানে, দুর্ঘটনা করলেও তাদের বেশি শাস্তি হবে না। ১৯৯২ সালে সাবেক এক মন্ত্রীর ছেলে রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনা ঘটায়। নিজের ছেলেকে বাঁচাতে ওই মন্ত্রী সড়ক দুর্ঘটনায় চালকদের শাস্তি কমানোর বিল উত্থাপন করেন এবং সংসদে বিল পাস হয়। দু'শ' ঊনআশি ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি তিন বছর করা হয়। ব্রিটিশ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল দশ বছর সশ্রম কারাদ- ও জামিন অযোগ্য অপরাধ। এরশাদ সরকার এ শাস্তি বাড়িয়ে চৌদ্দ বছর করে। তখন পরিবহন শ্রমিকরা আন্দোলন করে শাস্তি পাঁচ বছরে নামায়। মন্ত্রীর ছেলের ঘটনা এর পরের। আগের আইনটি কেন ফিরিয়ে আনা হবে না– তা জানতে চেয়ে উচ্চ আদালত থেকে একটি রুলও জারি হয়েছিল।

কিন্তু শুধু আইন করেই কি দুর্ঘটনা বন্ধ করা যাবে? ব্রিটিশ আমলের আইনে গাড়ি চালানো অবস্থায় ইয়ার ফোন চালানো নিষেধ ছিল। সমসাময়িক বাস্তবতা বিবেচনা করে ১৯৯৭ সালে বিআরটিএ আইনের ধারা সংশোধন করে ইয়ার ফোনের সঙ্গে মোবাইল ফোন ব্যবহারও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। অমান্য করার শাস্তি এক মাসের কারাদ- অথবা পাঁচশ' টাকা জরিমানা অথবা দুই-ই।

কিন্তু কে শুনছে কার কথা? গাড়ি চালাতে চালাতে সেলফোনে কথা বলা এখন পরিচিত দৃশ্য। মীরসরাইয়ের দুর্ঘটনা হয়েছিল ফোনে কথা বলতে বলতেই। দৈনিক জনকণ্ঠের মানবসম্পদ বিভাগের সোহেলী আক্তার শম্পা ও তার স্বামীকে চাপা দেওয়া বাসের চালকও সেলফোনে কথা বলতে বলতে দুর্ঘটনা ঘটায়। এসব দুর্ঘটনায় শুধু পরিবার নয়, চূড়ান্ত অর্থে ক্ষতি দেশেরই।

গত দশ-বারো বছরে যানবাহন বেড়েছে চার গুণেরও বেশি। ১৯৯৫ সালে দেশে যানবাহন ছিল তিন লাখ পঁয়ষট্টি হাজার। ২০০৯ সালে তা বারো লাখ সত্তর হাজার ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে শতকরা আশি ভাগ গাড়ির ফিটনেস নেই। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিবছর আর্থিক ক্ষতি হয় বছরে সাত হাজার কোটি টাকার বেশি। সড়ক দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। ২০০৬ সালে পরিচালিত এদের আরেকটি প্রতিবেদনে ক্ষতির পরিমাণ পাওয়া গিয়েছিল একশ' ছিয়াত্তর কোটি টাকার।

বেশিরভাগ দুর্ঘটনার মামলা হলেও ঠিকমতো তদন্ত হয় না। দুর্ঘটনার পর চালককে শনাক্ত করতে পারে না পুলিশ। করলেও অনেক সময়ই নেপথ্য কারণে ঘটনা চেপে যান তদন্ত কর্মকর্তারা।

ঝামেলা এড়াতে সাধারণত নিহতের পরিবার পুলিশের কাছে যায় না। মামলা করলেও তার খোঁজ রাখে না। তদন্তকারী কর্মকর্তারাও ছয় মাস-এক বছর ফাইলবন্দি রেখে মামলা তামাদি করে দেয়। কখনো কখনো অজ্ঞাত আসামি ও চালককে দায়ী করে এবং চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রও দেয়। কিন্তু তাতেও নানা রকম অসঙ্গতি ও দুর্বলতা থাকে। ফলে, বিচারিক আদালতে আসামি সহজে পার পায়। সড়ক দুর্ঘটনা আইনেই গলদ থাকায় চালক বা আসামির তেমন কিছু হয় না।

দুর্ঘটনাসংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এআরআই) সড়ক দুর্ঘটনার ওপর গবেষণা চালায়। তাতে দেখা গেছে, প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রায় বারো হাজার মানুষ মারা যায়। দুই-তৃতীয়াংশ দুর্ঘটনা হয় বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে। নিহতদের শতকরা আশি ভাগের বয়স পাঁচ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে। তিপ্পান্ন ভাগ পথচারী, যাদের মধ্যে শতকরা একুশ ভাগের বয়স ষোলো বছরের নিচে। শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মারা যায় দুর্ঘটনার পনেরো মিনিটের মধ্যে। মস্তিষ্ক বা হৃদযন্ত্রে বড় ধরনের আঘাত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে এসব মৃত্যুর মূল কারণ। পঁয়ত্রিশ ভাগ মারা যায় এক থেকে দু'ঘণ্টার মধ্যে। সাধারণত মাথা ও বুকে আঘাতে এ মৃত্যু হয়। বাকি পনেরো ভাগ মারা যায় দুর্ঘটনার এক মাসের মধ্যে। বিশেষ কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হওয়ায় এরা মারা যায়। এআরআইয়ের তথ্যমতে, সারাবিশ্বে প্রতিবছর প্রায় বারো লাখের মতো সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে। এর শতকরা নব্বই ভাগই হয় বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে। মোট দুর্ঘটনার অর্ধেকের শিকার এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলো। দুর্ঘটনার শিকার মানুষের চিকিৎসার জন্য এসব দেশে জাতীয় প্রবৃদ্ধির শতকরা এক থেকে পাঁচ ভাগ খরচ করতে হয়। সরকারিভাবে বছরে প্রায় চার হাজার দুর্ঘটনার পরিসংখ্যান থাকলেও আসল সংখ্যা তার চেয়ে চার-পাঁচ গুণ বেশি। দুর্ঘটনার জন্য বছরে প্রায় সাত হাজার কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি গুনতে হয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রশিক্ষিত চালকের অভাব, পথচারীর অসতর্কতা, ফিটনেস ঠিক না থাকা, অতিরিক্ত গতি, সড়ক নির্মাণে ত্রুটি, অতিরিক্ত গাড়ি, ত্রুটিপূর্ণ সেতু এবং অতিরিক্ত পণ্য পরিবহনের কারণেই দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির সংখ্যা বাড়ছে। এ ছাড়া জাতীয় স্থল পরিবহন ও মহাসড়ক বিধিমালা ২০০১সহ বিভিন্ন নীতিমালার বাস্তবায়ন না হওয়া, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের অকার্যকর অবস্থা, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ও সামাজিক আন্দোলন জোরদার না হওয়ায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে না।

মধ্য গাজায় ইসরায়েলের বিমান হামলা, নিহত ১৭

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১৭ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। চিকিৎসকরা বলেছেন, গতকাল বৃহস্পতিবার ইসরায়েলি বাহিনী কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বোমাবর্ষণ বাড়িয়েছে এবং উত্তর ও দক্ষিণে ট্যাংকগুলো আরও গভীরে প্রবেশ করেছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। উত্তর গাজা উপত্যকায় বেইত লাহিয়ায় কামাল আদওয়ানের একটি বাড়িতে ও হাসপাতালের কাছে দুটি পৃথক বিমান হামলায় ছয়জন এবং দক্ষিণে খান ইউনিসে একটি মোটরসাইকেল বোমা হামলায় আরও চারজন নিহত হয়েছেন। গাজা উপত্যকার আটটি ঐতিহাসিক শরণার্থী শিবিরের একটি নুসেইরাতের একটি বহুতল ভবন ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরায়েলি বিমানগুলো। মসজিদের বাইরের রাস্তাগুলোতেও বেশ কয়েকটি বিমান হামলা চালিয়েছে সেনারা। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ওই সব হামলায় অন্তত সাতজন নিহত হয়েছেন। চিকিৎসকরা বলেছেন, নুসিরাতের পশ্চিমাঞ্চলে ট্যাংকের গোলাগুলিতে অন্তত দুইজন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন নারী ও অপরজন শিশু। এছাড়া, কাছাকাছি একটি বাড়িতে বিমান হামলায় আরও পাঁচজন নিহত হয়েছেন। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, মিসরের সীমান্তবর্তী রাফাহ শহরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আরও গভীরে প্রবেশ করেছে ট্যাংকগুলো। রাতভর গাজায় ও গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে লড়াইয়ের বিষয়ে ইসরায়েলের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে নির্মূল করার লক্ষে গাজায় ১৩ মাস ধরে অভিযান চালাচ্ছে ইসরায়েল। এখন পর্যন্ত হামলায় প্রায় ৪৪ হাজার ২০০ মানুষ নিহত হয়েছেন। গাজার কর্মকর্তাদের মতে, অন্তত একবার করে হলেও গাজার প্রায় সব বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর দক্ষিণ ইসরায়েলে হামাসের নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র যোদ্ধাদের হামলার প্রতিক্রিয়ায় এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। ইসরায়েলের তথ্যমতে, হামাসের হামলায় দেশটির ১ হাজার ২০০ মানুষ নিহত হন এবং আরও প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যান যোদ্ধারা। যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনার জন্য কয়েক মাস প্রচেষ্টায় সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে। তবে এই আলোচনা এখনও আটকে আছে।

ইসরায়েলি বোমাবর্ষণে একই পরিবারের ৯ ফিলিস্তিনি নিহত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গাজা উপত্যকাজুড়ে আবাসিক ভবন, সরকারি সুবিধা এবং অবকাঠামোতে হামলা চালিয়েছে। ওই হামলায় নুসিরাত শরণার্থী শিবিরে একই পরিবারের অন্তত ৯ জন সদস্য নিহত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, হামলার সময় বাড়ির ভেতরে প্রচুর বেসামরিক লোক ছিল। আলজাজিরার প্রতিবেদক মাহামুদ জানান, আবাসিক ভবনগুলো ধ্বংস করার জন্যই এই আক্রমণগুলো পরিচালনা করা হয় ... ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি, ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা এসব ভবন পর্যবেক্ষণকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করছে। উত্তর গাজায়ও ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান হামলা চালিয়েছে। বেইত লাহিয়া শহরের অবশিষ্ট আবাসিক ভবন লক্ষ্য করে এসব হামলা করা হয়। এ ঘটনায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছে বলে মাহমুদ জানিয়েছেন। এদিকে ওয়াফা নিউজ এজেন্সি অনুসারে, একটি শিবিরের কাছে ইসরায়েলি ড্রোন হামলায় চারজন ফিলিস্তিনি গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে নিহত হয়েছেন। সাম্প্রতিক হামলার বিষয়ে ইসরায়েলের সেনাবাহিনী কোনো মন্তব্য করেনি। জাতিসংঘ এই মাসের শুরুতে বলেছে, গাজায় নিহতদের ৭০ শতাংশেরও বেশি নারী ও শিশু। এদিকে ইউএন এজেন্সি ফর ফিলিস্তিনি শরণার্থী (ইউএনআরডাব্লিউএ) সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফরম এক্সে বলেছে, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ অক্টোবরের শুরু থেকে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে উত্তর গাজায় সহায়তা দেওয়ার জন্য জাতিসংঘের ৯১টি ত্রাণ সহায়তার মধ্যে মধ্যে ৮২টিকে প্রবেশ করতে দেয়নি। ৫০ দিনেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েলি সামরিক অবরোধ এবং ক্রমাগত বোমাবর্ষণের শিকার অঞ্চলটির উত্তরে মানবিক সরবরাহ প্রবেশের ক্ষেত্রে ইসরায়েল আরো ৯টি ত্রাণ সরবরাহে বাধা দিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ইউএনআরডাব্লিউএ জানিয়েছে, 'সেখানে থাকার আনুমানিক ৬৫ হাজার থেকে ৭৫ হাজার মানুষের বেঁচে থাকার আশা কমে যাচ্ছে।' ২০২৩ সাল থেকে কমপক্ষে ৪৪ হাজার ২৮২ ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৪ হাজার ৮৮০ জন আহত হয়েছে। গাজায় এখন পর্যন্ত একটি যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানোর কোনো চুক্তির অগ্রগতি হয়নি।

ইউক্রেনের বিদ্যুৎ খাতে রাশিয়ার ভয়াবহ হামলা, অন্ধকারে ১০ লাখ মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের বিদ্যুৎ অবকাঠামোতে রাশিয়ার ব্যাপক হামলার ফলে বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন ১০ লাখেরও বেশি মানুষ। দেশটির জ্বালানিমন্ত্রী জার্মান গালুশচেঙ্কো গতকাল বৃহস্পতিবার ফেসবুকের এক পোস্টে জানান, ইউক্রেনজুড়ে জ্বালানি স্থাপনাগুলোর ওপর হামলা চলছে। এ কারণে জাতীয় পাওয়ার গ্রিডের পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ওডেসা, ক্রোপিভনিজকি, খারকিভ, রিভনে এবং লুটস্ক শহরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। কিয়েভের মেয়র ভিতালি ক্লিৎসকো টেলিগ্রামে বলেছেন, ইউক্রেনীয় রাজধানীতে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় রয়েছে। সবাই আশ্রয়ে অবস্থান করুন। সুমি অঞ্চলের শোস্তকা এলাকার অবকাঠামোতেও রুশ ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। এ ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন চলছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় সামরিক প্রশাসন। খারকিভ অঞ্চলে তিনটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন আঞ্চলিক সামরিক প্রশাসনের প্রধান ওলেগ সিনেগুবভ। তবে এখন পর্যন্ত কোনো প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন তিনি। ইউক্রেনের জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিড পরিচালনাকারী সংস্থা উকরেনেরগো জানিয়েছে, কিয়েভ, ওডেসা, দনিপ্রো এবং দোনেৎস্ক অঞ্চলে বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। এর অনেক জায়গার তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও নিচে নেমে গেছে। রুশ হামলার পর ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় লভিভ এলাকায় পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছে। রিভনে অঞ্চলে ২ লাখ ৮০ হাজার এবং ভলিন অঞ্চলে আরও ২ লক্ষ ১৫ হাজার মানুষ বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। ইউক্রেনের জ্বালানি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এটি চলতি বছরে রাশিয়ার একাদশ বড় ধরনের হামলা। মন্ত্রণালয় বলছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ পুনঃস্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে, তবে এটি নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করছে। জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রোজমেরি ডিকারলো সম্প্রতি সতর্ক করেছেন, রাশিয়ার এমন আক্রমণের ফলে ইউক্রেনের জন্য এবারের শীতকাল যুদ্ধ শুরুর পর থেকে সবচেয়ে কঠিন হতে পারে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ণমাত্রার আক্রমণ শুরুর পর থেকেই রাশিয়া ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে আসছে। এর ফলে দেশটিতে বারবার বিদ্যুৎ বন্ধ এবং লোডশেডিং পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছে। সূত্র: আল-জাজিরা

উগান্ডায় ভূমিধসে ৩০ জনের মৃত্যু

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : উগান্ডার পূর্বাঞ্চলে ভূমিধসের ঘটনায় কমপক্ষে ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার স্থানীয় এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পূর্বদিকের একটি গ্রামে ভূমিধস আঘাত হেনেছে। তবে প্রাকৃতিক এই বিপর্যয়ে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। খবর এএফপির। বুলামবুলি জেলার কমিশনার ফাহিরা মালানি বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, মুসুগু গ্রামে ভূমিধসের ঘটনায় আমরা ৩০ জনকে হারিয়েছি। তিনি জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত এক শিশুসহ ছয়জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ভূমিধসের কারণে অনেকেই নিখোঁজ রয়েছেন এবং বেশ কয়েকজন হয়তো ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে থাকতে পারেন। উগান্ডার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, প্রায় ২০টির মতো বাড়ি-ঘর ভেসে গেছে। সামাজিক মাধ্যমে এক বিবৃতিতে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত বুধবার দেশের বিভিন্ন স্থানে ভারী বৃষ্টির কারণে বেশ কিছু এলাকায় দুর্যোগ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় দ্বিতীয় দিনের মতো ভারী তুষারপাত, নিহত ৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ কোরিয়া দ্বিতীয় দিনের মতো ভারী তুষারপাত হয়েছে। এতে গতকাল বৃহস্পতিবার দেশটিতে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাতিল করা হয়েছে কয়েক ডজন ফ্লাইট। ফেরি কার্যক্রমও স্থগিত। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এই খবর জানিয়েছে। ইয়োনহাপ নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, ১৯০৭ সাল থেকে তুষারপাতের রেকর্ড শুরু হওয়ার পর থেকে রাজধানী সিউলে এটি তৃতীয় ভারী তুষারপাতের ঘটনা। শেহরটিতে গতকালের তুষারপাত শত বছরের রেকর্ড ভেঙেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল টায় সিউলের কিছু অংশে ৪০ সেন্টিমিটারেরও (১৬ ইঞ্চি) বেশি তুষার পড়েছে। ফলে ১৪০টিরও বেশি ফ্লাইট বাতিল করতে বাধ্য করেছে কর্তৃপক্ষ। তবে আবহাওয়া কর্মকর্তারা, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার মধ্যে রাজধানীর মেট্রোপলিটন এলাকায় ভারী তুষারপারে সতর্কতা তুলে নিয়েছে। গত বুধবার সন্ধ্যায় তুষারপাতজনিত দুর্ঘটনায় গল্ফ রেঞ্জে একজনের মৃত্যু ও দুজন আহত হয়েছে। এদিন গাড়ি পার্কিংয়ের সময় তুষার ধসে আরও একজনের মৃত্যু হয়। রাজধানীর পূর্বদিকের মহাসড়কে ট্রাফিক দুর্ঘটনায় অন্তত আরও দুজন নিহত হয়েছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, গত বুধবার সন্ধ্যায় গ্যাংওয়ান প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর ওনজুতে একটি মহাসড়কে ৫৩টি গাড়ির সংঘর্ষে ১১ জন আহত হয়েছেন। ভারী তুষারপাতের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সিউলের প্রধান বিমানবন্দর ইনচিওন। যাত্রীদের ফ্লাইট গড়ে দুই ঘণ্টা বিলম্ব করে। প্লেন ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটরাডার ২৪ এর তথ্যানুসারে, এ সময় বিমানবন্দরটির ১৪ শতাংশ ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছিল। আরও ১৫ শতাংশ ফ্লাইট গতকাল বৃহস্পতিবার বাতিল হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রায় ১৪২টি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে এবং গতকাল বৃহস্পতিবারের মধ্যে ৭৬টি রুটে ৯৯টি ফেরির কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।

শ্রীলঙ্কায় ৬ শিশুসহ ১২ জনের প্রাণহানির পর ভারতের পথে ঘূর্ণিঝড়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শ্রীলঙ্কায় উদ্ধারকর্মীরা গতকাল বৃহস্পতিবার ছয় শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছেন। এতে প্রবল বর্ষণের কারণে দেশটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ জনে। অন্যদিকে শক্তিশালী, কিন্তু ধীরগতির ঘূর্ণিঝড়টি ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কলম্বোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (ডিএমসি) জানিয়েছে, প্রবল বর্ষণের কারণে তিন লাখ ৩৫ হাজারের বেশি মানুষ তাদের বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। প্রায় ১০০টি বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং আরো এক হাজার ৭০০ বাড়ি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৃষ্টিপাত ও ভূমিধসের কারণে। ত্রাণ কার্যক্রমে সহায়তার জন্য দুই লাখ ৭০০-এরও বেশি সামরিক সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে বলে সরকার জানিয়েছে। ডিএমসি আরো জানিয়েছে, পূর্বাঞ্চলীয় আমারা জেলায় একটি ট্রাক্টর ও ট্রেলারে ছয় শিশুকে বহন করার সময় তা বন্যার স্রোতে ভেসে যায়। ট্রাক্টরের চালক ও সহকারী এখনো নিখোঁজ। তাদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে। অন্যদিকে ভারতের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে একটি গভীর নিম্নচাপের ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার 'আশঙ্কা' রয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের হারিকেন বা উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের টাইফুনের সমতুল্য, যা এই অঞ্চলে একটি নিয়মিত ও প্রাণঘাতী প্রাকৃতিক দুর্যোগ। শ্রীলঙ্কার উপকূল বরাবর অতিক্রম করার পর এটি বর্তমানে ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় তামিলনাড়ু রাজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি স্থানীয় সময় গত শনিবার সকালে তামিলনাড়ু ও পুদুচেরির উপকূলে 'গভীর নিম্নচাপ' হিসেবে আঘাত হানতে পারে।

বিনোদন

নয়নতারার বিরুদ্ধে মামলা করলেন ধানুশ

বিনোদন ডেস্ক : অবশেষে দীর্ঘদিনের সহকর্মী অভিনেত্রী নয়নতারার বিরুদ্ধে মামলা করে দিলেন দক্ষিণের জনপ্রিয় তারকা ধানুশ। নায়িকার স্বামীকেও ছাড় দিলেন না ধানুশ। দুজনের নামেই মামলা ঠুকে দিলেন অভিনেতা। গত ১৬ নভেম্বর তাদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। ১৮ নভেম্বর ছিল নয়নতারার জন্মদিন। সেদিনই নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে লেডি সুপারস্টারের জীবনের কিছু মুহূর্ত নিয়ে তৈরি ডকুমেন্টারি 'নয়নতারা-বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারি টেল'। তার আগে ট্রেলারে তিন সেকেন্ডের এক ভিডিওর জন্য নয়নতারাকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছিলেন ধনুশ। অভিযোগ ছিল, ধনুশের প্রযোজিত একটি ছবির কিছু বিহাইন্ড দ্য সিন অনুমতি না নিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টা অতটা সিরিয়াসলি না নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ধনুশকে এক খোলা বার্তা দিয়েছিলেন। অনুরোধ করেছিলেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ না হতে। কিন্তু সেটা আর হলো না। শেষ পর্যন্ত মামলা করেই ছাড়লেন ধানুশ। নয়নতারা, তার স্বামী ভিগনেশ শিবান এবং তাদের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান হাইজ রাউডি পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ হাইকোর্টে এই মামলা করেছেন তিনি। তার আইনজীবী পি এস রামান আদালতে এই মামলার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে নয়নতারা এবং নেটফ্লিক্সের পক্ষে আইনজীবী সতীশ পরাশরণ এবং আর পার্থসারথি এই আবেদনকে চ্যালেঞ্জ জানান। শুনানি শেষে বিচারক ধনুশের আবেদনে সম্মতি দেন।

ব্যবসা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ওমর সানী

বিনোদন ডেস্ক : চিত্রনায়ক ওমর সানীকে খুব একটা অভিনয়ে দেখা যায় না। তবে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াও বেশ সরব থাকেন এই নায়ক। বর্তমানে ওমর সানী ব্যস্ত রয়েছেন রেস্টুরেন্ট ব্যবসা নিয়ে। রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে চাপওয়ালা নামে রেস্টুরেন্ট খুলেছেন তিনি। কিন্তু সম্প্রতি ব্যবসা নিয়ে আক্ষেপ করে অভিনেতা জানিয়েছেন দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা এমন হবে জানতে পারলে এই ব্যবসায় নামতেন না তিনি। গত বুধবার এক ভিডিওবার্তা নিয়ে হাজির হন ওমর সানী। যেখানে আশুলিয়ায় ইপিজেড শিল্প এলাকায় নিজের রেস্টুরেন্টের নতুন শাখা নিয়ে কথা বলেন অভিনেতা। অভিনেতা বলেন, 'প্রতিনিয়ত সাফার করছি। কারণ, রেস্টুরেন্ট ব্যবসা করছি। দেশের এই ধরনের পরিস্থিতি হবে জানলে হয়তো ব্যবসা শুরু করতাম না। চারদিকে অশান্তি, ইপিজেড পুরাই অশান্ত। যেখানে একটা রেস্টুরেন্ট উদ্বোধন করলাম, সেখানে মারামারি-হানাহানি, পোশাকশিল্পে অস্থিরতা, পুলিশ-সেনাবাহিনী সবকিছু মিলে বাজে অবস্থা। ঢাকা শহর তো এখন আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র।

আমি মাথা নোয়াতে শিখিনি : শ্রীলেখা

বিনোদন ডেস্ক : আরজি করকাণ্ডে সরকারের বিরোধিতা করেছি বলে কাজ না দেওয়ার নির্দেশ এসেছে উপরমহল থেকে অভিযোগ করে এক সাক্ষাৎকারে জানান টালিউড অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। তিনি বলেন, আরজি করকাণ্ডে একটু বেশিই জোরালো প্রতিবাদ করেছি। অবশেষে তার ফল পেলাম। দুই-দুটো বিজ্ঞাপনের কাজ হাতছাড়া হয়ে গেল। দুটো কাজ থেকেই ভালো অঙ্কের পারিশ্রমিক পেতাম। ক্লায়েন্ট যোগাযোগ করেছিলেন এজেন্সির সঙ্গে। এজেন্সির যিনি প্রতিনিধি তিনি আমাকে পছন্দ করেন। চেয়েছিলেন কাজটা আমিই করি। কিন্তু ওর তো কোথাও না কোথাও বাধা রয়েছে। উনি বললেনড়দিদি আরজি করকাণ্ডে তোমার বক্তব্য তোমার বিরুদ্ধে গেছে। তুমি সরকারের বিরোধিতা করেছ। তোমাকে দিয়ে কাজ না করানোর নির্দেশ এসেছে। শ্রীলেখা বলেন, ছবি হাতছাড়া হচ্ছে প্রায়শই। রিয়্যালিটি শো থেকে বাদ পড়ছি। বিজ্ঞাপনী ছবির জন্য নির্বাচিত হয়েও শেষে আর কাজ হলো না। অভিযোগের তালিকা অনেক লম্বা। কিছু জানিয়েছি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। অনেক কিছুই জানাইনি। জানিয়ে লাভ নেই, তাই জানাইনি। তিনি বলেন, কিন্তু আবারও আমি সরব। আরজি করকাণ্ড নিয়ে অনেকের অনেক বক্তব্য। প্রায় রোজই কেউ কিছু না কিছু বলছেন। আমি একটু বেশিই জোরালো প্রতিবাদ করেছি। অবশেষে তার ফল পেলাম। দু-দুটা বিজ্ঞাপনের কাজ হাতছাড়া হয়ে গেল। তিনি আরও বলেন, আমি আর এ ধরনের ঘটনায় বিচলিত হই না। কোনো কালেই মধু মাখিয়ে কথা বলতে পারি না। বাকিরা যতটা না মনের গভীর থেকে মৃতা চিকিৎসকের জন্য ন্যায়বিচার চেয়েছেন, আমার চাওয়া ছিল আরও গভীর। আমার বক্তব্য ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে। বাংলায় এই দুই পদেই মুখ্যমন্ত্রী আসীন। তাহলে কাকে বলব? মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই মুখ খুলতে হবে। সেটিই করেছি। এ অভিনেত্রী বলেন, ভয় না পাওয়ার আরও একটা কারণড় আমার মাথার ওপরে কোনো দায় নেই। ঋণের বোঝা নেই। প্রচুর চাহিদা নেই। দামি গাড়ি, দামি বাড়ি, দামি পোশাকের বিলাসিতা নেই। ফলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজনও নেই। একইভাবে যতটা সম্ভব সৎ থেকে কাজ করা যায় ততটাই সৎ আমি। তিনি বলেন, একমাত্র দেয়ালে পিঠ ঠেকে না গেলে মিথ্যে কথা বলি না। বললেও এমন মিথ্যে বলি না যা অপরের ক্ষতি করবে। বরাবর নিজের কাজ নিজেই জোগাড় করে এসেছি। কোনো দিন তথাকথিত 'সুগার ড্যাডি' নেই। ভালোবাসার মানুষজনেরও বড়ই অভাব। সব মিলিয়ে নিজেই নিজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। ফলে যা-ই ঘটুক ঠিক চালিয়ে নেব। শ্রীলেখা বলেন, আজ আমি পরিচালক হলে এমন অভিনেতা বাছাই করতাম, যিনি আক্ষরিক অর্থেই সৎ ব্যক্তি। তা হলেই আমার বিজ্ঞাপন বেশি বিশ্বাসযোগ্য হতো। কারণ জনতা সেই বিশ্বাসযোগ্য মুখ দেখে জিনিস কেনার ভরসা পেত। আমার মতো করে তো সবাই ভাববেন না। অনেকে বলেনড় এত বিতর্ক, এত বিরোধিতা যখন, তখন একটু কম কথা বললেই তো হয়। তিনি বলেন, আমি বলেছিড় আমি পারব না। এই বয়সে এসে নিজেকে বদলানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া মাথা নোয়াতে শিখিনি। তাই আমার মতো করেই চলব।

নতুন গান নিয়ে আসছেন তাহসান

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান রহমান খান। গানের পাশাপাশি অভিনেতা হিসেবেও তিনি প্রশংসা কুড়িয়েছেন। দুই যুগের বেশী সময় ধরে গান করছেন তিনি। তার নেক গানই শ্রোতাদের পছন্দের শীর্ষে। সম্প্রতি নতুন গান নিয়ে এসেছেন তাহসান। আজ শুক্রবার আর্মি স্টেডিয়ামে গাইবেন আতিফ আসলামের সঙ্গে। এর মধ্যেই যুক্ত হলেন শাকিব খানের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে। গান ও বর্তমান ব্যস্ততা নিয়ে তাহসান কথা বলেছেন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে। নতুন গানের বয়ান গত শুক্রবার কাইনেটিক মিউজিকের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত হয়েছে 'ভুলে যাব'। তাহসানের সঙ্গে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাঙালি গায়ক মুজা। প্রকাশের পর মাত্র চার দিনেই গানটির ভিউ প্রায় ১৪ লাখ। নতুন এই গান নিয়ে তাহসান বলেন, "ক্যারিয়ার তো অনেক বছরের। একেক সময় একেক রকম গান করেছি। এখন এই গানটি নতুন জেনারেশনের মিউজিক প্রডিউসার সঞ্জয় ও মুজার সঙ্গে করেছি, ভালো লেগেছে। সব ধরনের লিরিক, সুরে গান করার অভ্যাস হয়ে গেছে। তবে এ ধরনের বিটের গান অনেক দিন করা হয়নি। ফলে 'ভুলে যাব' করে বেশ লেগেছে।"

ভক্তদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া

'ভুলে যাব' প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে তাহসান ভক্তদের অনেকে যেমন আনন্দিত, আবার কারো কারো মন ভার। তারা চিরচেনা ঢঙেই প্রিয় গায়কের গান শুনতে চান। সে প্রসঙ্গে 'আলো' গায়কের ভাষ্য, 'যখনই নতুন গান করি, এ রকমটা দেখা যায়। যারা আমার নিজস্ব ঢঙের গান শুনতে পছন্দ করে, তারা বলে সে রকম গানই করতে। আবার নতুন কিছু না করলে বলে, 'ভাই একই রকম হয়ে যাচ্ছে!' সবাইকে চিন্তা করেই কাজ করতে হয়। যারা মনে করে নতুন কিছু করা দরকার, তাদের জন্য এই গান। আর যারা আমার ঘরানার গান পছন্দ করে, তাদের জন্য মাসখানেক পর একটি গান আসবে।' যেভাবে ভুলে যাব সাধারণত নিজেই নিজের গান করেন তাহসান। অন্যের কথা-সুরে খুব কম গানই করেছেন। নতুন গানটিতে যুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে বললেন, 'কাইনেটিক মিউজিক বাংলাদেশের আর্টিস্টদের নিয়ে অনেক দিন ধরেই কাজ করছে। আমার সঙ্গেও দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। তারা অনেক দিন ধরে চাচ্ছিল আমার সঙ্গে গান করবে, সঞ্জয় ও মুজাও সঙ্গে থাকবে। মাঝে কিছুদিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম। তখন লস অ্যাঞ্জেলেসে সবার সাক্ষাৎ হয়, গানটাও তখন তৈরি করা হয়েছিল।

খেজুরের রস আহরণের জন্য গাছে হাঁড়ি বাঁধছেন দুই গাছি। গঙ্গাবরদি, ফরিদপুর।

হোটেল ব্যবসার সাথে বরবটি চাষে আজগর আলীর সফলতা

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি : হবিগঞ্জ জেলার বাহুবল উপজেলার পূর্ব দ্বিমুড়া গ্রামের ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের পাশে মো. আজগর আলীর খাবার হোটেল। হোটেলের পেছনে প্রায় ৩৩ শতক পরিত্যক্ত জমি আবাদ করেন তিনি। হোটেল ব্যবসার পাশাপাশি আজগর আ ওই জমিতে রোপণ করেন বরবটি বীজ। প্রায় ৪৫ দিনের মধ্যে গাছে গাছে বরবটি আসে। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সিলেট অঞ্চলের কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ক্রিপার প্রদর্শনীতে বরবটি চাষে সফলতা পান তিনি। এরই মধ্যে চাষকৃত বরবটি সংগ্রহ করে এ পর্যন্ত বিক্রি করেছেন ৬০ হাজার টাকা। চাষে মোট খরচ হয়েছে ২০ হাজার টাকা। এখনও আরও ৬০ হাজার টাকার বরবটি বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তার। সরেজমিনে দেখা যায়, ছেলেকে সাথে নিয়ে মো. আজগর আলী বরবটি ক্ষেতে কাজ করছেন। গাছ থেকে বরবটি সংগ্রহ করে প্রস্তুত করছেন বিক্রির জন্য। বরবটি চাষ করে সফলতা পাওয়ায় তিনি আনন্দিত। এ সময় আজগর আলী জানান, ক্রিপার প্রদর্শনীতে সূর্য সীডের চায়না-২৪ জাতের বরবটি বীজ রোপণ করেন। এই মৌসুমে চাষে তার প্রায় ২০ হাজার টাকা খরচ হয়। গাছ থেকে বরবটি সংগ্রহ করে বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন। পাইকারের কাছে প্রতিকেজি বরবটি ৫৫ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি করেন তিনি। বর্তমানে গাছে অনেক বরবটি আছে। এরই মধ্যে বিক্রি করে প্রায় ৬০ হাজার টাকা এসেছে। সেপ্টেম্বর পুরো মাস পর্যন্ত বরবটি উৎপাদন অব্যাহত থাকার কথা। ওই সময় পর্যন্ত আরও ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকার বরবটি বিক্রি করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি আরও জানান, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তার সার্বিক পরামর্শে বরবটি চাষ করে সফল হয়েছেন। তার বরবটি চাষ দেখে এলাকার অন্য কৃষকদের মাঝেও আগ্রহ দেখা দিয়েছে। তারাও বর্ষাকালীন বরবটি চাষ শুরু করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা কৃষক মো. তৌহিদ মিয়া বলেন, বর্ষাকালীন চায়না-২৪ জাতের বরবটি চাষ শুরু করেন মো. আজগর আলী। বরবটি চাষে তিনি সফল। পাইকাররা এ বরবটি প্রতিকেজি ৫৫-৬০ টাকায় কিনে ৮০ থেকে ৯০ টাকায় বিক্রি করছেন। তাই আমারও আগামী মৌসুমে জমি আবাদ করে এ জাতের বরবটি চাষ করার ইচ্ছে রয়েছে। উপজেলার দ্বিমুড়া কৃষি ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা শামীমুল হক শামীম জানান, মো. আজগর আলী হোটেল ব্যবসা করেন। আমি তাকে পরামর্শ দিয়েছি। তিনি আমার পরামর্শে পতিত জমি আবাদ করে বরবটি বীজ রোপণ করেন। তিনি আরও জানান, এখানকার উঁচু জমিতে কৃষকরা ধানসহ নানারকম সবজির আবাদ করেন। বর্তমানে আমার পরামর্শে একাধিক কৃষক চায়না-২৪ জাতের বরবটি আবাদ করেছেন। অনেকে আবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ভালো চাষের জন্য সবসময় পরামর্শ দিয়ে থাকি। পজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাজ্জাদ হোসেন মজুমদার বলেন, বাহুবলে বরবটি চাষ তেমন একটা হতো না। বর্তমানে সেখানে ব্যাপকভাবে বরবটি চাষ করছেন কৃষকরা। ভালো ফলন হচ্ছে। কৃষকরা দামও পাচ্ছেন ভালো। ভবিষ্যতে এ জেলায় বরবটি চাষ আরও বাড়বে বলেও আশা করেন তিনি।

টাঙ্গাইলে প্রযুক্তি পত্রিকার নয়া কার্যালয় উদ্বোধন

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : টাঙ্গাইল শহরের শামসুর রহমান খান মার্কেটের তৃতীয় তলায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সাপ্তাহিক প্রযুক্তি পত্রিকার নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। গত বুধবার দুপুরে সোসাইটি ফর সোশ্যাল সার্ভিসের (এসএসএস) নির্বাহী পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রযুক্তি পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি আব্দুল হামিদ ভূঁইয়া ফিতা কেটে নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন। এ সময় টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের সভাপতি জাফর আহমেদ, সহ-সভাপতি ও সাপ্তাহিক প্রযুক্তি পত্রিকার সম্পাদক কাজী জাকেরুল মওলা, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর কামরুজ্জামান, এসএসএস'র সিনিয়র পরিচালক (ঋণ) সন্তোষ চন্দ্র পাল, সাধারণ গ্রন্থাগারের সদস্য সচিব খন্দকার নাজিম উদ্দিন, টাঙ্গাইল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হারুন-অর-রশীদ, সিডিসি'র যুগ্ম-সম্পাদক সাম্য রহমান, নাট্য অভিনেতা মীর নাছিমুল ইসলামসহ জেলার প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, নাট্য অভিনেতা ও ক্রীড়াবিদরা উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ, ১৯৯৪ সালের আগষ্ট মাস থেকে শহরের মসজিদ রোডে সাপ্তাহিক প্রযুক্তি পত্রিকার কার্যক্রম চালানো হচ্ছিল। নতুন কার্যালয় উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নতুন উদ্যমে এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম শুরু হলো।

কাহারোলে বাতাসে দুলছে আমন ধান

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলায় ৬টি ইউনিয়নে চলছে আমন ধান কাটা ও মাড়াই। কৃষকেরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমন ধানের মাঠে কামলা নিয়ে ধান কাটছেন। কেউ বা ট্রাক্টর ও ভ্যানে করে জমি থেকে ধান আনছেন বাড়ীতে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে এলাকার বিভিন্ন মাঠে দেখা গেছে কৃষকেরা ব্যস্ত সময় পার করছেন। কাহারোল কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি আমন মৌসুমে উপজেলায় ১৫ হাজার ৫ শত হেক্টর জমিতে আমন চাষ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আগাম জাতের ব্রিধান-৫১, ব্রিধান-৭৫, ব্রিধান-১৭, গুটি স্বর্ণ ও সুমন স্বর্ণ ধান কাটা শেষ হয়েছে। ব্রিধান-৩৪ ধান কাটা মাড়া শুরু হয়েছে ২-৩ দিন পূর্বেই দিকে। আগামী সপ্তাহে পুরাদমে ব্রিধান-৩৪ কাটা শুরু হবে বলে চাষীরা জানান। বর্তমানে সোনালী ধানে ভরে গেছে মাঠের পর মাঠ। বাতাসে দুলছে কৃষকের স্বপ্ন। ভালো ফলনের আশা করছেন কৃষক। কিন্তু দাম নিয়ে সংখ্যায় রয়েছেন। উপজেলার ঈশানপুর গ্রামের কৃষক মোঃ শামসুল আলম জানান, তিনি এবার ১২ বিঘা জমিতে ব্রিধান-৩৪ আবাদ করেছেন। বর্তমানে ধানের অবস্থা ভালো রয়েছে। আগামী সপ্তাহে ধান কাটা হবে। এবার প্রথম থেকে বৃষ্টি কম থাকার কারণে সেচ দিয়ে আমন ধান লাগানো হয়েছে। এতে করে এবার আমন উৎপাদনের খরচ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বাজারে গত বছরের তুলনায় এবার প্রতি মণ ধান ৬০০ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে ব্রিধান-৩৪। একই এলাকার কৃষক মান্নান বলেন, এবার আমন ধানে প্রথম থেকে খরচ বেশি হয়েছে। গতবছর কামলা ছিল ৪০০ টাকা বতমানে কামলা ৭০০ টাকা।

প্রতিটি জিনিসের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদন খরচ অনেকটাই বেড়ে গেছে এবার। গতকাল বৃহস্পতিবার ব্রিধান-৩৪ ধান বিক্রি হয়েছে প্রতি মণ ২১শত টাকা। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মল্লিকা রানী সেহানবীশ জানান, সকল প্রতিকূল পেরিয়ে এবার উপজেলায় আমন উৎপাদন ভালো হয়েছে। যেসকল ধান এখন কাটা হয় নাই, সেই গুলোই বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। ভালো ফলন হওয়ায় দাম নিয়ে সঙ্খার কারণ নেই। আগামীতে ধানের দাম বৃদ্ধির সম্ভবনা রয়েছে। কৃষিবিভাগ কৃষকদের ধান চাষের সকল প্রকার সহযোগিতা করেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন চাষীদের।

সিংড়ায় শিক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

সিংড়া, নাটোর প্রতিনিধি : নাটোরের সিংড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদায় ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত বিদায় অনুষ্ঠানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের জন্ম হয়। পরে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে রজনীগন্ধ্যা ফুল ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণের মধ্য দিয়ে বিদায় জানান প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন উপজেলার সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মজনু মিয়া, সিংড়া দমদমা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক জাকারিয়া মাসুদ, অনুদানকারী সদস্য শামীম হোসেন, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সেলিনা আকতার, চলনবিল জীববৈচিত্র্য রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বিদায়ী শিক্ষার্থী বায়েজিদ হোসেন, জেবা রাহাত প্রমূখ।

রাজিবপুরে বাল্যবিয়ে বন্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর জাহিদুল

চররাজিবপুর, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কোথায়, কখন ও কোন গ্রামে বাল্যবিবাহ হচ্ছে,তা খুঁজে বের করা এবং কিভাবে,কার সহযোগিতা নিয়ে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে। এমন একজন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর জাহিদুল (২৪)। কুড়িগ্রামের চর রাজিবপুর উপজেলার রাজিব পুর সদর ইউনিয়নের আজগর দেওয়ানী পাড়া গ্রামের যুবক তিনি। গতকাল বিকেলে কথা হয় তার সাথে। কথা বলে জানা গেছে বাল্যবিবাহ বন্ধের নানা কৌশল। দিন মজুর মোসলেম উদ্দিন এর পুত্র জাহিদুল।সে ঢাকায় একটি বে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী। তিন ভাই বোনের মধ্যে তিনি বড়। কষ্টের মাঝেও ৩ ভাই বোন পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। তার ছোট ভাই আল আমিন ডিগ্রি ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী, ছোট বোন মোর্শেদা আক্তার মীম অষ্টম শ্রেণীতে পড়ালেখা করছে। নানা প্রতিকূলতা ও কষ্টের মাঝেও পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি সামাজিক উন্নয়ন মূলক কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমান তিনি রাজিব পুর আদর্শ যুব সংগঠনের সভাপতি হিসেবে সক্রিয় ভাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি উপজেলা যুব প্লাটফর্ম, জেলা যুব প্লাটফর্ম, ইউনিয়ন বাল্যবিবাহ নিরোধ কমিটি ও উপজেলা বাল্যবিবাহ নিরোধ কমিটি একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এলাকার বাল্যবিবাহ বন্ধে জনসচেতনতা মূলক অনেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। তিনি যেখানে বসবাস করেন, উপজেলা শহর থেকে বিচ্ছিন্ন। সেহেতু তার এলাকার তিনি নেতৃত্বে প্রদান করে ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে শিশুদের জন্মনিবন্ধন করতে সহযোগিতা করেন। তার এলাকার ৪০টি শিশুর জন্মনিবন্ধন করতে সমর্থ হয়েছেন তিনি। গ্রামের ঝুঁকি পূর্ণ ৮১জন শিশু চিহ্নিত করে বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগ করে সহায়তা প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করেছেন নিঃস্বার্থভাবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কুল পর্যায়ে বিতর্ক, কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকেন। তাদের মাঝে শিক্ষা উপকরণও বিতরণ করেছেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তার সংগঠনটিকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে রেজিস্ট্রেশন পেয়েছে। তিনি বলেন চাইল্ড নট ব্রাইড (সিএনবি) প্রকল্পটি নরওয়েজিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন এনআরকে)টেলিথন এবং প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় স্থানীয় সহযোগী সংস্থা আরডিআরএস বাংলাদেশ এর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে সামাজিক কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি আশা করছেন প্রকল্পটি মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে ২০২৫ইং সালের মধ্যে তার ইউনিয়ন ও উপজেলাকে বাল্যবিবাহ মুক্ত করতে পারবেন।

ইবি উপাচার্যের আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থায় বই প্রকাশ

ইবি, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ ও ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইংল্যান্ডের আইন বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. মিয়া মাহমুদুর রহমানের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক গবেষণা গ্রন্থস্থায় 'Regulating Foreign Direct Investment for Development: Perspectives from BangladeshÕ শিরোনামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটি বিশ্ব বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা Taylor & Francis GroupÕs Routledge থেকে লন্ডন ও নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয়েছে।

দিঘলিয়ায় বিশ হেক্টর জমিতে আমন চাষ করা সম্ভব হয়নি

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়ায় বিগত প্রবল বর্ষণে জলাবদ্ধতার কারণে উপজেলার পার্শ্ববর্তী ২০ হেক্টর জমিতে জলাবদ্ধতার কারণে বিগত আমন মৌসুমে ধানের চারা রোপন করা সম্ভব হয়নি। ফলে দিঘলিয়া উপজেলায় ১০০ থেকে ১৩০ মে.টন ধান উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হলো। দিঘলিয়া উপজেলা কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দিঘলিয়া উপজেলার পশ্চিম পাশের মাঠে প্রতি বছর আমন ও বোরো ধানের চাষ করেন এলাকার কৃষকেরা। কৃষকদের উৎপাদনের কথা চিন্তা করে বিএডিসি বিভাগ এ সকল কৃষকদের সেচ প্রকল্পের আওতায় এনে সেলো মেশিন বসিয়েছে। কৃষকেরা প্রচন্ড খরা মৌসুমেও ধান চাষে পানি সংকটে পড়বেনা। কিন্তু আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসের মাঝারী থেকে ভারী বর্ষণে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে স্থায়ী জলবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তারই ধারাবাহিকতায় দিঘলিয়া উপজেলায় ভারী বর্ষণের কারণে উপজেলা পরিষদের পশ্চিম পাশে ২০-২৫ হেক্টর জমিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ফলে কৃষকেরা উক্ত জমিতে আমন ধানের মৌসুমে ধান রোপনে ব্যর্থ হন। যে কারণে এ সকল জমির মালিকগণ ১০০-১৫০ মে.ধান উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এ ব্যাপারে কথা হয় দিঘলিয়া উপ সহকারী কৃষি অফিসার মোঃ কামরুল ইসলামের সাথে। তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, এলাকায় কয়েকদিনের প্রবল বর্ষণে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার পর দিঘলিয়া উপজেলার প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত এ ২০/২৫ হেক্টর জমির পানি নিষ্কাশনের জন্য বিএডিসি ও স্থানীয় প্রশাসনকে জানিয়েছি। কেউ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

চাঁদপুরে প্রশিক্ষণ নিলো সাড়ে শতাধিক যুবক

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুর শহরের ওয়্যারলেছ বাজারে অবস্থিত বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রতে (বিটাক) ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ৫শ ৫৫ জন কর্মক্ষম যুবক প্রশিক্ষণ নিয়েছে। বর্তমানেও ৫টি ব্যাচে প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে এবং ইতোমধ্যেই ১৫টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছেন বিটাক চাঁদপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী সঙ্গল পৈত। এক তথ্যে দেখা যায়, নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে চাঁদপুরসহ সারাদেশের বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রগুলো 'আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প' এর অধীনে বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রশিক্ষণ বিভাগে ৩টি ট্রেড তথা ইলেকট্রিক্যাল মেইন্ডিন্যান্স, আর্ক, ওয়েল্ডিং ট্রেড ও মেশিন শপ ট্রেডে জেলার কর্মক্ষম যুবকদের প্রশিক্ষন দিচ্ছে। কর্মক্ষম যুবকগণ প্রশিক্ষণ শেষে দেশের বিভিন্ন সংস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে।কেননা কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যাতীত বিদেশ গমনের শ্রম বাজারে সফলতা আনা সম্ভব নয়। সে দিক থেকে প্রতিজন প্রশিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্যে এ কোর্সগুলো মাইলফলক হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে। বিদেশ গমনে শ্রম বাজারে একটি সুবর্ণ সুযোগ করে দেয় এ কারিগরি প্রশিক্ষনটি। যাতে করে প্রতিনিয়তই প্রবাসীদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নিয়মনীতি তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) এর চাঁদপুরের প্রকৌশলী সঙ্গল পৈত বলেন, ব্যবহারিক ও তাত্বিক সমন্বিত দক্ষতা অর্জন ও শিল্পক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই এ প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সরকার দেশের বেকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে হাতে কলমে প্রশিক্ষণে মহিলাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন শীর্ষক প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করছে। এটি সরকারের একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তিনি আরও বলেন, বেকারদেরকে চাকুরি প্রদানে অঙ্গীকার বাস্তবায়ন ও শিল্প কারিগরি সহায়তায় এ প্রকল্পটি শিল্প মন্ত্রণালয় গ্রহণ করে। এতে বিভিন্ন স্থানে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) মহিলাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনে ৩ মাসব্যাপি মহিলাদের জন্যে ও ৩ মাসব্যাপি পুরুষদের ট্রেডে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। বিটাক সর্বপ্রথম কারিগরি শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে ১৯৬২ সালে তেজগাঁও, ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম, ১৯৭৮ চাঁদপুর, ১৯৯১ সালে খুলনায় এবং ২০০৬ সালে বগুড়ায় এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সরকার আরো বেশ কটি বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সরিষাবাড়ীতে আয়ার কাছে পানি চাওয়ায় শিক্ষককে মারধর

সরিষাবাড়ী, জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে মাদরাসার আয়ার কাছে পানি চাওয়ায় স্বামী-স্ত্রী মিলে শিক্ষককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার অভিযোগ উঠেছে। গত মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে উপজেলার পোগলদিঘা ইউনিয়নের পাটাবুগা দাখিল মাদরাসায় এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত আয়া আঞ্জুমনোয়ারা এবং তার স্বামী একই মাদরাসার সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক ও আওয়ামী লীগ নেতা রমজান আলীর বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন মাদরাসার সুপারসহ শিক্ষক-কর্মচারীরা। অভিযোগ সূত্র জানায়, পাটাবুগা দাখিল মাদরাসার শরীরচর্চা শিক্ষক এ কে এম আমিনুল হক আয়া আঞ্জুমনোয়ারার নিকট পানি চান। এসময় আয়ার স্বামী একই মাদরাসার সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক রমজান আলী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং বলেন যে, আমার বউকে কোনো কাজের কথা বলতে যাবে না। শিক্ষক আমিনুল হক কারণ জিজ্ঞাসা করলে রমজান আলী তার ওপর অতর্কিত হামলা করে বসে এবং তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি ও লাথি শুরু করে।

চাঁদপুরে আলুর বাম্পার ফলন নিয়ে শঙ্কায় চাষীরা

চাঁদপুর প্রতিনিধি : নদী তীরবর্তী জেলা চাঁদপুর আলুসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে অন্যতম। এর মধ্যে প্রতি বছর কৃষকদের একটি বড়ো অংশ আলুর আবাদ করে আসছেন। তবে এ বছর বৃষ্টি হওয়ার কারণে বীজ রোপনের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। একই সঙ্গে গত কয়েক সপ্তাহ ঘনকুয়াশার কারণে আলুর জমিতে ছত্রাক জাতীয় রোগ দেখা দিয়েছে। যেজন্যে আলুর ফলন কম এবং আলু সবশেষে বাজারে ওঠা ও বাম্পার ফলন হবে কিনা তা নিয়ে শঙ্কা কৃষকদের। চাঁদপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। জানা যায়, দেশে আলু উৎপাদনে চাঁদপুর শীর্ষ পাঁচটি জেলার মধ্যে একটি। এ জেলায় এ বছর আলু আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১০ হাজার ৯০০ হেক্টর। আবাদ হয়েছে ৭ হাজার ৩১০ হেক্টর। লক্ষ্যমাত্রার চাইতে ৩৯০ হেক্টর জমিতে আলুর আবাদ কম হয়েছে। এর মধ্যে আলুর আবাদ বেশি হয় চাঁদপুর সদর, হাজীগঞ্জ ও মতলব দক্ষিন উপজেলায়। চাঁদপুর সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নের নিজগাছতলা গ্রামের কৃষক কামাল ঢালী জানান, বৃষ্টির কারণে এ বছর জমিতে আলু আবাদ হয়েছে দেড়ীতে। এরপর এখন কুয়াশার কারণে আলু গাছের পাতায় রোগ দেখা দিয়েছে। গাছের পাতা সাদা হয়ে ধীরে ধীরে গাছ নুয়ে পড়ছে। কীটনাশক ব্যবহার করে লাভ হয়নি। তিনি আরো জানান, এ বছর আলুর দাম বেশি হওয়ার কারণে নিজগাছতলা মাঠে আলু আবাদী কৃষকের সংখ্যা বেড়েছে। তবে সার, বীজ ও কীটনাশক খরচ দিয়ে ভাল দাম না পাওয়া গেলে লোকসানের মুখে পড়তে হবে। আলু গাছে একই ধরনের রোগের কথা জানালেন সদর উপজেলার আশিকাটি ইউনিয়নের চাঁদখার দোকান এলাকার কৃষক করিম মাতাব্বর। তিনি জানান, এ বছর তাদের ৫০ শতাংশ জমিতে আলু রোপন করা হয়। কিন্তু কুয়াশার কারণে আলুর গাছগুলো বড়ো হচ্ছে কম। আলুর ভাল ফলন নিয়ে এই কৃষক শথায় রয়েছেন। এরপর দেরিতে আলু উত্তোলন করলে দামও কম পাওয়া যাবে। চাঁদপুর জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান রুপম জানান, প্রতিবারের মতো এবারও জেলায় ১৩টি হিমাগারে ৮২ হাজার মেট্রিক টন আলু সংরক্ষণের ধারণ ক্ষমতা রয়েছে।

এছাড়াও আমাদের ৬টি মডেল ঘর আছে, সেগুলোর মধ্যে কৃষকরা আলু সংরক্ষণ করতে পারবে। চাঁদপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক সাইফুল হাসান আল- আমিন বলেন, দুটি ঘূর্ণিঝড় ও অতি বৃষ্টির কারণে সঠিক সময়ে কৃষকরা জমিতে আলু রোপণ করতে পারেনি। তাই এখনো আমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। কৃষকদেরকে মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক সহায়তা দিচ্ছি। যার কারনে আমরা কাঙ্খিত ফলন আশা করছি। এছাড়া বিগত বছরের মতো আমরা জেলার চাহিদা পূরণ করে অন্য জেলায় সরবরাহের প্রত্যাশা করছি।

রাস্তার মাঝখানেই বাড়ি, ঘটছে দুর্ঘটনা

কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি : প্রতিনিধিঃ রাস্তার মাঝখানেই বাড়ি, প্রতিনিয়তই ঘটছে দুর্ঘটনা যুগের পর যুগ পার হয়ে গেলেও নেই সধরষনধম জনের গোড়ামী হাজারো মানুষের দূর্ঘটনার কারন হয়ে দাড়িয়েছে পিরোজপুরের কাউখালী উপজেলার সড়ক ও জনপথ বিভাগের রাস্তার উপরের একটি বাড়ি । এ সড়কে যাতায়াতকারীদের জন্য মরন ফাঁদে পরিনত হয়েছে। ফলে এ স্থানে প্রায়ই ছোট বড় দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। পিরোজপুরের সাথে নেছারাবাদ উপজেলার একমাত্র সড়ক যোগাযোগের রুটটি কাউখালী উপজেলার উপর দিয়ে চলে গেছে। প্রতিদিন এ সড়ক দিয়ে চলছে হাজার হাজার মানুষ, অসংখ্য যানবাহন আর স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা। কাউখালী উপজেলার কচুয়াকাঠী বেইলী ব্রীজ সংলগ্ন রাস্তার প্রায় মাঝ বরাবর এ বাড়িটি থাকায় এ রুটে যাতায়াতকারীদের জন্য মরন ফাঁদে পরিনত হয়েছে। রাস্তার অপর পাশ থেকে কি আসছে হঠাৎ করে তা দেখা না যাওয়ায় প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। পঙ্গুত্বের স্বীকার হচ্ছেন অনেকে। এতো কিছুর পরেও কোন এক অলৌকিক কারনে বাড়িটি সরানো হচ্ছে না। অজানা থেকে যাচ্ছে প্রকৃত কারন। প্রকৃত কারন উদঘাটন করে বাড়িটি অপসারনের দাবী জানিয়েছে এ পথে যাতায়াতকারীরা। এরই বিষয়ে জানতে বাড়ির মালিকের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি কথা বলাতে রাজি হন না। এটি উচ্ছেদে সড়ক বিভাগের আগ্রহ থাকলেও মামলার কারনে সরাতে পারছেন না তারা। সড়ক ও জনপথ বিভাগ মালিককে বাড়িটি সরানোর অনুরোধ জানালেও বাড়ি মালিক মাওলানা নুরুল হক বলছেন আদালতের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। ফলে অপেক্ষার প্রহর গুনছে সড়ক ও জনপথ বিভাগ। অটোচালক লিটন হোসেন বলেন রাস্তার প্রায় মাঝখানে বিল্ডিং থাকার কারণে আমাদের অটো চালাতে খুবই সমস্যা হচ্ছে। সামনের অংশ আমরা দেখতে পাই না যার কারণে অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। এ সড়কে বাস ও ট্রাক ড্রাইভাররা জানান, বিল্ডিং এর কারনে আমাদের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। সামনে কিছু না দেখতে পেরে যেকোনো সময় মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এ ব্যাপারে পিরোজপুরের সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী তানভীর আহমেদ জানান, সকল জটিলতার অবসান ঘটিয়ে রাস্তার উপর থেকে বাড়িটি অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

বরেন্দ্র অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনে প্রকল্প সূচনা

গোদাগাড়ী, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীতে মৌসুমি গড় তাপমাত্রা, তাপপ্রবাহ, খরা ইত্যাদি আবহাওয়ার প্রকোপ দিন দিন বাড়তে শুরু করেছে। ফলে কৃষি ফসলের ধরণ এবং জলের গুণমান খুব প্রভাবিত হচ্ছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে মানুষের জীবন-জীবিকা মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি), অক্সফাম ইন বাংলাদেশ এর সহায়তায় কাল্টিভেটিং চেঞ্জ প্রজেক্ট-এর আওতায় রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা কনফারেন্স হলে প্রকল্প সূচনা ও ঝুঁকি মূল্যায়ন কর্মশালা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বুধবার সকাল ১০ টার দিকে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গোদাগাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আবুল হায়াত। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ শামসুল ইসলাম। এসিডির প্রকল্প সমন্বয়কারী আফতাবুন নাহার কাল্টিভেটিং চেঞ্জ প্রকল্পের প্রেক্ষাপট, ফলাফল ও কার্যক্রম সমূহ ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মমিনুল ইসলাম, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) সহকারী প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল লতিফ সরকার; উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মানিক ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ শায়লা শারমিন, উপজেলা প্রকল্পবাস্তবায়ন কর্মকর্তা একেএম মমিনুল ইসলাম, গোদগাড়ী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাতেন প্রমুখ তাদের মতামত ও দক্ষতা তুলে ধরেন। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) সহকারী প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল লতিফ সরকার বলেন, বরেন্দ্র অঞ্চলে জলবায়ু সমস্যা একটি জটিল বিষয়। এনিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান কাজ করে। এই অঞ্চলে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। ঠিকমত কৃষি জমিতে পানি দেওয়া দেওয়া যায়না। ডিপ টিউবওয়েল গুলোতে পানি আগের চেয়ে অনেক কম উঠছে। কৃষিবান্ধন এই অঞ্চলে ধানের পারিবর্তে কমপানি লাগে এমন খরাসহিঞ্চু ফসল আবাদের জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা হচ্ছে। ধানের পরিবর্তে গম,ভূট্টা ও অন্যান্য ফসল আবাদের জন্য বিএমডিএর চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান আসাদ কৃষকদের উৎসাহিত করছে। পানির অপচয় ও সাশ্রয়ের জন্য এজন্য আমাদের করা অতিব জরুরী। এছাড়াও গোদাগাড়ী উপাজেলায় প্রায় সাড়ে ৩ হাজার পুকুর আছে।

সেগুলোতে পানি থাকে না। আবার মাছ চাষ হয়ে হয়ে। এসব পুকুরের মধ্যে প্রায় ১ হাজার পুকুর ভারাট হয়ে গেছে। এসব পুকুর গুলো উদ্ধার করে চাষের আওতায় এনে কাজে লাগালে অনেক উপকার হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মমিনুল ইসলাম বলেন, জলবায়ু মোকাবেলায় এই অঞ্চলে ধানের পরিবর্তে অন্য ফসল ফলানোর জন্য কৃষকদের এগিয়ে আসতে হবে। আমরা কৃষকদের বুঝাতে গেলে ধানের আবাদ হতে বেরিয়ে আসতে চায় না। আমরা এখন থেকে কৃষকদের খরা সহনশীল ফসল আবাদের জন্য বলছি। কৃষকরা এমন উদ্যোগে সারা দিলে অনেকটা জলবায়ু পরিবর্তনে আমাদের কাজে লাগবে বলে জানান। বরেন্দ্র অঞ্চলের সমসাময়িক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে কৃষিকাজে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, স্থানীয়ভাবে পরিচালিত অভিযোজনের সক্ষমতা, জলবায়ু অর্থায়নে প্রবেশাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে আদিবাসী নারীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ৪ টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে হয়ে জলবায়ুজনিত চাপ, দ্বন্দ্বজনিত ঝুঁকি, ঝুঁকি মোকাবেলায় করনীয় এবং সহনশীলতা ও সক্ষমতা বিষয়ে দলীয় আলোচনা করা হয়। রাজশাহীর জলবায়ু, অন্যান্য ঝুঁকি ও তার সহনশীলতা মূল্যায়ন করতে গিয়ে কিছু সুপারিশসমূহ উঠে আসে। যেমনঃ টেকশই প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, দ্বন্দ্বজনিত ঝুঁকি সমাধানে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা, নায্য সম্পদ বন্টণ নিশ্চিত করা, জলবায়ু সহনশীল কৃষি অনুশীলনকে উৎসাহিত করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যসেবা এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং একই সাথে সর্বসাধারন, সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সহযোগিতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি।

বাগমারায় মৎস্য চাষীদের উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ

বাগমারা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাগমারায় সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় সদস্য পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার শুভডাঙ্গা ইউনিয়নের মাধাইমুড়ি জাহাঙ্গীরের পুকুর পাড়ে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত বুধবার বিকেল চারটায় প্রশিক্ষণ শুরু হয়। প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করেন বাগমারা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আক্তারুজ্জামান। প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে স্থানীয় সেচ্ছাসেবী সংস্থা শতফুল বাংলাদেশ। অর্থায়ন করেছে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) । অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার মৎস্য কর্মকর্তা রনি হোসেন, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মুফ-াসসিরুল করিম, শিহাব হাসান টেকনিক্যাল সার্ভিস অফিসার সিপি বাংলাদেশ , লিফ শাহজাহান আলী সরদার প্রমুখ। প্রশিক্ষণে অর্ধশত প্রশিক্ষনার্থী অংশ গ্রহণ করেন। শীতকালে পানি কমে মাছ যেন মারা না যায়, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া জনিত ইনফেকশন, ঘা, ফুলকা পচা রোগ সহ নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণে গুরুত্বারোপ করা হয়।

ঘাটাইলে কুরআন সবক খতমে কুরআন, আলোচনা সভা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি : ব্যপক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সম্পন্ন হলো টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার অন্যতম সেরা দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইকরা ইসলামী একাডেমীর দ্বিতীয় শ্রেনীর শিক্ষার্থী কুরআন সবক, তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের খতমে কুরআন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান। গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরের ইকরা ইসলামী একাডেমী প্রাঙ্গণে ইকরা ইসলামী একাডেমীর মোহতামিম ও ঘাটাইল পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদের ইমাম ও খতিব হাফেজ মাওলানা মো: খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে এসময় বক্তব্য রাখেন, ঘাটাইল পশ্চিম পাড়া বড় জামে মাসজিদের ইমাম ও খতিব মুফতি আব্দুর রহিম বিন মোতালেব,এশিয়ান টিভির উত্তর টাঙ্গাইল প্রতিনিধি সাংবাদিক আব্দুল লতিফ, গাংগাইর বাগে মদিনা মূখ্য নূরানী ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার মোহতামিম মাওলানা মাসুদ রানা, অভিভাবক আল আমিন,ঘাটাইল পৌরসভার ৬নং ওয়ার্ড ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মো: রেজাউল করিম রাজু,পৌর যুবদল নেতা মো: সুজন মিয়া প্রমুখ। পরে মাদ্রাসার শিক্ষক,শিক্ষার্থী অভিভাবক, মুসলিম উম্মাহসহ দেশ ও জাতীর উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে মুনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা আব্দুল আজিজ ।

কাগজ দিয়ে ঠোঙা তৈরি করে তা রোদে শুকাতে দেওয়া হচ্ছে। প্রতি কেজি ঠোঙা বিক্রি হয় ১০০ টাকা দরে। ছোটরা মফিজাবাদ, কুমিল্লা।

১৫ বছর পর রিয়ালকে হারাল লিভারপুল

স্পোর্টস ডেস্ক : এমন ফল খুব যে অপ্রত্যাশিত ছিল তা কিন্তু নয়! নতুন কোচ হলেও আর্নে স্লটের অধীনে সময়টা দুর্দান্ত যাচ্ছে লিভারপুলের। ঠিক অন্যদিকে চাকরি হারানোর মুখে আছেন রিয়াল মাদ্রিদের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। আজকের পর সেই শঙ্কা বরং আরও বেড়েই গেল। কেননা ১৫ বছর পর লিভারপুলের কাছে হারের মুখ দেখেছে রিয়াল। অ্যানফিল্ডে চ্যাম্পিয়নস লিগের ম্যাচে ২-০ গোলে হেরেছে তারা। এর আগে সবশেষ ২০০৯ সালে রিয়ালের বিপক্ষে জয় পেয়েছিল লিভারপুল। কিন্তু এরপর নবমবারের চেষ্টায় প্রথমবার সফলতার মুখ দেখে তারা। এর মধ্যে আবার হারতে হয়েছে দুটি ফাইনালেও। মৌসুমের মাঝপথ না যেতেই ছোটখাট একটি হাসপাতালে পরিণত হয়েছে রিয়াল। তাছাড়া কিলিয়ান এমবাপ্পের ফর্মহীনতা তো আছেই। চোটের কারণে এই ম্যাচে খেলতে পারেননি দলের সেরা তারকা ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। রক্ষণের অবস্থাও খুব একটা ভালো নেই। থিবো কোর্তোয়ার দুর্দান্ত দক্ষতার কারণে প্রথমার্ধে বেশ কয়েকবার সুযোগ থাকলেও এগোতে পারেনি লিভারপুল। দুটো গোলই অবশ্য আসে বিরতির পর। ৫২ মিনিটে ব্র্যাডলির সঙ্গে ওয়ান-টুর করে সামনে এগিয়ে যান আলেক্সিস মাক আলিস্তার। ক্লপ এন্ড থেকে দারুণ এক শট নিয়ে ডেডলক ভাঙেন এই আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার। ৮ মিনিট বাদে ম্যাচে ফেরার সুবর্ণ সুযোগ পায় রিয়াল। বক্সের ভেতর থাকা লুকাস ভাসকেজকে লিভারপুল ডিফেন্ডার অ্যান্ডি রবার্টসন মাটিতে ফেলে দিলে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপ্পে। স্পটকিক থেকে তার নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন লিভারপুল গোলরক্ষক কাউয়িমিন কেলেহার। ৭০ মিনিটে পেনাল্টি পায় লিভারপুলও। এবার নিজেদের বক্সে মোহামেদ সালাহকে ফেলে দেন ফারলা মেন্দি। এরপর যথারীতি সালাহ নিজেই পেনাল্টি নিতে আসেন। কিন্তু তার শট পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়। যদিও সেই হতাশার রেশ বেশিক্ষণ বইতে হয়নি স্বাগতিকদের। ৭৬ মিনিটে রবার্টসনের ক্রস থেকে হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কোডি গাকপো।

এনসিএল টি-টোয়েন্টির কোনো ম্যাচই হচ্ছে না মিরপুরে

স্পোর্টস ডেস্ক : রাজধানীর মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জাতীয় লিগের (এনসিএল) টি-টোয়েন্টি সংস্করণের কোনো ম্যাচই হচ্ছে না। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্যই এমন সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)। বিষয়টি নিশ্চিত করে বিসিবির একটি সূত্র জানায়, রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামকে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য ভেন্যু করার পরিকল্পনা ছিল বিসিবির। তবে দুর্ভাগ্যবশত আর্মি

স্টেডিয়ামকে পাচ্ছে না বোর্ড। সেজন্যই মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামেই হবে বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এতে সরিয়ে নিতে হচ্ছে এনসিএলের সুপার ফোর ও ফাইনালের ভেন্যু। যদিও কদিন আগেই এনসিএল টি-টোয়েন্টির স্পন্সরগুলোর সঙ্গে গণমাধ্যমকে পরিচয় করিয়েছিল বিসিবি। সেখানে প্রেসিডেন্ট ফারুক আহমেদ জানিয়েছিলেন, 'সিলেটে শুরু হবে টুর্নামেন্টের সেমি ফাইনাল ও ফাইনাল হবে মিরপুরে।' তবে এখন আর সেটা হচ্ছে না। সিলেটেই সব ম্যাচই হবে। বিসিবির একটি সূত্র জানায়, আগামী ১১ ডিসেম্বর থেকে এনসিএল টি-টোয়েন্টি শুরু হবে। ৮ দলের এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে ২৪ ডিসেম্বর। এরমধ্যে আবার ২৩ ডিসেম্বর বিপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থাকায় মিরপুর স্টেডিয়ামে ব্যাপক কাজ করতে হবে। তাই রাজধানী ঢাকায় কোনো ম্যাচই রাখা হয়নি। এতে করে ডে-নাইট যে চিন্তা ভাবনা ছিল বিসিবির। কিন্তু সেটার সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

রেকর্ড গড়ে 'গোল্ডেন বয়' পুরস্কার জিতলেন ইয়ামাল

স্পোর্টস ডেস্ক : আরেকটি পুরস্কার জিতেছেন বার্সেলোনার স্প্যানিশ তারকা লামিনে ইয়ামাল। তিনি 'গোল্ডেন বয়' পুরস্কার জিতেছেন। মাত্র ১৭ বছর চার মাস বয়সে পুরস্কারটি জিতে ইতিহাসে নাম লিখালেন ইয়ামাল। তার দখলে এখন সবচেয়ে কমবয়সী খেলোয়াড় হিসেবে 'গোল্ডেন বয়' পুরস্কার জেতার রেকর্ড। মূলত, এই পুরস্কারটি ২১ বছরের কমবয়সী ফুটবলারদের দেওয়া হয়ে থাকে। জুরিদের দেওয়া ভোটে মোট ৫০০ পয়েন্টের মধ্যে ৪৮৮ পয়েন্ট পেয়েছেন ইয়ামাল। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আলেহান্দ্রো গারনাচো, পাউ কুবারসি, কোবি মাইনু, স্যাবিনিও, এনদ্রিক, আর্দা গুলেররা। ইতালির ক্রীড়া সংবাদমাধ্যম টাট্টোস্পোর্টে জানায়, ইউরোপের ৫০টি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি ভোট দিয়েছেন। এর মধ্যে অন্যতম জার্মানির বিল্ড, স্পেনের মার্কা ও মুন্দো দেপোর্তিভো, ইংল্যান্ডের দ্য টাইমস, ফ্রান্সের লেকিপ, পর্তুগালের এ বোলা, সুইজারল্যান্ডের ব্লিক। প্রত্যেকের ১ নম্বর খেলোয়াড় ১০ পয়েন্ট করে পান বিধায় মোট পয়েন্ট ছিল ৫০০। জুরিদের বেশির ভাগ ইয়ামালকে শীর্ষে রাখায় ৪৮৮ পয়েন্ট নিয়ে 'গোল্ডেন বয়' পুরস্কার জিতেছেন তিনি। পুরস্কারজয়ী নির্বাচনে প্রত্যেক জুরি ভোট দেন পাঁচজন খেলোয়াড়কে। এর মধ্যে এক নম্বর ভোট পাওয়া খেলোয়াড় ১০ পয়েন্ট, দুই নম্বর ভোট পাওয়া খেলোয়াড় ৭ পয়েন্ট, এবং তৃতীয়জন ৫, চতুর্থজন ৩ ও পঞ্চমজন ১ পয়েন্ট পেয়ে থাকেন। বার্সেলোনা ও স্পেনের চতুর্থ খেলোয়াড় হিসেবে ইয়ামাল 'গোল্ডেন বয়' জিতেছেন। বার্সার প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে 'গোল্ডেন বয়' জিতেছিলেন লিওনেল মেসি (২০০৫)। আর স্পেনের প্রথম খেলোয়াড় সেস্ক ফ্যাব্রেগাস (২০০৬)।
পুরস্কারটি পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন, 'এই পুরস্কার জিততে পারা দারুণ এক সম্মানের।

আইসিসি সভার আগে ভারতকে কড়া হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের

স্পোর্টস ডেস্ক : ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব নতুন নয়। এই দুই দেশের মধ্যে চির বৈরিতা এখনো চলমান। আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিকে ঘিরে সেটা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আসন্ন আসরও দুই দেশের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছে। এ নিয়ে আইসিসির সভার আগে ভারতকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আসন্ন আসর আয়োজিত হওয়ার কথা পাকিস্তানে। কিন্তু ভারত পাকিস্তানে গিয়ে খেলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফলে আইসিসির ইভেন্টটি নিয়ে বাড়ছে জটিলতা। এ নিয়ে আইসিসি ২৯ নভেম্বর একটি ভার্চুয়াল সভা ডেকেছে। সেখানেই নির্ধারিত হওয়ার কথা রয়েছে বৈশ্বিক এই আসরের ভাগ্য। এমন পরিস্থিতিতে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে এক সংবাদ সম্মেলনে নাকভি বলেন, "আমরা ভারতে গিয়ে খেলব এবং তারা এখানে (পাকিস্তানের মাঠে) এসে খেলবে না। যা হবে সব সমতার ভিত্তিতে হবে। আমরা আইসিসিকে খুবই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছি। ভবিষ্যতে কী হবে, সেটা আপনাদের জানাচ্ছি।" চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য সকল ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে পাকিস্তান। এমন সময়ে যাতে কোনো ভুল সিদ্ধান্ত না আসে, সেটা জানিয়ে ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়ে নাকভি আরও বলেন, "আমাদের অবস্থান খুবই স্পষ্ট। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, পাকিস্তান ক্রিকেটের জন্য যেটা সবচেয়ে ভালো হয়, আমরা সেটাই করব। আইসিসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। আমার দলও তাদের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলছে।" সবশেষ ২০১৭ সালে আয়োজিত হয়েছিল চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। লন্ডনের ওভালে অনুষ্ঠিত ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে ১৮০ রানে হারিয়েছিল পাকিস্তান। ৮ বছর পর আবারও চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হতে যাচ্ছে ৮ দল নিয়ে। ২০২৫ সালের আসরে খেলবে-

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নিউ জিল্যান্ড, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, আফগানিস্তান। ভারত পাকিস্তানে না গেলেও পাকিস্তান ঠিকই ভারতে গিয়ে কয়েকটি আসর খেলেছে। ২০০৮ এশিয়া কাপের পর থেকে ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তান সফর করছে না। তবে ২০১৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তান ভারত সফরে গিয়েছে।

সবকিছু হবে সমতার ভিত্তিতে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ইস্যুতে পিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ইস্যুতে টানাপোড়েন কমার কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যায়নি। পাকিস্তান নিজেদের জায়গায় অটল। ভারতও মত পাল্টাতে নারাজ। সব মিলিয়ে আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে পাকিস্তানের মাটিতে হতে যাওয়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে বাড়ছে উত্তেজনাও। সকালে সংবাদ সম্মেলনে এসে নতুন বার্তা দিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি)

চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে অনেকদিন ধরেই আলোচনা চলছে। ভারত চাচ্ছে হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হোক। তবে পাকিস্তান তাতে মোটেও রাজি হয়নি। তারা হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে রাজি নয়। যার কারণে আইসিসি এখনও টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশ করেনি। আইসিসির সঙ্গে ভার্চ্যুয়াল মিটিং হওয়ার কথা পিসিবির। এই সভা থেকেই ৮ দলের অংশগ্রহণে জমজমাট ওয়ানডে ফরম্যাটের টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসতে পারে। তার আগে নিজেদের সিদ্ধান্তে দৃঢ় থাকার কথা জানালেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। তিনি জানান, পিসিবি এমন কোনো কাজ করবে না, যাতে দেশের ক্রিকেটের অমঙ্গল হয়। নিজেদের দিক বিবেচনায় যা করা দরকার, সেই কাজটাই তারা করবে। এক্ষেত্রে আইসিসিকে নিজেদের অবস্থান জানিয়েছেন বলেও গণমাধ্যমকে বলেন পিসিবি চেয়ারম্যান। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ইস্যুতে নিজেদের ভাবনা ও সিদ্ধান্ত স্পষ্ট উল্লেখ করে তিনি জানান, সমতার ভিত্তিতেই সবকিছু করবে পিসিবি, এমন প্রস্তাব তারা পিসিবিকে দিয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী বছর ভারতে হবে নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও পরের বছর শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যৌথভাবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও আয়োজন করবে তারা। রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে ২০০৮ সাল থেকে পাকিস্তান খেলতে আসে না ভারত। এবারও ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থা (বিসিসিআই) বলছে, হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে।

স্ত্রীর দেনমোহর নিয়ে ইসলামে যা বলে

ধর্ম ডেস্ক : মহর হল বিয়ের মাধ্যমে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে ইসলাম স্বামীর ওপর যে আর্থিক জিম্মাদারী আরোপ করেছেন তারই নাম দেনমোহর। দেনমোহরের মাধ্যমেই বিবাহ পূর্ণাঙ্গ ও বৈধ হয়। প্রাচীন আরবে যৌতুক দেয়ার প্রথা চালু ছিল, নবুয়াত প্রাপ্তির পর মোহাম্মদ (সা.) এই মোহর আদায় করা স্বামীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য এবং বিয়েতে স্ত্রীর জন্য মোহর নির্ধারণ এবং তাতে নারীর পূর্ণ মালিকানা প্রদান ইসলামি বিধানের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। দেনমোহর বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত এক গুরুত্বপূর্ণ হক বা অধিকার। দেনমোহর নারীদের অস্তিত্বের বিনিময় নয়। বরং মানবতা রক্ষার্থে দেনমোহর আদায় করা হয়ে থাকে। কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে দেনমোহরের কথা উল্লেখ রয়েছে। দেনমোহর বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন: হে নবী! আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদের আপনি মোহরানা প্রদান করেন।' (সুরা আহযাব : আয়াত ৫০) 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।' (সুরা নিসা : আয়াত ৪) হযরত আয়শা রা. নিহলার তরজমা ফারিজাহ করেছেন। আরেক জন প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ বলেন, আরবী ভাষাতে শব্দটি ওয়াজিবের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এজন্য দেনমোহর ধার্য্য করা এবং তা আদায় করা ওয়াজিব। যদি কেউ দেনমোহর না দেওয়ার শর্তে বিবাহ করে তারপরও মোহরে মিসল (পারিবারিক

দেনমোহর) দেওয়া ওয়াজিব হবে। ইমাম মালেক রহ. এর নিকট তো এমন অবস্থায় বিবাহই সংঘঠিত হবে না। দেনমোহরের পরিমাণ, দেনমোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। যদি কেউ তার চেয়ে কম দেনমোহর নির্ধারন করে তাহলে তা ধর্তব্য হবে না; বরং দশ দেরহাম ওয়াজিব হবে। কেননা রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন: দশ দেরহামের চেয়ে কম দেনমোহর নেই। ১০ দিরহাম বর্তমান হিসাবে ৩০ গ্রাম ৬১৮ মিলি গ্রাম হয়। বর্তমান টাকার হিসাবে সর্বনিম্ন দেনমোহরের পরিমাণ ২ হাজার ৮৩৫ টাকা। যদি ১ তোলা রৌপ্যের মূল্য ১ হাজার ৫০ টাকা হয়, তাহলে ৩০ দশমিক ৬১৮ গ্রাম রৌপ্যের মূল্য ২ হাজার ৮৩৫ টাকা। ইমাম মালেক (রহ.) এর নিকট দেনমোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ এক চতুর্থাংশ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) অথবা তিন দিরহাম খাটি রৌপ্যমুদ্রা। এক চতুর্থাংশ দিনার বর্তমান হিসাবে (প্রায় সাড়ে চার মাশা স্বর্ণ) এবং তিন দিরহাম। অর্থাৎ প্রায় ১১ গ্রাম। ইমাম মালেক (রহ.) কিছু হাদিসকে সামনে রেখেই এই মত পেশ করেছেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর নিকট দেনমোহরের কোনো সর্বনিম্ন পরিমাণ নেই। সর্বনিম্ন মূল্যবান জিনিসই তাদের নিকট দেনমোহর হতে পারে। তবে সর্বোচ্চ দেনমোহরের ক্ষেত্রে সকলেই একমত যে, তার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। কেননা কুরআনুল কারীমে দেনমোহরের ক্ষেত্রে (ক্বিনতার) শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। যার অর্থ অনেক সম্পদ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ১২ হাজার দিরহাম অথবা এক হাজার দিনারকে বলেছেন।

শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচার আমল

ধর্ম ডেস্ক : শয়তান মানুষের শত্রু। শয়তান মানবদেহে রক্তের মতো চলাচল করতে পারে। তাই সে মানুষের ঈমান ও আমল ধ্বংস করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রতারণা করে। নিম্নে শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচার আমল বর্ণনা করা হলোড় প্রতারণা থেকে বাঁচার আমল, শয়তান যত ধূর্ত ও শত্রু হোক না কেন ঈমানের দৃঢ়তা, আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা, ইবাদত-বন্দেগি ও নেককার লোকের সঙ্গ অবলম্বন করে শয়তানের প্রতারণা থেকে বাঁচা সম্ভব। হাদিসে বর্ণিত ছয়টি আমল এখানে উল্লেখ করা হলো। এক. ঈমান বিষয়ক প্রতারণা থেকে বাঁচার জন্য আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম পড়তে হয়। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের কারো কাছে শয়তান আসতে পারে এবং সে বলতে পারে এ বস্তুকে কে সৃষ্টি করেছে? ওই বস্তুকে কে সৃষ্টি করেছে? এরূপ প্রশ্ন করতে করতে শেষ পর্যন্ত বলে বসবে তোমাদের প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে? যখন ব্যাপারটি এই স্তরে পৌঁছে যাবে, তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায় এবং বিরত হয়ে যায়।' (বুখারি, হাদিস : ৩২৭৬) দুই. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পাঠের মাধ্যমে শয়তানের শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। আবু মালিহ (রহ.) একজন সাহাবি থেকে বর্ণনা করেন, আমি নবী করিম (সা.)-এর সঙ্গে একই উটের পিঠে সাওয়ার ছিলাম।

শীতকালীন ইবাদতের গুরুত্ব

ধর্ম ডেস্ক : মুসনাদে আহমদে আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'শীতকাল মুমিনের বসন্তকাল।' বায়হাকিসহ অনেকের বর্ণনায় এভাবে এসেছে, 'শীতকাল মুমিনের বসন্তকাল; কারণ শীতের রাত দীর্ঘ হওয়ায় মুমিন রাত্রিকালীন নফল নামাজ আদায় করতে পারে এবং দিন ছোট হওয়ায় রোজা রাখতে পারে।' অর্থাৎ সহজে অনেক ফজিলতপূর্ণ ইবাদতের সুযোগ লাভের কারণে শীতকাল মুমিনের জন্য বসন্তকাল হয়ে ওঠে। আমের ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন, নবিজি (সা.) বলেছেন, শীতল গনিমত হচ্ছে শীতকালে রোজা রাখা। (সুনানে তিরমিজি) এ ছাড়া ওমরসহ (রা.) অনেক সাহাবীদের থেকেও এ রকম বক্তব্য বর্ণিত রয়েছে। ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে তিনি বলেছেন, 'শীত ইবাদতকারীদের গনিমতস্বরূপ।' (হিলয়াতুল আউলিয়া) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, শীত এলে তিনি বলতেন, 'স্বাগতম শীতকাল! শীতকালে বরকত অবতীর্ণ হয়। নামাজের জন্য শীতের রাতগুলো দীর্ঘ হয়, রোজার জন্য দিনগুলো সংক্ষীপ্ত হয়।' এ বক্তব্যগুলো থেকে স্পষ্ট যে, শীতকালকে আমাদের অনুসরণীয় সাহাবিরা সহজে ইবাদতের বিরাট সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করতেন। রাতের একটি অংশে জেগে নামাজ পড়তেন, দিনে রোজা রাখতেন। আমরাদেরও উচিত শীতকালে বেশি বেশি ইবাদত করা, নামাজ পড়া, রোজা রাখা, যেন নবিজি (সা.) ও তার সম্মানিত সাহাবিদের মতো শীতকাল আমাদের জীবনেও ইবাদতের বসন্তকাল হয়ে উঠতে পারে। নামাজ-রোজার পাশাপাশি শীতকালে শীতার্ত মানুষকে শীতবস্ত্র দান করেও আমরা বিপুল সওয়াব লাভ করতে পারি। রাসুল (সা.) বলেছেন, কোন মুসলিম তার কোন বিবস্ত্র মুসলিম ভাইকে কাপড় পরিধান করালে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের সবুজ পোশাক পরিধান করবেন। কোন মুসলিম তার ক্ষুধার্ত মুসলিম ভাইকে খাবার খাওয়ালে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন। কোন মুসলিম তার কোন তৃষ্ণার্ত মুসলিম ভাইকে পানি পান করালে আল্লাহ তা'আলা তাকে মোহরাঙ্কিত স্বর্গীয় সুধা পান করাবেন। (সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিজি)

মাদক প্রসঙ্গে ইসলামের নির্দেশনা

ধর্ম ডেস্ক : রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'তোমরা মদপান কোরো না, কেননা মদ সব অনিষ্টের চাবিকাঠি।' ইবনে মাজাহ। তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, 'কোনো ব্যক্তি ইমানদার অবস্থায় মদপান করে না।' মুসনাদে আহমাদ। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন, 'মদ্যপায়ী ব্যক্তি মৃত্যুর পর মূর্তিপূজারির মতো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।' তিবরানি। ইরশাদ হচ্ছে, 'মদ্যপায়ী ব্যক্তি মৃত্যুর পর জান্নাতে যাবে না।' ইবনে হিব্বান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোটা পৃথিবীর রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। ইরশাদ

হচ্ছে, 'আর আমি আপনাকে পৃথিবীর রহমতরূপে পাঠিয়েছি।' যখন তিনি এ পৃথিবীতে আসেন তখন পৃথিবীর সর্বত্র ছিল জুলুম-নির্যাতনের বাড়াবাড়ি, বিদ্বেষ-হানাহানি, কুপ্রথা ও অশ্লীলতায় ভরপুর। মানুষ আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে কল্পিত দেবতাদের মূর্তিপূজায় নিজেদের নিমগ্ন রেখেছিল। আর সর্বত্র অবাধে চলত মদ্যপান ও অশ্লীল বেহায়াপনা। এহেন কঠিন মুহূর্তে ইসলাম এসেছে বিশ্বমানবতার দ্বারে শান্তির বার্তা নিয়ে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র জীবনবিধান হিসেবে। এতে রয়েছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পথের সঠিক দিশা। আল কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'হে ইমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার করো, যা আমি তোমাদের জীবিকা হিসেবে দান করেছি এবং আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগি করে থাকো।' সুরা বাকারা, আয়াত ১৭২। উপরিউক্ত আয়াতে মুমিনদের হালাল বস্তু পান ও আহারের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। প্রকারান্তরে যা কিছু হারাম তা পরিহারের ইশারা দেওয়া হয়েছে। যেসব পানীয় এবং দ্রব্য সুস্থ ও স্বচ্ছ বিবেক অবলুপ্ত করে তা-ই মাদক এবং এটি হারাম। মাদক শব্দটি এসেছে মদ থেকে। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সব নেশাকারী বস্তুই মদ বা মাদক আর সব নেশাকারী বস্তুই হারাম। মাদকদ্রব্য প্রাকৃতিক হোক যেমন মদ, তাড়ি, আফিম, গাঁজা, চরস, হাশিশ ইত্যাদি আর রাসায়নিক হোক যেমন ইয়াবা, হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল ইত্যাদি- পরিমাণে কম হোক আর বেশি হোক পান বা আহার বা অন্য কোনোভাবে গ্রহণ করা হারাম। ইসলামি চিন্তাবিদদের সর্বসম্মত অভিমত, ইসলামে মদ্যপান সম্পূর্ণ হারাম। আল কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুমিন! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার দেবী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?'

যাদের মৃত্যুর সময় কালেমা নসিব হয়

ধর্ম ডেস্ক : মৃত্যুর সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসুল) এই সাক্ষ্য-বাক্য পাঠ করার বিশেষ গুরুত্ব আছে। পাপের মার্জনা ও ক্ষমা লাভে এর ভূমিকা অপরিসীম। কেননা মৃত্যুর সময় এই কালেমা তারই ভাগ্যে জোটে যে তাতে বিশ্বাস করে এবং তার মর্ম অনুধাবন করে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি এই পবিত্র বাক্য পাঠ করে এবং তার মর্ম অনুধাবন করে তার প্রবৃত্তিগুলো মরে যায়, সংশয়পূর্ণ অন্তর নম্র হয়, অবাধ্যতার পর তা অনুগত হয়, প্রত্যাখ্যান করার পর স্বীকার করে, উদ্ধতার পর বিনয়ী হয়, দুনিয়া ও এর অনর্থক বিষয়ের মোহ অন্তর থেকে দূর হয়।
কালেমায় বিশ্বাসীরা মহাবিশ্বের স্রষ্টা, মুনিব ও প্রতিপালকের সামনে সিজদাবনত হয়, তাকে সাক্ষী রেখে সত্যকে জীবনে ধারণ করে। বিনিময়ে তারা আল্লাহর দয়া, ক্ষমা ও অনুগ্রহ কামনা করে। সে শিরক ও বাতিলের সঙ্গে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে। তার অন্তরে যে দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘাত চলত তা দূর হয়ে যায়।

জুমার নামাজে আগে যাওয়ার ফজিলত

ধর্ম ডেস্ক : মুসলমানদের জন্য জুমার দিন হচ্ছে সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন। এই দিনের ফজিলত সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। রাসুল (স.) বলেন, 'জুমার দিন সপ্তাহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তা আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানিত।' (ইবনে মাজাহ: ১০৮৪) আরও ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিনের জন্য জুমার দিন হলো সাপ্তাহিক ঈদের দিন।' (ইবনে মাজাহ: ১০৯৮) জুমার দিনের বিশেষ আমলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- আগেভাগে মসজিদে যাওয়া। এর অনেক ফজিলতও রয়েছে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনরা! জুমার দিন যখন নামাজের আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে এসো এবং বেচাকেনা বন্ধ করো, এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ..।' (সুরা জুমা: ৯) জুমার দিন তাড়াতাড়ি মসজিদে যাওয়া প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যখন জুমার দিন উপস্থিত হয় ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথম থেকে পর্যায়ক্রমে আগন্তুকদের নাম লিখতে থাকে। যে সবার আগে আসে সে ওই ব্যক্তির মতো যে একটি উট সদকা করে। তারপর যে আসে সে ওই

ব্যক্তির মতো যে একটি গাভী সদকা করে। তারপর আগমনকারী মুরগি সদকাকারীর মতো। তারপর আগমনকারী একটি ডিম সদকাকারীর মতো। এরপর যখন ইমাম খুতবা দিতে বের হন, তখন ফেরেশতারা তাদের দফতর বন্ধ করে দেন এবং মনোযোগদিয়ে খুতবা শুনতে থাকেন।' (বুখারি: ৮৮২) জুমার দিনের জন্য প্রস্তুত হওয়াতেও রয়েছে বিপুল সওয়াব। আউস ইবনে আউস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুল (স.)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করাবে এবং নিজেও গোসল করবে অথবা উত্তমরূপে গোসল করবে এরপর ওয়াক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে আসবে, আসার সময় হেঁটে আসবে, কোনো বাহনে চড়বে না, ইমামের কাছাকাছি বসবে, এরপর দুটি খুতবা মনোযোগ দিয়ে শুনবে এবং (খুতবার সময়) কোনো অনর্থক কাজকর্ম করবে না, সে মসজিদে আসার প্রতিটি পদক্ষেপে একবছর নফল রোজা ও একবছর নফল নামাজের সওয়াব পাবে।' (আবু দাউদ: ৩৪৫) রাসুলুল্লাহ (স.) আরও বলেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে, যদি তার নিকট থাকে।